জাতক কল্পতরু।

—(বৈশাখ শাখা)—

গুপ্তিপাড়া নিবাসী

শ্রীসন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

মূল্য দুই টাকা

শ্রীশ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

ভূমিকা।

জন্ম সময় থেকে প্রথমে লগ্ন ঠিক ক'রে তারপর ৯টি গ্রহের মধ্যে কোন গ্রহ কোন রাশিতে সেই সময়ে ছিলেন একটি রাশিচক্র এঁকে তা'তে ঐগুলি ঠিক ঠিক ক'রে বসিয়ে—সেই রাশিচক্র দেখে জাতকের ভাগ্য গণনা করা হয়। রাশিচক্রটী ঠিক ক'রে করবার জন্যে লগ্নস্ফুট, গ্রহস্ফুট, ভাবস্ফুট, লগ্নসন্ধি, ভাবসন্ধি ইত্যাদি অনেক অঙ্ক ক'সতে হয় এবং বিচার করবার জন্যে লগ্ন, লগ্নের অধিপতি—তিনি শুভ কি অশুভ গ্রহ, তিনি কোন ভাবের অধিপতি, তিনি পুরুষ কি স্ত্রী—সবল কি দুর্ব্বল—তিনি শুভ হ'য়ে শুভ ভাবে আছেন কি অশুভ ভাবে আছেন কিম্বা অশুভ হ'য়ে অশুভ ভাবে বা শুভ ভাবে আছেন—যে রাশিটিতে আছেন সেটি তাঁর শত্রুগৃহ বা মিত্রগৃহ কিম্বা স্বগৃহ—সেখানে অন্য কোন গ্রহ আছেন কি না কিম্বা কোন গ্রহ তাঁকে দেখছেন কিনা—যদি থাকেন বা দেখেন তবে সেই গ্রহটি তাঁর শত্রু কি মিত্র—তিনি আবার সবল কি দুর্ব্বল—কোন ভাবে আছেন ইত্যাদি অনেক বিষয় দেখতে হয়। এই সব দেখার পর লগ্ন, লগ্নপতি, ভাব, ভাবাধিপতি এবং তাঁদের যোগ ও সম্বন্ধ ইত্যাদি বুঝে দশা বিচার ক'রে ফল ব'লতে হয়। নানা মুণির নানা মত—এই দশা বিচারও আবার অনেক রকমের—

সে সব দশা কসবার এবং বিচার করবার নিয়ম ও ভিন্ন ভিন্ন ধরণের। এই দশা বিচার করবার সময় গোচরে কোন গ্রহ কোথায় কি ভাবে আছেন সে সবও দেখতে হয় এবং বিচার ক'রতে হয়। এই ভাবে একটি রাশিচক্র দেখে—বিচার ক'রে, যাতে ফল মেলে এমন ভাবে ব'লতে গেলে অসম্ভব ভাবের খাটতে হয়। সংসারে থাকতে গেলে শরীর ও মন সব সময়ে খাটবার মত থাকে না। অনিচ্ছায় বা বিরক্ত হ'য়ে কোন কাজ ক'রলে সে কাজ সব সময়ে ঠিক হয় না। তারপর ঠিক জন্ম সময়টি প্রায়ই পাওয়া যায় না—যদি পাওয়া যায় তবে ঠিক জন্মসময় আবার কোনটি—যেমন প্রথম আলো দেখে বা শ্বাস নিয়ে জাতশিশু যখন কেঁদে উঠে তখন বা যখন তাকে ভূমির উপর রাখা হয়, সেই সময়টি জন্ম সময় ব'লে ধরা হবে—এ সম্বন্ধে মতভেদও আছে। এই সবের ভেতর থেকে গণনা ক'রে—ফল যা'তে মেলে এমন ভাবে বলা বড় সহজ কথা নয়। সামান্য কারণে কোথায় একটু ত্রুটি হ'য়ে যায়—যার ফলে জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা সব সময়ে মেলে না এবং জ্যোতিষীকে অনেক রকম কথাই শুনতে হয়। বহুকাল ধ'রে জ্যোতিষ চর্চ্চা ক'রে বুঝেছি যে গ্রহ, রাশি ইত্যাদির প্রকৃতি বুঝে বিচার ক'রতে পারলে সব ক্ষেত্রেই ফল মেলে এবং এই অপূর্ব্ব শাস্ত্রটী থেকে বহু বহু উপকার পাওয়া যায় ব'লে প্রত্যেক মানুষেরই অন্ততঃ খানিকটা ক'রে জ্যোতিষ জানা প্রয়োজন।

আমরা গাছ পালা, পশু পক্ষী, ইত্যাদির কার্য্যকলাপ প্রকৃতি সম্বন্ধে জানবার জন্যে কত কাণ্ডই করছি কিন্তু যে সব

আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবাসী নিয়ে সংসারে থাকি, যাদের নিয়ে দুবেলা ঘর করি, তাদের সম্বন্ধে এমন কি নিজের সম্বন্ধেও কিছু জানি না—এ রকম ভাবটা আমাদের ঠিক নয়। আমরা যে যাই করি যে যাই হই—সকলেই কিন্তু এক নৌকার আরোহী—সৃষ্টি স্থিতি লয়ের অধীন। ভবিষ্যতের অন্ধকারে কি আছে না আছে কেহই তার কিছু জানি না। সকলেই অন্ধের মত চ'লেছি। এরূপ ক্ষেত্রে জীবনের পথে যাদের যাদের সঙ্গে চলা হ'চ্চে তাদের প্রত্যেকেরই স্বভাব, চরিত্র, প্রকৃতি ইত্যাদি জেনে পরস্পর সকলেই যাতে সুখে থাকতে পারে এমন ভাবে চলা দরকার, কেন না নিজে সুখে থাকতে গেলে অন্যের সুখের ব্যবস্থা আগে ক'রতে হয়—তা না হ'লে সুখী হওয়া যায় না।

লগ্ন ধ'রে বিচার ক'রতে গেলে বহু অঙ্ক ক'সতে হয় এবং ভাবতেও হয় অনেক—তার উপর বিচারের নিয়মগুলিও এত বেশী এবং এত জটিল যে জ্যোতিষ সকলের পক্ষে জানা দরকার হ'লেও শেখা কিন্তু সহজ নয়। আমরা ঋষির বংশধর সত্য, কিন্তু কুচিন্তা ও কুক্রিয়ার ফলে আমাদের বুদ্ধির উপর যথেষ্ট মলিন আবরণ পড়ে যাচ্ছে। ব্যবসাদার না হ'লে যেমন ব্যবসাদারের কথা বুঝতে পারে না—ঋষির মত সংসারে থাকি না ব'লে আমরা ঋষির কথার উদ্দেশ্যও এখন ঠিক বুঝি না। সেইজন্যে গ্রহ, রাশি, নক্ষত্র ইত্যাদির কি কি গুণ, কি কি কাজ আমরা তা সব ঠিক বুঝতে পারি না—এগুলি এখন আমাদের কাছে প্রায় ল্যাটিন ভাষার মতই হ'য়ে আছে। গ্রহগণের

শত্রুতা মিত্রতা—ঠিক আমাদের মত শত্রুতা মিত্রতা করা নয় উচ্চস্থ, নীচস্থ, ইত্যাদির অর্থ সাধারণ ভাবে যা বোঝা যায় তা ঠিক নয়। ভগবৎ কৃপায় ঐ গুলির অর্থ আমি যা বুঝেছি সাধারণের সুবিধার জন্যে ক্রমে ক্রমে তা সমস্তই ব'লব —কেন না বিদ্যা কা'র নিজস্ব নয়—বিদ্যা বেদমাতা সরস্বতীর, তাঁর প্রসাদ পাবার অধিকার সকলেরই আছে।

সূর্য্যদেবকে আশ্রয় ক'রে পৃথিবী সব সময়ে ঘুরচে ব'লে রোজই যেমন দিন এবং রাত্রি হ'চ্চে একটীর পর একটী ক'রে রোজই তেমন ১২টি রাশি পূর্ব্ব গগনে উদয় হ'চ্চে। জাতকের জন্ম সময়ে পূর্ব্ব গগনে যে রাশিটী উদয় হয় বা উদিত অবস্থায় থাকে সেইটীই জাতকের জন্মলগ্ন ব'লে স্থির হ'য়ে থাকে। ৩০° ডিগ্রিতে বা অংশে এক একটী রাশি। পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে প্রত্যহ প্রায় ১° অংশ ক'রে নিজের কক্ষ ধ'রে সরে যায়—এই ভাবে পৃথিবী একমাসে বা প্রায় ৩০ দিনে একটী রাশির ৩০ অংশ° ভোগ ক'রে অন্য একটী রাশিতে যায়। রাশিটী হ'ল এখানে মাস এবং অংশটী হ'ল তারিখ। যেমন কোন রাশির ৯° অংশে থেকে পৃথিবী যখন ঘোরে তখন সেই রাশিতে যে মাস বোঝায়—সেই মাসের ৯ই আবার ১৭ অংশে থেকে যখন ঘোরে তখন ১৭ই। যে মাসই হ'ক আর ৯ই বা ১৭ই যে তারিখই হ'ক পূর্ব্ব গগনে ঐ ১২টী রাশি কিন্তু প্রত্যহই উদয় হ'য়ে যাচ্ছে। আমরা রাশিচক্র দেখে বিচার করবার সময়—লগ্নের অংশ, হোরা ইত্যাদি কত কি দেখি—কিন্তু তার সঙ্গে মাসের ও তারিখের যে

সম্বন্ধ তা একটুও দেখি না। বৈশাখ মাসের ১৭ই তারিখের মেষ লগ্নের ৫ম অংশ এবং পৌষ বা মাঘ মাসের ১৭ই তারিখের মেষ লগ্নের ৫ম অংশ এক জিনিস নয়। একই লগ্ন বা একই লগ্নের ৫ম অংশ হ'লেও—গ্রীষ্মকালে উদয় হয় এটী সকালে এবং শীতকালে মধ্যরাত্রিতে—সুতরাং পুঁথির লেখা মেষ বা অন্যান্য লগ্নের ফল কোন রকম বিচার না ক'রে সর্ব্বত্র বলা সমীচীন নয়।

অঙ্ক হিসাবে সামান্য একটী পাই বা পয়সার গোলমাল হ'লে—রসাতল কাণ্ড হয়, কিন্তু সাংসারিক জীবনে দু চারটা পয়সা এধার ওধার হ'লেও তেমন যায় আসে না। সূক্ষ্মভাবে ভাগ্যের ফল জানতে গেলে লগ্ন ইত্যাদির খুব প্রয়োজন। স্থূলভাবে, লগ্ন বা জন্ম সময় না জান্‌লেও চলে। স্থূল কিম্বা সূক্ষ্ম যে ভাবেই বিচার করা হ'ক জন্মমাস এবং তারিখের বিচার কিন্তু ক'রতেই হবে।

সাধারণ লোকে—তাঁদের জীবনের ফলাফল সাধারণ ভাবেই জানতে চান। গমক, গিটকিরি, রাগ রাগিণীর আলাপে ভরা গান ভাল হ'লেও বুঝতে না পারলে যেমন ভাল লাগে না যাঁরা সাধারণভাবে জীবনের ফল জানতে চান তাঁদের সেই রকম অঙ্কে-ভরা ঠিকুজী কোষ্ঠী নিখুঁত হ'লেও ভাল লাগে না। অনেক দেখেশুনে শেষে মোটামুটি ভাবে জীবনের ফলাফল জানতে পারা যায় এমন রাস্তা খুঁজতে থাকি। ২৫ বৎসর কাল জ্যোতিষ শাস্ত্র চর্চ্চা করার পর, ভগবৎ কৃপায়, কোন রকম অঙ্কপাত না ক'রে মাস এবং তারিখ থেকে, কেবলমাত্র বিচারের সাহায্যে ভাগ্যফল বলবার সোজা একটী পথ দেখতে পাই। এই পথ ধরে বহু বহু ঠিকুজী কোষ্ঠী বিচার ক'রে আশ্চর্য্যভাবে ফল মিলতে দেখে

সাধারণে যা'তে জানতে পারেন এবং যদি ২।৫ জন দয়া ক'রে এই নিয়মে ঠিকুজী কোষ্টী বিচার ক'রে কতখানি ফল মেলে এবং বড় বড় জটিল প্রশ্নের উত্তর কত সহজে কোন রকম অঙ্ক না ক'সে বল'তে পারা যায় তা দেখেন, এই উদ্দেশ্যে মাসিক পত্রিকায় লিখতে থাকি। ক্রমে বহু পরিচিত, অপরিচিত বন্ধুবান্ধব, ভদ্র লোক, জ্যোতিষ ব্যবসায়ী ঐ নিয়মে বিচার ক'রে ফল মিলতে দেখে আনন্দ প্রকাশ ক'রে এবং সাধারণের সুবিধা ও উপকারের জন্যে এ সম্বন্ধে বই লিখতে বলেন। তাঁদের নিকট উৎসাহ ও নানাভাবে সাহায্য পাওয়াতেই আজ "জাতক কল্পতরু" প্রকাশ হ'ল। তাঁহাদিগকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাইতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য মানুষের শুধু ভবিষ্যৎ জেনে কোন লাভ নেই। নিজেকে চিনে, সর্ব্বত্র মানীর মান রেখে এবং প্রত্যেক কাজে ভগবানকে ধ'রে—তিনিই যে সকলের মাতা পিতা—হর্ত্তা কর্ত্তা, প্রাণে প্রাণে তা বুঝে, আত্মীয় স্বজন প্রভূ দাস দাসী প্রত্যেকেরই প্রকৃতি এবং কিসে কা'র ভাল হবে জ্যোতিষের সাহায্যে তা জেনে সেই ভাবে চ'ললে সে সংসারে নিশ্চয়ই ভাল হয়—উন্নতি হয়—আনন্দের হাসি দেখা যায়। আমার মনে হয় জ্যোতিষের প্রয়োজনীয়তা বা সার্থকতা এইখানেই এবং এইজন্যেই জ্যোতিষ বেদের অঙ্গ।

গুপ্তিপাড়া
৯ই শ্রাবণ ১৩৪৬

বিনীত—
গ্রন্থকার
শ্রীসন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

জাতক কল্পতরু।

১ম শাখা—বৈশাখ।

১লা বৈশাখ—(উৎসাহশীল যুবক ও যুবক)—এই তারিখটীর অধিপতি—**মঙ্গল** গ্রহ।

উৎসাহশীল যুবকটি নিজের অনুরূপ অপর একটী যুবককে সঙ্গে নিয়ে জীবন পথে চ'লছেন দেখে বোঝায় যে এই জাতক কা'র সঙ্গে কি ভাবে মিশতে হয়, কথা কহিতে হয়, এবং কখন কি ভাবে চল্‌তে হয় তা বিলক্ষণ জানেন। ইনি নিজের বংশের খাতির সম্মান বাড়াতে না পারলেও নষ্ট হ'তে দেন না। ইনি বেশ পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন, সভ্যভব্য, হিসাবী, এবং যখনকার যে কাজ তা ঠিক সময়েই ক'রে থাকেন। নিজের অবস্থার কথা সর্ব্বদা মনে রেখে ইনি বেশ-ভূষা বা খরচপত্র করেন—সেই জন্যে এঁর জামা কাপড় বা পোষাক পরিচ্ছদের তেমন আড়ম্বর থাকে না এবং বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় খরচ পত্র করে ইনি ঋণজালেও সহজে জড়ীভূত হন না। নিজের আত্মীয় স্বজন যা'তে বেশ খেয়ে প'রে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকেন, বাড়ী ঘরের কোন্‌ জিনিসটি কোথায় কি ভাবে রাখলে ঠিক কাজের সময় পাওয়া

যায় এবং দেখ্‌তেও বেশ ভাল দেখায় সে সব দিকেও এঁর দৃষ্টি থাকে। শরীর ভাল রাখবার জন্যে ইনি ব্যায়ামাদি করেন এবং খাবার দাবার খেতে ভালবাসলেও যেখানে সেখানে যা' তা' খান না। ইনি বড়র নিকট নম্রভাবে থেকে শিক্ষা করেন এবং ছোটদের শাসনের মধ্যে রেখে সুশিক্ষা দেন। ইনি সব সময়ে ন্যায় অন্যায়ের বিচার ক'রে কাজ করেন— উপরোধ অনুরোধ শুনতে চান না এবং যথাসাধ্য পরের উপকার ক'রে থাকেন। ইনি নির্ভীক, তেজস্বী, সত্যপ্রিয় এবং পরিশ্রমী। এঁর মাতা পিতা উভয়েই বেশ পরিশ্রমী এবং তাঁদের স্বাস্থ্যও বেশ ভাল। ইনি তাঁদের যৌবন বয়সের সন্তান। ইনি ফুটবল্, ক্রিকেট, ঘোড়দৌড়, শিকার, ব্যায়াম, যুদ্ধ ইত্যাদি ছুটোছুটী ও বীরত্বজনক খেলা বা ঐ সব প্রসঙ্গের গল্প ভালবাসেন। ইহজগতে এঁর সমস্তই যুবকভাবাপন্ন— কুলে শীলে, সম্মানে, গৌরবে, আকারে প্রকারে, বিদ্যাতে, বুদ্ধিতে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, অর্থে সামর্থে ইনি কোন বিষয়েই খুব বড়ও নহেন আবার খুব ছোটও নহেন— সমস্তই এঁর মধ্যম প্রকারের। ইনি এঁর মাতাপিতার প্রথম সন্তান বা কনিষ্ঠ সন্তান নহেন। এঁর মাতাপিতাও তাঁ'দের মাতাপিতার প্রথম বা কনিষ্ঠ সন্তান নহেন। ইনি উচ্চাভিলাষী— দেশ বিদেশে বেড়াতে খুব ভালবাসেন এবং বহু দেশ ভ্রমণও করেন। ইনি যা'র তা'র সঙ্গে মেলা মেশা করেন না—আপনার ভাবেই থাকেন। বহু বড় বড় লোকের সঙ্গে এঁর জানা শুনা থাকে কিন্তু এঁর আত্মসম্মান বোধ খু'ব বেশী ব'লে ইনি সহজে কা'র কাছে যেতে বা কোনরকম সাহায্য নিতে চান না। ইনি

যে দেশে বা যে পল্লীতে বাস করেন, সেখানে এঁর নিজের স্বজাতীয় লোক বেশী কিম্বা যে বিভাগে কাজ করেন সেই বিভাগের লোকই বেশী।

রাজারাজড়া, বড়লোক, চিকিৎসক, জমিদারী বিভাগে বা রাজ-সরকারে কাজ করেন, উকিল, পণ্ডিত এমন সব লোক এঁর প্রতিবাসী। বড় রাস্তার কাছে মাঝারী ধরণের রাস্তার উপর এঁর বাড়ী। এঁর বাড়ী ঘর বেশ ভাল ভাবের। এঁর বাড়ীতে বহু লোকের বাস ব'লে শান্তি থাকে না। বাড়ী এঁর তেমন ভালও লাগে না। এই জাতক বাল্যকাল থেকে পিতৃস্থানীয় কোন পুরুষ আত্মীয়ের কাছে আদর যত্ন পেয়ে থাকেন।

পিতার কর্ম্মস্থলে, কিম্বা পিতার বন্ধুর কর্ম্মস্থলে, ইনি চাকরী বা কাজকর্ম্ম করেন। যুবক যুবকের সঙ্গে পথ চল্‌বার সময় যেমন পাশাপাশি গল্প ক'রতে ক'রতে চলে এই জাতকও সেইরকম গাড়ী ইত্যাদির চাকার ন্যায় পাশাপাশি থেকে, কিম্বা পাশে ব'সে পাশের জিনিষের হিসাব রেখে যে সব বিভাগে কাজ করতে হয় তেমন যায়গায় চাকরী বা কাজ কর্ম্ম করেন যেমন Carriage & Wagon Dept, Coach Building, Paper Mill, Jute Mill, Cotton Mill, School, College, ছাপাখানা, উকিল, ডাক্তার, জমিদার, আলো, মোমবাতি, চশমার দোকান, Police Deptt, Accountant-Generalএর অফিস, Account Section, Signaller, Royal Mail Service, Cinema House, ঔষধের দোকান ইত্যাদি।

একই বা পাশাপাশি গ্রামে এই জাতক বিবাহ করেন। এঁর স্ত্রী বেশ বুদ্ধিমতী। তিনি দেশ বিদেশে বেড়াতে খুব ভালবাসেন। তাঁর প্রকৃতি একটু কড়া ভাবের। তিনি সাহসী, একগুঁয়ে, পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন, খাটতে খুটতে খুব পারেন, কিন্তু কা'র কর্ত্তৃত্ব করা বা অন্যায় ব্যবহার সহ্য করতে পারেন না তিনি নিজের সুখের জন্যে যদিও পয়সা খরচ ক'রতে চান না কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে অতিরিক্ত খরচ করেন ব'লে যথেষ্ট টাকাকড়ি পেলেও হাতে তেমন পয়সা রাখ্‌তে পারেন না। এই জাতকের মাতৃস্থান ভাল নহে সেইজন্যে এঁর জন্মের পর থেকেই এঁর মাতুল বংশের অবনতি হ'তে থাকে। এই জাতকের সন্তান স্থান বেশ ভাল। ছেলেগুলি লেখা পড়া শিখে মানুষ হয়।

মোটামুটি হিসাবে এই জাতকের ২৯ বৎসর বয়স অবধি সুখের সময়—তবে ৯ থেকে ১৯ বৎসর বয়সের মধ্যে—বাড়ী-ঘরের জন্য কষ্ট, মাতার পীড়া, ইত্যাদি হ'য়ে থা'কে। ১৯ বৎসর বয়সের পর পিতার কর্ম্মের উন্নতি হয়, জাতকের নিজেরও চাকরী হয়, সংসারে অর্থের অভাব কিছু কমে। ২৯শের পর থেকে ৩৯শের মধ্যে—শোক, তাপ, কর্ম্মস্থলে ঝগড়া, বিবাদ গোলমাল, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, জ্ঞাতিপীড়া, ঋণ, অসুখ, বিসুখ নানা প্রকারে অর্থহানি ও অশান্তিভোগ। এই সময় জাতক প্রত্যেক বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের ব্যবহারে কষ্ট পান—জগতের উপর ঘৃণা হ'য়ে যায়, জ্বালাতন হ'য়ে মনে হয় "আমি কি পাগল হ'য়ে যা'ব।" ৩৯ বৎসরের পর থেকে ধীরে ধীরে

সকল বিষয়েই আবার ভাল হ'তে থাকে, জ্ঞান বৃদ্ধি হয়—আয় বাড়ে; ভাল ভাল লোকের কাছেও খাতির যত্ন পান, নানা দেশ ভ্রমণ করেন—সুখ, সম্মান ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'রে মনের আনন্দে থাকেন, জগৎ অতি সুন্দর ব'লে মনে হয়। পঞ্চান্ন বৎসর বয়সের মধ্যে বাড়ী ঘর তৈয়ারী হয়। তারপর থেকেই কর্ম্মে অবসর লইবার ইচ্ছা প্রবল হ'য়ে উঠে। ষাট বৎসর বয়স অবধি সুখভোগ হয়। তারপর থেকে বাত, শিরঃপীড়া ইত্যাদিতে কষ্ট পান। টাকা পয়সার অভাব না হ'লেও একটু হিসাব করে চ'লতে হয়। তীর্থাদি ভ্রমণে যথেষ্ট খরচও হয়। এই ভাবে ৭৪ বৎসর অবধি যায়। ৭৫ বৎসর বয়স থেকেই শরীরে ব্যাধি প্রবেশ ক'রে স্বাস্থ্য ভাঙ্গতে থাকে। তারপর যিনি এখানে পাঠিয়েছেন তিনিই জানেন।

২রা বৈশাখ—(উৎসাহশীল যুবক ও বধূ)—এই তারিখটির অধিপতি—**দানবগুরু—শুক্রাচার্য্য।**

উৎসাহশীল যুবকটি জীবন পথে বধুকে সঙ্গে নিয়ে চ'লছেন দেখে বোঝায় যে এই জাতক সাধারণের সঙ্গে বড় একটা মিশিতে চান না এবং এঁর পরিশ্রম করবার মত বেশ ভাল স্বাস্থ্য হ'লেও ইনি পরিশ্রম ক'রতে চান না—আপন ভাবে একলা

থাকতে ভালবাসেন। ইনি সহজে কোন লোকের কাছে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করেন না— দেশ বিদেশে বেড়াতে এবং মধ্যে মধ্যে মনের মত একটি আধটি বন্ধু বা আপনার লোকের সঙ্গে গল্প করতে ভাল বাসেন। বাল্যকাল থেকেই বেশ ভাল ভাল, শিক্ষিত ও চরিত্রবান্ লোকের সঙ্গ লাভ এঁর হয় ব'লে—ইনি সকল বিষয়েই নিজেকে বেশ ভাল ক'রে গ'ড়ে তুলতে এবং লোক জনের সঙ্গে যতদূর সম্ভব সৎ ব্যবহার ক'রে জগতে চ'লতে চান—কিন্তু বিভিন্ন প্রকৃতির পাঁচটা লোক বাড়ীতে আসার পর থেকেই—বাড়ীতে আর তেমন শান্তি পান না এবং বাড়ীর লোকের সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহারও করতে পারেন না। এঁর কথাবার্ত্তা এবং বাহিরের লোকের সঙ্গে ব্যবহার খাসা। ইনি ধীর, নম্র, বিনয়ী, মৃদু-ভাষী, কাহারও মনে কষ্ট দিতে চান না কিন্তু আত্ম-সম্মান বোধ বেশী থাকায় ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক হ'লেও অন্যায় বা নীচ ব্যবহারে ভারী চ'টে যান। ইনি সৌন্দর্য্যপ্রিয়— পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, সাজান গোছান ভালবাসেন—বেশভূষা ও অলঙ্কার ইত্যাদির দিকেও এঁর বিলক্ষণ ঝোঁক থাকে— মোটা ধরণের কোন জিনিসই ইনি পছন্দ করেন না। ভাল ভাল বই, ছবি, আলো বা অন্যান্য ধরণের জিনিস ও আসবাবপত্র কেনা এঁর মস্ত একটা বাতিক। ইনি গান বাজনা বেশ ভালবাসেন এবং গান বাজনার চর্চ্চাও করেন। ইনি রাজপ্রদত্ত কোন উপাধি পান বা এঁর পিতৃকুলের ঐ রকম কোন উপাধি বা খেতাব থাকে। এই জাতকের মাতৃবংশ কুলগৌরবে যেমন বেশ বড়,

পিতৃবংশ সেরকম না হ'লেও তাঁদের জমি জমা বিষয় সম্পত্তি থাকায় এবং আর্থিক অবস্থা ভাল হওয়ায় লোকের কাছে যথেষ্ট খাতির সম্মান থাকে। এঁর গ্রামের একপাশে বা মধ্যস্থলে ছোট ধরণের গলির ভিতরে—যেখানে বরাবর সদর রাস্তাধ'রে যাওয়া যায় না এমন যায়গায় এঁর বাড়ী। ডাক্তার, কবিরাজ, জমিদার, স্কুল মাষ্টার, নায়েব, গোমস্তা, ব্যবসাদার, গহনা সোণা রূপা বা টাকাকড়ি সংক্রান্ত কাজ করেন এমন সব লোক এঁর প্রতিবাসী। এঁর বাড়ীর কাছে School, College, পাঠশালা, ভাঙ্গা বা পুরাণ পতিত বাড়ী, খাবার জিনিষের দোকান এবং Lavatory, Urinal প্রভৃতি কোন নোংরা বা দুর্গন্ধময় যায়গা এবং নীচ জাতীয় লোক থাকে।

এঁর বাড়ী-ঘর খুব ছোট ধরণের না হলেও---জ্ঞাতি গোষ্ঠী খুব বড় হওয়ায় এবং খুড়তাত, জ্যেষ্ঠতাত ভাই ভগিনী অনেক-গুলি থাকায় বাড়ীতে স্থানের অভাব বোধ করেন। দু' যায়গায় এঁদের বাড়ী থাকে। এই জাতক বাল্যকাল থেকে মাতৃস্থানীয়া কোন স্ত্রীলোকের কাছে আদর যত্ন পেয়ে থাকেন।

রেল বা ইষ্টিমারের ইষ্টিসন থেকে দুরে, সহজে যাওয়া যায় না—অবস্থাপন্ন বা খাবার ভাবনা ভাবতে হয় না—টাকা কড়ি ধান চাল আছে এমন সব লোকের বাস বেশী এমন যায়গায় এবং টাকাকড়ি আছে, লেখাপড়া জানা, অবস্থাপন্ন এবং খাতির সম্মান আছে এমন লোকের বাড়ীতে এই জাতকের বিবাহ হয়। এঁর স্ত্রী বেশ ঠাণ্ডা প্রকৃতির ও লজ্জাশীলা। তিনি লোকজন আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যেমন সুন্দর ব্যবহার ক'রতে

বা সুমিষ্ট বাক্যের দ্বারা আপ্যায়িত ক'রতে পারেন শারীরিক পরিশ্রম তেমন করতে পারেন না। তিনি সব সময়েই বেশ মানীর মান রেখে কথা কন এবং শিল্পকর্ম্ম ইত্যাদিও বেশ ভাল জানেন। তিনি ভাল ভাল খাবার খেতে রঙ্গীন কাপড় চোপড় প'রতে এবং বেড়াতে খুব ভালবাসেন। এই জাতকের পুত্রস্থান ভাল নয়। গর্ভে সন্তান থাকার কালীন এঁর স্ত্রী পীড়া ভোগ করেন এবং লাঞ্ছিত হ'য়ে থাকেন।

সাধারণের জিনিষপত্র বা টাকাকড়ি নিয়ে যে সব বিভাগে বেশ গোপনভাবে কাজ হয়—যখন তখন বা যা'র তা'র যে সব যায়গায় প্রবেশ করবার অধিকার থাকে না—এমন যায়গায় এই জাতক কাজকর্ম্ম বা চাক্‌রী ক'রে থাকেন। বাক্সের ভিতর কিম্বা থলির ভিতর বন্ধ ক'রে রাখাই এঁর কাজ যেমন—Treasury Bank, Currency, Store, Mint, Post Office, Royal Mail Service, Railway Guard, Despatcher, Accountant, Cashier, উকিল, Barrister, Attorney, Engine Driver, Motor Driver, Jailor, গুরু, পুরোহিত, জমিদারী বিভাগে নায়েব, গোমস্তা ইত্যাদি কিম্বা Jwellery, সোণা রূপার দোকান, খাবারের দোকান, জামা, কাপড়, পোষাক পরিচ্ছদের দোকান, ফল, ফুল, মালা, সাবান, Essence, Cateringএর ব্যবসা। এই জাতকের আর্থিক অবস্থা বা হাতের লেখা বেশ ভাল সেজন্যে এঁর চাকরী নিজের চেষ্টাতেই যেমন দরখাস্ত দিয়ে, প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ ক'রে বা জামিন স্বরূপ টাকা জমা দিয়ে হ'য়ে থাকে। এঁর অন্তর দাস্য

ভাবের হ'লেই ভাল। গুরুজনদের বা হিতৈষী ব্যক্তির কথা শুনে চলা এঁর একান্ত প্রয়োজন। পূজা, পাঠ, যোগ ইত্যাদি আদৌ ভাল নয়। উদর, যকৃৎ বা মস্তিষ্কের পীড়ায় এই জাতকের খারাপ হয়ে থাকে।

এই জাতকের অন্নবস্ত্রের অভাব জনিত কষ্ট না থাকলেও জন্ম থেকে ১৯ বৎসর বয়স অবধি বেশ শাসনের মধ্যে থাকতে হয়। ২ বৎসর বয়সে খুব অসুখ করে, ৪৷৷০ বৎসরের পর থেকে ১৪৷৷০ অবধি মায়ের শরীর বড় ভাল থাকে না। নানাস্থানে ঘোরা ফেরা, বিদেশে পরের বাড়ীতে বাস হয়। তারপর থেকে ১৯ বৎসর বয়সের মধ্যে লেখাপড়া শিখে উন্নতি করেন। ২০ থেকে ২৭৷৷০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কর্ম্মস্থলে উন্নতি অর্থলাভ ও যশোবৃদ্ধি হয় কিন্তু সংসারে অশান্তি ও খরচ বৃদ্ধি হ'য়ে থাকে। তারপর থেকে ৩৫ বৎসর বয়সের মধ্যে—কর্ম্মস্থলে সুনাম হ'লেও টাকাকড়ির দিক দিয়ে তেমন সুবিধা হয় না—বাড়ীতে জ্ঞাতি এবং আত্মীয় স্বজনদের নীচ ব্যবহারে মনে কষ্ট পান, ঝগড়া বিবাদ হয়, নানাস্থানে ভ্রমণ করেন অর্থ-ব্যয়ও যথেষ্ট—স্ত্রীর পীড়া নিয়ে অশান্তি ভোগ করেন। ৩৬ থেকে ৫২৷৷০ অবধি ভাল সময়। এই সময় বড় বড় রাজ-কর্ম্ম-চারীর সহিত আলাপ, কর্ম্মস্থলে উন্নতি এবং সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ হ'য়ে থাকে। ৪৫ বৎসর বয়সের পর থেকে বদহজমের পীড়া; মনে অশান্তি ও সাংসারিক সুখ নষ্ট হয়। ৫৩ হইতে ৬২ অবধি খাতির, সম্মান বৃদ্ধি, আর্থিক উন্নতি হয় বটে কিন্তু শরীর খারাপ হ'তে থাকে ব'লে—মনে শান্তি থাকে না। ৬৩

বৎসরের পর থেকে শরীর একেবারে ভেঙ্গে যায়—শরীর শরীর ক'রে অস্থির ক'রে তোলে জগতের কিছুই ভাল লাগে না—তারপর শ্রীভগবান্‌ই জানেন।

৩রা বৈশাখ—(উৎসাহশীল যুবক ও বালক)—এই তারিখটীর অধিপতি—**বুধ** গ্রহ।

উৎসাহশীল যুবক জীবনপথে একটি বালককে সঙ্গে নিয়ে চ'লছেন দেখে বোঝায় যে এই জাতক নিজেকে সকল বিষয়েই বেশ শক্ত সামর্থ ব'লে মনে করেন। নিজের জ্ঞান বুদ্ধি, আত্মীয় স্বজন, চাকরী ও অন্যান্য কাজ কর্ম্ম করবার ধারার দিকে দৃষ্টি না ক'রে সরল মনে অপরকে স্নেহের চক্ষে দেখে সাহায্য করতে বা উপদেশ দিতে যান—আর তার ফলে যাদের ভাল করেন, উপদেশ দেন, তাদের দ্বারাই ক্ষতিগ্রস্থ এবং নিন্দিত হন। ইনি বেশ তেজস্বী এবং লেখা পড়ায় কাজে পরিশ্রম ক'রতে পারেন। এঁর ভোগ বিলাসের নানারকম ইচ্ছা থাকলেও ইনি সেগুলিকে দমন ক'রে আত্মীয় স্বজনের অভাব অভিযোগের কথা শোনেন এবং যতদূর পারেন নিজে কষ্ট ক'রে তাদের ছেলে মেয়েদের খেতে পরতে দিয়ে, লেখা পড়া শিখিয়ে বিয়ে দিয়ে সংসারী ক'রে দেন। ভোগ বিলাসের মধ্যে গিয়ে যাতে পড়তে না হয় সেজন্যে ইনি অল্প বয়সেই ধর্ম্মের রাস্তা ধরেন এবং কোন নামজাদা

গুরুর চেলা হন কিম্বা কোন বড় পণ্ডিতের কাছে থেকে ভালভাবে লেখাপড়া শিখতে থাকেন। ইনি অত্যন্ত ভ্রমণপ্রিয় এবং বহুদেশ ভ্রমণও করেন। ইনি অস্থির প্রকৃতির লোক—সব সময় লেখা-পড়া, ধর্ম্মচর্চ্চা, গান বাজনা, ছবি আঁকা, যন্ত্রপাতি নিয়ে কোন কিছু মেরামত করা, এমন একটা না একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন—চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারেন না। ইনি অন্যের কাজ ক'রে দেন এবং সেই সঙ্গে নিজের কাজ করেন ব'লে এঁকে খুব বেশী বেশী খাটতে হয় এবং সেই জন্যে বেশ ইচ্ছা থাকলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এঁর হয় না। এঁকে অল্প বয়স থেকেই ঘর ব'ার দুদিকই দেখতে হয় সেজন্য ধীরভাবে বা সুস্থির চিত্তে কোন কিছুই ক'রতে পান না– আর তার ফলে এক কাজ দু'বার ক'রে ক'রতে হয়। সব সময়েই এঁকে সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হয়; যে কাজ না দেখেন সে কাজ নষ্ট হয়ে যায়, যে কাজ না ক'রেন সে কাজ আর হয় না। এঁর বড় হবার ইচ্ছাটা খুব; কিন্তু বড় হতে গেলে যে ভাবে চল্‌তে হয়, থাকতে হয়, যে রকম লোকের সঙ্গে মিশতে হয় ইনি তা জানেন না। ইনি এক জায়গায় বেশ স্থিরভাবে ব'সে থাকতে বা এক কাজে অনেকক্ষণ ধ'রে লেগে থাকতে পারেন না– চাকরী করতে গিয়ে, "ব্যবসা করে দেখলে হয় ভাবেন," আবার ব্যবসা ক'রতে গিয়ে খুব খাটতে হয় দেখে—"চাকরী ক'রলেই ভাল হয়।"—ভাবেন। এঁর আত্মসম্মান বোধ এবং অভিমান খুব বেশী—বালকের মত স্বভাব ব'লে – মিষ্টি কথায় গ'লে যান বিক্রম প্রতাপ যা কিছু জানাশুনা বা বাড়ীর লোকের কাছে দেখাতে

পারেন—বাহিরের লোকের কাছে—মুখচোরা, অতি ভদ্র, কথা ক'ইতে পারেন না। ইনি আজীবন সর্ব্বত্রেই হয় বয়সে বড়, নয় জ্ঞানে বড়, কিম্বা মানে বড় এমন লোকের সঙ্গে জীবন যাপন করেন যার জন্য কোনখানেই নিজের ইচ্ছামত চল্‌তে পান না—তাই বাড়ী এঁর ভাল লাগে না—বাড়ীতে শান্তি পান না—বাড়ীর বাহিরে থাকিলেই ইনি ভাল থাকেন। বাল্যকাল থেকে ইনি কোন পুরুষ আত্মীয়ের কাছে আদর যত্ন পান।

এঁর মাতৃকুল গৌরবে ও বংশমর্য্যাদায় বেশ বড়, পিতৃকুল তেমন নয়—তবে লেখা পড়া জানার জন্যে তাঁদেরও খাতির থাকে। এই জাতকের বসবাস ব্যবসায় প্রধান স্থানে এবং এঁর প্রতিবাসী,—ব্যবসাদার, উকিল, ডাক্তার, কবিরাজ-রেল বা ডাকঘরে কাজ করেন এমন সব লোক। তেমাথা রাস্তার উপর ছোট খাটো ধরণের এঁর বাড়ী।

বালক যেমন পথে চলবার সময়ে সঙ্গের লোকের আঙ্গুল ধ'রে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে চলে, বকে এবং মধ্যে মধ্যে হোঁচট খায়, সঙ্গের লোকটী যেখান দিয়ে নিয়ে যায় সেই রাস্তা দিয়েই সে যায় জাতকও সেই রকম অপরের আদেশ বা ইচ্ছা অনুসারে হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে চাকরী ক'রে থাকেন—যেমন—Typist, Stenographer, Copyist, Accountant, Casheir, জ্যোতিষী, Signaller, Booking Clerk, Post-master, School Master, Professor, Mail Serviceএর Sorter, Contractor, Insurace Office, Agent Office বা দালালের Officeএর Clerk, যাত্রার দলে বাজিয়ে, ছাপা-

খানার Compositor প্রভৃতি। ব্যবসা করলে আঙ্গুলের সাহায্যে দাঁড়ি ধ'রে ওজন করেন বা Engineer, Overseer, Hair Cutting Saloonএর কাজ সূঁচ স্নুতার কাজ, ছবি আঁকা, ঘড়ি, কলম, গ্রামোফোন, মটর, Cycle মেরামতের দোকান ইত্যাদি।

কোন ব্যবসাপ্রধান যায়গায়—তীর্থস্থানে রেলের জংসন ইষ্টিসন আছে—লেখাপড়া জানা লোকের বাড়ীতে এই জাতকের বিবাহ হয়। এঁর স্ত্রীর প্রকৃতি ছেলে মানুষের মত, খুব সরল। দেশ বিদেশে বেড়াতে এবং গল্প করিতে খুব ভালবাসেন--বঙ্গদেশ তিনি বেড়িয়েও থাকেন। দায়িত্ববোধ তাঁর খুব কম। তিনি শারীরিক পরিশ্রম বড় একটা করতে পারেন না। তিনি ভারি খরচে—জিনিসপত্র, খেলনা, কাপড় চোপড় কেনা তাঁর ভারি বাতিক। জিনিসের কিন্তু তিনি যত্ন জানেন না। তিনি সকলের সঙ্গে মিশতে বা কথাবার্ত্তা ব'লতে চান না। যাঁরা তাঁকে ভাল-বাসেন, স্নেহের চক্ষে দেখেন, তিনি কেবল তাঁদেরই কথা শোনেন, যত্ন করেন। তিনি মিষ্টি কথায় গ'লে যান। তিনি পড়তে শুনতে ভালবাসেন। এই জাতকের পুত্রস্থান বেশভাল নহে—ছেলে পিলে অনেকগুলি হয়, তারা ব্যারামে ভোগে, কষ্ট পায়,—লেখা পড়া শিখেও তেমন উন্নতি ক'রতে পারে না।

এই জাতকের বাল্যকাল থেকেই স্বাস্থ্য খারাপ। ৪৷৷০ বৎসর বয়সের পর থেকেই গৃহনাশ, নানাস্থানে ভ্রমণ, কঠিন পীড়া ইত্যাদি হয়। ১৭ বৎসর বয়সের পর কর্ম্মলাভ; কিছু ভাল সময়। ১৯ হইতে ৩৯ বৎসর বয়স অবধি কর্ম্মোপলক্ষে নানা স্থানে বাস;

জ্ঞাতি পীড়া বাড়ী ঘর নষ্ট হয়। উপার্জ্জন বৃদ্ধি হলেও সঙ্গে সঙ্গে খরচ বৃদ্ধি হয়। ৪০ থেকে প্রাণে অত্যধিক ধর্ম্মভাব প্রবল হয়। সৎকর্ম্মে খরচ পত্র করেন। টাকা কড়ি রোজগার ক'রে সুখে থাকেন। বাড়ী ঘর তৈয়ারী করান। ৫০ থেকে সুখ আরাম ও আয় বৃদ্ধি হয়। ভাল ভাল লোকের সঙ্গে জানাশুনা হয়—খাতির সম্মান সুখ ঐশ্বর্য্যভোগ ক'রে মনের সুখে কাটান। ৬০ থেকে ৭১ অবধি ব্যবসা ক'রে টাকাকড়ি নষ্ট করেন। আত্মীয় স্বজনের বিয়োগে, মনে কষ্ট পান—তীর্থাদি ভ্রমণ করেন শরীর খারাপ হ'তে থাকে—তারপর ঈশ্বর জানেন।

৪ঠা বৈশাখ—(উৎসাহশীল যুবক ও মাতা)—এই তারিখটির অধিপতি—**চন্দ্র** গ্রহ।

উৎসাহশীল যুবকটি জীবনের পথে মাতাকে সঙ্গে নিয়ে চ'লছেন দেখে বোঝায় যে এই জাতক অত্যন্ত স্নেহশীল কষ্ট সহিষ্ণু, পরিশ্রমী ও কর্ত্তব্য পরায়ণ। ইনি সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলেন এবং কাহারও মনে কষ্ট দিতে চান না—সামাজিকতা হিসাবে যাঁর সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা উচিত তাঁর সঙ্গে ঠিক সেই রকম ব্যবহারই সব সময়েই ক'রে থাকেন। গুরুজনকে গুরুজন ব'লেই বোঝেন তাঁর দোষগুণের বিচার

কর্ত্তে যান না ; নিজের কষ্ট ও অসুবিধা হ'লেও চুপ ক'রে থাকেন। এঁর শক্তি সামর্থ থাকলেও ইনি ধীর—কোন কাজই তাড়াতাড়ির উপর ক'রতে যান না এবং অনেক কিছু জানাশুনা থাকলেও নিজের সম্মান গৌরব বাড়াবার জন্যে লোকের কাছে তা দেখাতে যান না। ইনি ভারী অভিমানী— আত্মীয় স্বজনের কাছে ঠিক আপনার লোকের মত ব্যবহার চান। পর—পরের মত ব্যবহার ক'রলে সে রকম কষ্ট বোধ করেন না কিন্তু আপনার লোক আপনার লোকের মত স্নেহপূর্ণ ব্যবহার না ক'রলে, মনে এঁর ভারী কষ্ট হয়। দয়া মায়া স্নেহ মমতা এঁর শরীরে খুব বেশী ; কা'রও কোনরকম দুঃখ কষ্ট দেখলে সহ্য ক'রতে পারেন না - যতদূর সম্ভব সাহায্য ক'রে থাকেন। নিজের কষ্টকে ইনি কষ্ট ব'লেই গ্রাহ্য করেন না। বাহিরের বেশ ভূষা বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে এঁর দৃষ্টি তেমন থাকে না— সকল বিষয়েই ইনি নিজের অন্তর পরিস্কার রাখতে চান, সেইজন্যে সকলেই এঁকে বেশ ভালবাসে ও ভক্তি শ্রদ্ধা করে।

সাধারণে যেখান থেকে জল নিয়ে থাকে এমন নদী, পুকুর, জলের কল বা ইঁদারা এঁর বাড়ীর কাছে থাকে। বড় রাজ-কর্ম্মচারী, জমিদার, ডাক্তার, উকিল, পুরোহিত বা গুরুগিরি করেন এমন ব্রাহ্মণ, গয়লা, ময়রা বা স্যাকরা—যারা আগুণ নিয়ে ব্যবসা করে—এমন সব লোক এঁর প্রতিবাসী। কোন সঙ্গতিপন্ন ব্রাহ্মণের পতিত বাড়ী ও একঘর দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোকের বাড়ী এঁর বাড়ীর কাছে থাকে। এককালে এই জাতকের মাতৃকুলের টাকাকড়ি জমিজমা, খাতির সম্মান যথেষ্ট ছিল। কালক্রমে

কিন্তু সবই নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। ধার্ম্মিক এবং পণ্ডিতের বংশ ব'লে এঁর পিতৃকুলের সম্মান গৌরব থাকে। এই জাতক বাল্যকাল থেকে মাতৃস্থানীয়া কোন স্ত্রীলোকের নিকট আদর যত্ন পেয়ে থাকেন। এঁর বাড়ীঘর বেশ বড় ধরণের; মেরামত ও যত্নের অভাবে কিন্তু খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। গ্রামের মাঝখানে একটু ছোট ধরণের রাস্তার উপর খাবারের দোকান বা বাজারের কাছে এঁর বাড়ী।

ইনি—এঁর মাতাপিতার দ্বিতীয় পুত্র—এঁর বড় ভাই খুব বুদ্ধিমান্ ও তাঁর প্রভাব খুব বেশী—ছোট ভাই ও ভগ্নীদের অবস্থা তেমন ভাল নয়।

মাকে সঙ্গে নিয়ে পথে চল্‌তে হ'লে উৎসাহশীল যুবক যেমন নিজের ইচ্ছামত চল্‌তে পান না—ধীরে ধীরে হিসাব ক'রে চলতে হয় কিন্তু মা সঙ্গে থাকায় পথে খাবার দাবার যা যোগাড় হয়, মা সেগুলিকে বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে গুছিয়ে সাজিয়ে আদর করে ছেলেকে খাওয়ান—ছেলের একদিকে অসুবিধা হ'লেও খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হয় না—এই জাতকও সেই রকম বড় লোক হ'তে না পেলেও জীবনে কখন অন্নবস্ত্রের কষ্ট পান না। আজীবন সকলের কাছেই আদর, যত্ন ও শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন। কৃষিকার্য্য, Banking Business বা Mining Deptt., Store, Home Deptt., Education Deptt., বই, কাপড় খাবার ইত্যাদির দোকান Water Works, ডাক্তার, কবিরাজ গুরু পুরোহিতের কাজ ক'রে ইনি অর্থোপার্জ্জন ক'রে থাকেন। ইনি খুব হিসাবী—অন্যায় ভাবে খরচ পত্র ক'রে পয়সা

নষ্ট করেন না বরং অল্প আয় হ'লেও তা থেকে দুপয়সা বাঁচিয়ে চলেন। ইনি কি নিজের, কি পরের—সকল কাজই বেশ যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত ক'রে থাকেন। ইনি কোন রকম অন্যায় বা অধর্ম্মের দিকে যেতে চান্ না কাজে কাজেই সকলেই এঁকে বেশ ভালবাসে—লোকবল বা অর্থবল তেমন না থাক্‌লেও কোন কাজই এঁর আটকায় না।

অপরিচিত লোকের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করা কিম্বা অপরিচিত স্থানে একলা যাওয়া বা থাকা এই জাতকের পক্ষে একেবারেই ভাল নয়। রক্তের সুবাদের লোক না পেলে অন্ততঃ নিজের দেশের বা পরিচিত লোকের সঙ্গে থাকা এঁর উচিত। আচার, বিনয় ও পবিত্রতার দিকে লক্ষ্য রেখে এবং প্রত্যহ ঠাকুর দেবতার নাম জপ ক'রে তবে এঁর জল গ্রহণ করা উচিত—গল্প কর্‌তে হ'লেও ঠাকুর দেবতার, বই পড়তে হ'লে ভাল ভাল লোকের চরিত্র সম্বন্ধে বই পড়া উচিত—তা'তে দিনে দিনে সংসারে ভাল হয় - নচেৎ দুর্গতির একশেষ হয়ে থাকে।

জলের ধারে ব্রাহ্মণপ্রধান দেশে, আগে যেখানে খুব বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন—এখন তেমন ধারা না থাকলেও পণ্ডিতের দেশ বা লেখা পড়ার চর্চ্চা হয় ব'লে সুনাম আছে এবং সকলেই প্রায় যে দেশের নাম জানেন— এমন যায়গায় বংশমর্য্যাদায় তেমন বড় না হ'লেও লেখাপড়া জানা এবং ভাল যায়গায় কাজকর্ম্ম করেন ব'লে যথেষ্ট খাতির সম্মান আছে এমন লোকের বাড়ীতে এই জাতকের বিবাহ হয়। এঁর শ্বশুরবাড়ীর কোন লোক কঠিন ব্যাধিতে ভুগবেন, যার জন্য লোক সমাজে তিনি ভাল ক'রে মেলামেশা

ক’রতে পারবেন না। তাঁদের বাড়ীর কাছে পুকুর ইত্যাদি জলের যায়গা এবং কোন ব্রাহ্মণের পতিত বাড়ী থাকে। এঁর স্ত্রী বেশ শান্ত ও ধীর প্রকৃতির এবং গোলগাল গড়নের। ধর্ম্ম কর্ম্মে তাঁর খুব মতি থাকে। তিনি ভারী লজ্জাশীলা—তাঁর অভিমান বড় বেশী এবং তিনি বেশ মিশুক নন্। সাধারণভাবে তাঁকে বেশ ভালমানুষ-ব’লে বোধ হ’লেও বা তিনি কথাবার্ত্তা বেশী না বল্‌লেও—রাগের কোন কারণ যখন হয় তখন তিনি কিছুতেই চুপ ক’রে থাক্‌তে পারেন না—চটে গিয়ে ক্রমাগত যা তা ব’লতে থাকেন—যত বুঝিয়ে ব’লতে যাওয়া হয় ততই তাঁর বকুনীর মাত্রা বাড়ে শান্ত হ’তে চান না। সে সময় কোন কথা না ব’লে একটু একলা তাঁকে থাকতে দিলে তিনি নিজেই চুপ করেন। এই জাতকের পুত্রস্থান ভাল—ছেলেগুলি বিদ্যাবুদ্ধি বা ঐশ্বর্য্যে বড় না হ’লেও তারা বেশ কর্ত্তব্যপরায়ণ, মা বাপের কথা শুনে চলে এবং সুখে জীবন যাপন করে।

মোটামুটি হিসাবে ২৫ বৎসর বয়স অবধি এঁর বেশ ভাল সময়; নানা রকমে সুখভোগ হ’য়ে থাকে। তারপর থেকে সংসারে খরচ পত্র বেড়ে যায়—বিভিন্ন প্রকৃতির লোক সব আস্‌তে থাকে—আর অশান্তি আরম্ভ হয়। ৩০ থেকে ৪০ অবধি খারাপ সময়—তার মধ্যে ৩৫ অবধি ভারী খারাপ—সংসার ভেঙ্গে যায়—বাড়ী ঘর নষ্ট হয়। বিবাদ বিসংবাদ নিজে না ক’রলেও অন্যের দোষে কষ্ট পেতে হয়—লোকের নীচ ব্যবহারে জ্বালাতন হন। মধ্যে মধ্যে নিজের কঠিন পীড়া ভোগ এবং স্ত্রীরও নানারকম অসুখ বিসুখ হ’য়ে থাকে। ৪০ বৎসর বয়সের পর থেকেই এঁর

ভাল সময় আরম্ভ হয়—আধ্যাত্মিক ভাব প্রাণে জাগ্‌তে থাকে—আর তার ফলে ধীরে ধীরে সংসারে লক্ষ্মীর শ্রী হ'তে থাকে—খাতির, সম্মান পেতে থাকেন; যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন না হ'লেও কোন রকম অভাব অশান্তি থাকে না।

৫০ থেকে খাতির সম্মান ও সুখ আরও বাড়ে; বাড়ী ঘর হয়—ভাল ভাল জিনিসপত্র কেনা হয়। **৫৫** বৎসর বয়সের পর থেকে ছাড় ছাড় ভাবেই ইনি সংসারে থাকেন আর এই ভাবে ৬৫ বৎসর বয়স অবধি মনের আনন্দে কাটান। জগৎ অতি সুন্দর ব'লে মনে হয়। ৬৬ বৎসর বয়স থেকে বাত ও পিত্তঘটিত পীড়ায় কষ্ট পান। শরীরও ভাঙ্গতে থাকে—৭০ বৎসর বয়সের পর বুদ্ধির ভ্রম হয়—কোন কিছুই আর ঠিক রাখতে পারেন না। তারপর যিনি জগৎ চালাচ্ছেন তিনিই জানেন।

৩ই **বৈশাখ**—(উৎসাহশীল যুবক ও পিতা)—এই তারিখটির অধিপতি গ্রহরাজ—**রবি**।

উঁৎসাহশীল যুবকটি জীবন পথে পিতাকে সঙ্গে ক'রে চলেছেন দেখে বোঝায় যে এই জাতক বুদ্ধিমান্, সুবিবেচক এবং পরিশ্রমী—কার্য্যোদ্ধার ক'রতে হ'লে জগতে যে কি ভাবে চল্‌তে হয় তা ইনি বিলক্ষণ জানেন। ইনি সব

সময়ই বুদ্ধিমান্ লোকের কাছ থেকে বুদ্ধি নিয়ে তবে কোন কাজ করেন এবং যেখানে পরিশ্রম করা দরকার বোঝেন সেখানেই পরিশ্রম করেন—নচেৎ যেখানে সেখানে খেটে পণ্ডশ্রম ও সময় নষ্ট করেন না। কাজ করবার সময় ইনি নিজেকে বড় ব'লে দেখেন না। পাছে নিজের ভুলের জন্যে মাথা হেঁট ক'রতে হয় সেইজন্যে ইনি বিশেষভাবে না ভেবে দেখে কোন কাজই করেন না—বা কোন বিষয়ে মতামত দেন না। ইনি আজীবন বেশ ভাল ভাল লেখা-পড়া জানা ও বুদ্ধিমান্ লোকের সঙ্গ ক'রে থাকেন সেই জন্য এঁর জানাশুনা খুব বেশী থাকে—অথচ, সুশিক্ষা ও সৎ সঙ্গের গুণে অবিনীতভাব এঁতে একেবারেই থাকে না। আকৃতি, প্রকৃতি, কথাবার্ত্তা, বেশভূষা, বাড়ীঘর, আসবাব পত্র এবং লোকজনের সঙ্গে ব্যবহার সমস্তই এঁর খাসা। ইনি বেশ গম্ভীর, ধীর, চিন্তাশীল, সত্যপ্রিয় এবং তেজস্বী। সুখ ঐশ্বর্য্যের কোন রকম অভাব না থাক্‌লেও বাড়ীতে এঁর শান্তি থাকে না। বাড়ী এঁর ভাল লাগে না; বড়ীর বাহিরে থাক্‌লেই ইনি থাকেন ভাল। এঁর সংসারে স্ত্রীলোকের অভাব হ'য়ে থাকে। ইনি বাল্যকাল থেকে পিতৃস্থানীয় কোন পুরুষ আত্মীয়ের কাছে আদর যত্ন পান। এই জাতকের প্রকৃতি একটু কড়া—ছোটখাটো বা সামান্য ধরণের ত্রুটি হওয়াও ইনি পছন্দ করেন না—সেই জন্যে ইনি লোক ভাল হ'লেও বাড়ীর সকলেই এঁকে ভয় করে—বাড়ীর ভিতরে এঁর কর্ত্তৃত্ব ক'রতে যাওয়া একেবারেই উচিত নহে—স্ত্রীলোকের উপর সংসারের ভার সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেওয়া দরকার।

এঁর মাতৃকুল সম্মান ও গৌরবে খুব বড়—তাঁদের জ্ঞাতি গোষ্ঠী অনেক এবং সকলেই তাঁদের ভালও বাসে এবং খাতিরও করে। পিতৃবংশও বিলক্ষণ বড়—তাঁদেরও খাতির সম্মান যথেষ্ট থাকে। বহু বহু লোককে তাঁরা টাকা কড়ি বা বিষয় সম্পত্তি দিয়ে ভরণপোষণ করেন—অনেককে চাকরী ইত্যাদি ক'রে দিয়ে তাঁদের সংসার চল্‌বার সুব্যবস্থা ক'রে দিয়েও থাকেন। ডাক্তার, উকিল, জমিদার ও বড় বড় চাকরে কিম্বা যাঁদের বহু টাকা কড়ি আছে ব'সে ব'সে খান এমন সব লোক এঁর প্রতিবাসী। এঁর বাড়ী ঘর বেশ বড় ধরণের এবং দেখতে শুনতে খাসা। দেশের মধ্যে বেশ ভাল যায়গাতে এবং সদর রাস্তার উপর এঁর বাড়ী।

উৎসাহশীল যুবক পিতার সঙ্গে পথে চল্লে তিনি যেমন ইচ্ছামত চল্‌তে পান না—সে জন্য কিছু অসুবিধা হয় বটে কিন্তু তাঁর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পিতা সঙ্গে থাকায় তিনি পর্ব্বতের আড়ালেই থাকেন—কোন রকম বিপদ্ আপদের বেগ সহ্য ক'রতে হয় না বরং সদ্‌যুক্তি পেয়ে থাকেন এই জাতকও সেই রকম খুব বড় বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কাছে থেকে কিম্বা খুব বড় নামজাদা অফিসে কাজ কর্ম্ম ক'রে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন—নিজের ইচ্ছামত ইনি চ'লতে বা আরাম ক'রতে পান না—সর্ব্বদাই এঁকে প্রভুর আদেশ মত চ'লতে হয় কিন্তু যথেষ্ট খাতির সম্মান পেয়ে থাকেন। ইনি শাসন বিভাগে, চিকিৎসা বিভাগে, শিক্ষা বিভাগে কিম্বা বড় বড় রাজা বা রাজকর্ম্মচারীর সহকারী হ'য়ে চাকরী ক'রেন—যেমন Magistrate,

Dy. Magistrate ডাক্তার কবিরাজ Principal, Professor Hd. Master Personal Assistant, Private Secretary, রেল বা জাহাজের Officeএ Accountant, Head clerk, Chief clerk, Supdt., Auditor, জমিদার বা Raj Estateএ Manager ইত্যাদি কিম্বা রং, আলো, আদা, Transport ইত্যাদির ব্যবসা করেন।

ইনি বড়লোক, জমিদার, চিকিৎসক কিম্বা বড় রাজকর্ম্মচারীর বাড়ীতে বিবাহ করেন তাঁদের বাড়ীর সকলেই প্রায় বিদেশে থাকেন মধ্যে মধ্যে কখন কখন তাঁরা দেশের বাড়ীতে আসা যাওয়া করেন। তাঁদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীও অনেক এবং খাতির প্রতিপত্তিও যথেষ্ঠ।

এই জাতকের স্ত্রী ভারী বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী। তাঁর আত্মসম্মানবোধ খুব বেশী। তিনি লেখাপড়া জানেন এবং দেশ বিদেশে বেড়াতে ভালবাসেন। তিনি লোকের সঙ্গে নিজের খাতির বাঁচিয়ে কথাবার্ত্তা বলেন এবং গরীব দুঃখীকে টাকাকড়ি দিয়ে সাহায্য ক'রে থাকেন। দেখা শুনার কাজ তিনি খুব ভালভাবে কর্‌তে পারেন ব'লে সকলেই তাঁকে ভয়ও করে আবার ভালও বাসে। পেটের মাথার এবং দাঁতের অসুখে তিনি বেশী ভোগেন। এই জাতকের সন্তান স্থান ভাল তবে প্রথম সন্তান পুত্র হইলে ৬ বৎসর বয়সের মধ্যে সেটি মারা যায়। প্রত্যেকবার সন্তান হওয়ার পর এঁর স্ত্রীর পেটের পীড়া বা রক্তঘটিত পীড়া হ'য়ে থাকে ঐ সময়ে তাঁকে বিশেষ সাবধানে রাখা দরকার। এঁর দুটী কি তিনটী সন্তান হ'য়ে থাকে তাদের স্বাস্থ্য ও ভাগ্য

ভালই হয়। এই জাতকের বহু বহু পুস্তকাদি পড়া থাকে সেই জন্য ইনি জ্ঞানের সাহায্যে ভগবান্‌কে বুঝ্‌তে চান ধর্ম্মের কোন রকম গোঁড়ামী এঁর ভাল লাগে না।

মোটামুটি হিসাবে ২৯ বৎসর বয়স অবধি এঁর বেশ ভাল সময় লেখাপড়া বেশ ভাল ভাবেই হ'য়ে থাকে। ৪৷৷৹ বৎসর বয়স থেকে ১৪৷৷৹ বৎসর বয়সের মধ্যে বাড়ীতে অশান্তি, মায়ের ও নিজের শরীর খারাপ হ'য়ে কষ্ট পান, বাড়ী ঘর বিষয় সম্পত্তি এবং টাকাকড়ি খুব বেশী বেশী নষ্ট হয়। এই সময়ে নানা স্থানে বাস এবং বাড়ীতে কোন বিশেষ ভাবের পুরুষ আত্মীয়ের বিয়োগ হয়। ২১ বৎসর বয়সের পর থেকেই কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। ২৯ থেকে ৩৯ বৎসর বয়স অবধি সংসারে ছোট খাট ব্যাপার নিয়ে অশান্তি ভোগ হ'য়ে থাকে। তারপর থেকে ৫২৷৷৹ বৎসর অবধি খুব ভাল সময়—খাতির সম্মান ও অর্থলাভ হ'তে থাকে। সকল দিকেই ভাল হয়—যা ইচ্ছা করেন তাহাই পূর্ণ হ'য়ে থাকে। কোন বিষয়েই কোনখানে আটকায় না—নিজের বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞান ও কৃতবিদ্যতার কথা মনে হয়। ৫৩ থেকে এঁর পৃষ্ঠ-পোষকের সংখ্যা ক'মতে থাকে। অধীনতা স্বীকার ক'রে চাকরী করতে কষ্টবোধ করেন—কাজ কর্ম্মের যায়গায় নীচ ব্যবহার পান। আয় বাড়ে বটে কিন্তু খাতির কমতে থাকে ব'লে চাকরী ক'রতে ভাল লাগে না—এই সময়ে বিবাদ বিসংবাদ থেকে দূরে থাকা দরকার। ৫৮ বৎসর বয়স থেকে শরীর খারাপ হ'তে থাকে—তারপর যাঁর জগৎ তিনিই জানেন।

৬ই বৈশাখ—(উৎসাহশীল যুবক ও বালিকা)— এই তারিখটির অধিপতি—**বুধ** গ্রহ।

উৎসাহশীল যুবক জীবন পথে একটি বালিকাকে সঙ্গে ক'রে চ'লছেন দেখে বোঝায় যে এই জাতক কতকটা চঞ্চল ও অস্থির প্রকৃতির কিন্তু তা' হ'লেও ইনি শিষ্টাচারসম্পন্ন, সভ্য ভব্য এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। ইনি ফুটবল, ক্রিকেট, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি ছুটো-ছুটি খেলা, শিকার, যুদ্ধ প্রভৃতি সাহস ও বীরত্বব্যঞ্জক কাজ ভাল বাসলেও ঐ সব প্রসঙ্গের গল্প ক'রতে কিম্বা ঐ সব প্রসঙ্গের বই পড়তেই চান—শক্তি সামর্থ থাকলেও ঐ সব ব্যাপারের পরিশ্রম বা দায়িত্বের ভিতর যেতে চান না। সকল জিনিসই সহজে ও সংক্ষেপে ক'রতে চান সেই জন্যে Speculation ঘোড়দৌড় লটারীর টিকিট কেনা এঁর মস্ত বাতিক। আনন্দ ও আরাম ইনি অত্যন্ত ভাল বাসেন—সেজন্য সাধারণ গৃহস্থের মত থাক্‌তে পেলেই ইনি খুসী; কষ্ট ক'রে বা পরিশ্রম ক'রে বড় হওয়াটা এঁর ভাল লাগে না। কোন কিছুরই বাহ্যিক আড়ম্বর বা কষ্টকর অংশ এঁর পছন্দ হয় না। আন্তরিক সরল ও সত্য-ব্যবহার ইনি ভালবাসেন সেই জন্যে ভাল ভাল আত্মীয় স্বজন থাকলেও তাঁদের সঙ্গে বড় একটা মেলামেশা করেন না—মনের মত জনকয়েক বন্ধুর সঙ্গেই যা কথাবার্ত্তা ব'লে থাকেন। বাড়ীর লোকের উপর ইনি নিজের বিক্রম প্রতাপ যে ভাবে দেখাতে পারেন—বাড়ীর বাহিরে তা পারেন না। ইনি অনেক বিষয়েরই চর্চ্চা ক'রে থাকেন—সেইজন্যে জানাশুনাও এঁর অনেক—কিন্তু

মনের বল না থাকায় এবং অল্প বয়সেই সংসারের চাপ ঘাড়ে পড়ায় সেগুলিকে ভাল ক'রে ফুটিয়ে তুলতে পারেন না। এই জাতকের পূর্ব্বপুরুষের অবস্থা বেশ ভালই ছিল কিন্তু প্রবল ব্যক্তির সঙ্গে শত্রুতা হওয়ায় সমস্তই প্রায় নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে। ইনি যেদেশে বাস করেন সে দেশের জমিদারের অবস্থাও তদনুরূপ আগে ভাল ছিল কিন্তু বিবাদসূত্রে তাঁদেরও অবস্থা খারাপ হ'য়ে গেছে—কেবল নামটা আছে। আড়াআড়ি বা প্রতিযোগিতার জন্য এঁর কর্ম্ম-স্থলও খারাপ হ'য়ে যায়। ইনি বাল্যকাল থেকে মাতৃস্থানীয়া কোন স্ত্রীলোকের কাছে আদর যত্ন পেয়ে থাকেন।

এই জাতকের মাতৃকুল যেমন বিদ্যাবুদ্ধি ও কুলগৌরবে বড় পিতৃকুল তেমন নহে। এঁর পিতামাতার মধ্যে মায়ের শরীর শীঘ্রই খারাপ হ'য়ে যায়—পিতা বৃদ্ধ বয়সেও ছেলে মানুষটীর মত থাকেন। এই জাতকের বিদ্বান, পণ্ডিত, আমোদ আহ্লাদ গান-বাজনাপ্রিয় ব্যবসাদার, উকিল বা আদালতে কাজ করেন রেল Office, ডাকঘর, Bank বা Storeএ কাজ করেন এমন সব লোক এঁর প্রতিবাসী। সদর রাস্তার উপর এঁর বাড়ী হ'লেও বাড়ীর ভিতর যাবার দরজা গলির মধ্যে।

বড় যায়গার কাছাকাছি শূদ্র প্রধান কোন ছোট যায়-গায় বা প্রবল প্রতাপশালী জমিদারের জমিদারীর কাছে কোন শান্ত শিষ্ট দুর্ব্বল জমিদারের জমিদারীতে এই জাতকের বিবাহ হ'য়ে থাকে। এই জাতকের স্ত্রী বেশ ঠাণ্ডা এবং ধীর প্রকৃতির। তিনি খুব পরিশ্রম ক'রতে পারেন—সংসারের কাজ কর্ম্ম নিয়ে তিনি এত ব্যস্ত থাকেন যে নিজেকে

দেখবার অবসর তাঁর হয় না। তিনি সেবা যত্ন করতে খুব ভাল পারেন। অল্পবয়স থেকেই তাঁকে সংসারের ভার নিয়ে চল্‌তে হয় এবং তিনি ধীরে ধীরে সংসারটীকে গ'ড়ে তোলেন। সকল দিকে লক্ষ্য রেখে বা তাড়াতাড়ি ক'রে কোন কাজ ক'রতে তিনি তেমন পারেন না—সেই জন্যে খেটে খুটেও বকুনী খান। তাঁর অভিমান বড় বেশী—তাঁকে কোন প্রকারে অবজ্ঞা কর্‌লে তিনি তা সহ্য ক'রতে পারেন না ভারী রেগে যান এবং তখন গুরুজনদিগকে দুর্ব্বাক্য ব'লে মর্ম্মে আঘাত দিতে ছাড়েন না। তাঁর মনটি ভারী সরল মিষ্টি কথায় গ'লে যান—রঙ্গীন কাপড় চোপড় পরতে এবং ভাল ভাল খাবার দাবার খেতে তিনি ভারী ভাল বাসেন। তাঁর চাল চলন, কথাবার্ত্তা, লোক জনের সঙ্গে ব্যবহার খাসা। এই জাতকের সন্তান স্থান ভাল নয়—তারা ছোট-খাট চাক্‌রী ক'রে বা ব্যবসা ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

উৎসাহশীল যুবক বালিকাকে সঙ্গে ক'রে পথে চ'লছেন কাজে কাজেই তিনি ইচ্ছামত চল্‌তে পারচেন না—বালিকার বশে বশে চল্‌তে হ'চ্চে সুতরাং এই জাতক লেখা পড়া জানলেও নিজের ইচ্ছামত লিখ্‌তে পড়তে পান না, মনিব যেমন ধারাটি লিখতে বলেন এঁকে ঠিক তেমন ধারাই লিখ্‌তে হয়। সঙ্গে ছোট মেয়েটী থাকায় জাতককে বড় কথাকে ছোট ক'রে লিখ্‌তে হয় কিম্বা ছোট কথাকে বড় ক'রে লিখ্‌তে হয়—যেমন Code Language ব্যবহার ক'রে Telegraph করা বা Code Language-এর Telegram Translate করা

Stenographer, ছোট খাট Officerএর Camp Clerk, Agent, Overseer, Contractor, Draftsman, Surveyor, Ana'yst, Bank, Exchange বা Map Drawing Officeএর Clerk ইত্যাদি।

ছোট জিনিসের নামে বা বিভিন্ন প্রদেশের লোকের নামে কিম্বা ছোটখাট যায়গার নামে যে সব দোকান, Firm, Bank কিম্বা জমিদারী এমন যায়গায় ইনি চাকরী করবেন। এঁর পক্ষে এক যায়গায় থেকে চাকরী করা ভাল। যত এ যায়গা ও যায়গা ক'রে বেড়াবেন তত খারাপ—এক যায়গায় থেকে মনিবের কাছে স্নেহ অর্জ্জন করতে পারলে তবে এঁর ভাল হবে। ব্যবসা ক'রতে গেলে এঁর ঠকবার ভয় খুব বেশী। ব্যবসা না করাই এঁর উচিত।

মোটামুটি হিসাবে ২৫ বৎসর বয়স অবধি এঁর খারাপ। ৪॥০ বৎসর থেকে ১৪॥০ বৎসর বয়স অবধি বড়ই খারাপ—অসুখ বিসুখ হ'য়ে কষ্ট ভোগ হ'য়ে থাকে, বাড়ী ঘর নষ্ট হ'য়ে যায় এবং অর্থেরও যথেষ্ট অনটন হয়। নানাস্থানে বাস হ'য়ে থাকে, পিতার স্বাস্থ্যও খারাপ হ'য়ে যায়। ১৯ বৎসর বয়স থেকে একটু একটু ক'রে ভাল হয়—চাকরী হয়, কষ্টের অবসান হয়। ২৯ বৎসর বয়স অবধি চাকরীর যায়গায় খুব কষ্ট হ'য়ে থাকে। ৩০ থেকে ৪৫ অবধি চাকরীর যায়গায় একটু একটু ক'রে দাম বাড়্তে থাকে—অর্থ ঘটিত উন্নতি তেমন হয় না—তবে অভাবও থাকে না। বাড়ীতে লোকজন বেশী না থাকলেও এই সময়ে

কিন্তু রোগ শোক ঝগড়া, বিবাদ অশান্তি একটা না একটা লেগেই থাকে। ৪৫ বৎসর বয়সের পর থেকে এঁর সুখের সময় কিন্তু চাকরীর যায়গায় দায়িত্বজনক পদ পাওয়ায় বাড়ী ঘর ছেড়ে বিদেশে থাকৃতে হয়। কর্ম্ম স্থলে সম্মান বাড়ে—অর্থোপার্জ্জন ও উন্নতিও হয়। শেষ জীবন অবধি এঁকে চাকরী কর্তে হয়—বাড়ীঘর হয়, আসবাব পত্র কেনা হয়। এইরূপে মনের সুখে ৬৯ বৎসর বয়স অবধি কাটান। ৭০ থেকে শরীর খারাপ হয়—মাথার ও পেটের রোগে কষ্ট পান—তারপর জগদীশ্বরই জানেন।

৭ই বৈশাখ—(উৎসাহশীল যুবক ও জামাতা)— এই তারিখটীর অধিপতি দানবগুরু—**শুক্রাচার্য্য**।

উৎসাহশীল যুবক জীবন পথে জামাতাকে সঙ্গে নিয়ে চ'লছেন দেখে বোঝায় যে এই জাতক সাধারণের কাজকর্ম্ম ক'রে নিজেকে বড় ক'রে তুল্‌তে চান আর সেইজন্যে নিজে খুব অভিমানী হ'লেও মান অপমানের দিকে দৃষ্টি না রেখে ভাল ভাল লোকের সঙ্গে মেলা মেশা করেন। সকলের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার ক'রে ইনি সহজে নিজের কার্যোদ্ধার ক'রে থাকেন। যে কাজের ভার ইনি নিতে স্বীকার করেন সে

কাজ করবার জন্যে নিজের শারীরিক কষ্ট অসুবিধা বা অর্থব্যয়ের দিকে দৃষ্টি করেন না—এইজন্যে ইনি প্রায় সকলের কাছেই বেশ খাতির ও সম্মান পেয়ে থাকেন। এঁর কথাবার্ত্তা ও লোকজনের সঙ্গে ব্যবহার খাসা। ইনি অল্প কথা বলেন এবং সকল অবস্থাতেই মনের ধীরভাব রক্ষা ক'রে কাজ ক'রে থাকেন। এঁর রাগ বা দুঃখ সহজে লোকে বুঝতে পারে না। ইনি যখনই যে কাজ করেন তা বেশ যত্ন, শ্রদ্ধা ও সতর্কতার সহিত ক'রে থাকেন এবং যতদূর পারেন সাধারণের যাতে ভাল হয় ও দশে যা'তে তাঁকে সুখ্যাতি ক'রে সে চেষ্টাও এঁর থাকে। ইনি বেশ বুদ্ধিমান্; লেখাপাড়ার চর্চ্চা ভালবাসেন। এঁর স্মরণশক্তি বেশী ব'লে লেখাপড়া ভালই হয়। এঁর জন্ম সময়ে এঁর পিতা মোকদ্দমা, শত্রুতা বা বিবাদের জন্য অশান্তি ভোগ করে থাকেন। এঁর পিতার আর্থিক অবস্থা ভাল হওয়ার জন্য এঁর সুখ ও সম্মান থাকে। কাজ নিয়ে বাহিরে বাহিরে এঁকে থাক্‌তে হয় সেই জন্য পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাক্‌তে ভালবাসলেও সে ভাবে থাকা সব সময় এঁর হয় না। ইনি এঁর মাতাপিতার অধিক বয়সের সন্তান সেই জন্য ইনি তাঁ'দের খুব আদরের ছেলে। এই জাতক বাল্যকাল থেকে পিতৃস্থানীয় কোন পুরুষ আত্মীয়ের কাছে আদর যত্ন পেয়ে থাকেন। এঁর বাড়ীতে শান্তি থাকে না—বাড়ী এঁর ভাল লাগে না—বাড়ীর বাহিরে থাকিলেই ইনি থাকেন ভাল।

এঁর মাতৃকুল বংশমর্য্যাদায় বড়, পিতৃকুল তেমন নহে—এই জাতকের বাড়ীর কাছে খানিকটা ফাঁকা যায়গা

থাকে—সাধারণের ঠাকুর (দেবী মূর্ত্তি) থাকেন বা বারোয়ারী পূজার ঘর থাকে। ব্রাহ্মণ, উকিল, রাজসরকারে কাজ করেন এমন লোক ও চিকিৎসক এঁর প্রতিবাসী। অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির ও নিম্ন শ্রেণীর লোকও এঁর বাড়ীর কাছে থাকে।

ব্যবসা প্রধান দেশে—যাঁরা চাকরী করেন না, জমি জমা আছে, লেখাপড়া জানেন এমন লোকের বাড়ীতে ইনি বিবাহ করেন। এঁর স্ত্রী খুব বুদ্ধিমতি শিল্পকাজ ও লেখাপড়া জানেন। তিনি সর্ব্বদাই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসেন, কোন কিছু অপরিস্কার দেখতে পারেন না তাঁর কথাবার্ত্তা ও লোকজনের সঙ্গে ব্যবহার খাসা কিন্তু কাহারও অযথাভাবে কর্ত্তৃত্ব করা তিনি একুটুও সহ্য করতে পারেন না। ভদ্রতার খাতিরে চুপ করেই তিনি থাকেন—বাহিরে রাগ ভাব একটুও দেখান না—মনে মনে কিন্তু বিলক্ষণ অশান্তি ভোগ করেন—আর সেইজন্য প্রায়ই অসুখ বিসুখে কষ্ট পান। তিনি বেড়াতে ভালবাসেন তাঁর শরীর ভাল রাখ্‌তে হ'লে তাঁ'কে একটু আধটু বেড়াতে দেওয়া উচিত। তিনি সময়ে সময়ে ঝোঁকের মাথায় বড় বেশী খরচ পত্র করেন—বাড়ীর লোকের অবস্থার কথা ভাবেন না সেই জন্যে অনেক সময়ে খুব বেশী বেশী বকুনী খান এবং সুখ ঐশ্বর্য্যের ভিতর থেকেও মনে শান্তি পান না। সব সময়ে বাড়ীর লোকের কথা শুনে চলা এঁর দরকার। এই জাতকের সন্তান স্থান ভাল নহে—তাদের স্বাস্থ্য ভাল না, লেখাপড়া শিখেও তারা জগতে সুবিধা করতে পারে না।

জামাতা যেমন যুবকের সঙ্গে পথে চলবার সময় যুবকটীর কাছ থেকে বেশ ভদ্র ও সম্মানসূচক ব্যবহার পেয়ে থাকেন যে ব্যবহার তিনি সঙ্গের যুবকটীর ন্যায় দেখতে শুনতে হ'লেও কেবল জামাতারূপে নির্ব্বাচিত হওয়ার জন্যেই পান—এই জাতকও সেই রকম নির্ব্বাচিত হ'য়ে এমন সম্মানসূচক পদ পেয়ে থাকেন যার জন্যে খুব বড় না হ'য়েও যথেষ্ট খাতির পান এবং দশের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন—যেমন President, Secretary, Municipal officeএর Chairman, Commissioner, উকিল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, গুরু, পুরোহিত স্কুল মাষ্টার, Contractor ইত্যাদি। এই জাতকের খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে বেশ হিসাব ক'রে চলা দরকার। ইনি বদ হজম ও অম্বলের পীড়ায় প্রায়ই ভুগবেন। আতা, আনারস, কমলা ও বাতাবী নেবু প্রভৃতি ফল বেশী বেশী খাওয়া দরকার।

মোটামুটী হিসাবে এই জাতকের আজীবন বেশ আদর যত্ন খাতিরের সহিতই কাটে তবে বাল্যকাল থেকে ১৪॥০ বৎসর বয়স অবধি প্রায়ই অসুখ বিসুখ হ'য়ে থাকে তার জন্যে কড়া শাসনের মধ্যে থাক্‌তে হয়। ১৪॥০ বয়সের পর থেকে স্বাস্থ্য ভাল হ'তে থাকে। ২৫ থেকে ২৭॥০ বৎসরের মধ্যে কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়—বিদেশে বাস হ'য়ে থাকে। ৩৫ বৎসর বয়স অবধি ধীরে ধীরে ভাল হয়। ৩৬ থেকে ভাল সময় আরম্ভ হয়—খাতির সম্মান বাড়তে থাকে—ভাল ভাল লোকের সঙ্গে জানাশুনা হয়। এই সময় থেকে কিন্তু স্ত্রীর শরীর খারাপ হ'তে থাকে। ৩৯ বৎসর বয়স থেকে বড় বড় রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়—

রাজপ্রদত্ত উপাধি লাভও হ'য়ে থাকে। ৬০ বৎসর বয়স অবধি নানাপ্রকার সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'রে থাকেন এবং সাধারণের কাজ ক'রে দেওয়ার জন্য খাতির সম্মানও যথেষ্ট পান। ৬৩ বৎসর থেকে শরীর খারাপ হ'তে থাকে—দেখবার শোনবার ক্ষমতা ক'মে যায় সময় বুঝে অনেকেই অনেক ব'লে নেয়। যাদের জন্যে আজীবন খেটে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট ক'রে থাকেন তাদের কাছেই নীচ ব্যবহার পেয়ে মনে ভারী কষ্ট পান শরীর ভেঙ্গে যায় সংসার একটুও ভাল লাগে না—তারপর সেই শান্তিময় পুরুষই জানেন।

৮ই বৈশাখ—(উৎসাহশীল যুবক ও যুবতী কন্যা)—
এই তারিখটির অধিপতি—**মঙ্গল** গ্রহ।

উৎসাহশীল যুবক জীবন পথে একটী যুবতী স্ত্রীলোককে সঙ্গে নিয়ে চ'লছেন দেখে বোঝায় যে এই জাতক সকলের সঙ্গে বেশ ভালভাবে মিশ্‌তে পারেন না। পাঁচজন বিভিন্ন প্রকৃতির লোককে নিয়ে কি ভাবে সংসারে চ'লতে হয়, কি ভাবে চল্‌লে তাঁরা বেশ খুসী থাকেন এবং তাঁদের কাছ থেকে সহজে কাজ পাওয়া যায়—সে সব ইনি জানেন না। ইনি আপন ভাবে থাক্‌তে খুব ভালবাসেন। ইনি সত্যবাদী, স্পষ্টবক্তা, একগুঁয়ে—ইনি কাহারও খোসামোদ ক'রে কথা কহিতে পারেন না এবং কোন লোক কোন অন্যায়

কাজ ক'রলে বা অন্যায় ভাবের কথা ব'ল্‌লে তার প্রতিবাদ না ক'রে থাক্‌তে পারেন না। ইনি লেখা পড়ার চর্চ্চা খুব ভালবাসেন—নানা প্রসঙ্গের নানা রকম বই, সংবাদ পত্রাদি সর্ব্বদাই প'ড়ে থাকেন—সেই জন্যে ভাষা জ্ঞান এঁর খুব বেশী। সাধারণতঃ ইনি বেশী কথা ক'ন্ না কিন্তু একবার গল্প ক'রতে আরম্ভ ক'রলে সহজে থামতেও চান না। ইনি যখনই যে কাজ করেন তা বেশ মন দিয়েই করেন কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম ক'রতে বড় একটা চান না। এঁর আত্মসম্মানবোধ খুব বেশী সেই জন্যে যে সব লোক মানীর মান রেখে কথা কহিতে জানে না ইনি তেমন লোকের সঙ্গে মেশেন না। এঁর প্রকৃতি একটু গম্ভীর। ইনি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাক্‌তে ভালবাসেন কিন্তু বেশভূষা বা সাজ সজ্জার কোন রকম আড়ম্বর এঁর একেবারেই থাকে না—খাওয়া দাওয়ার দিকেও তেমন ঝোঁক থাকে না। যার তার কাজ এঁর পছন্দ হয় না। এঁর মনের তেজ থাক্‌লেও কোন রকম আঘাত সহ্য করবার ক্ষমতা এঁর মনের থাকে না—সেই জন্যে যা'দের ভালবাসেন তা'দের সর্ব্বদাই কাছে কাছে রাখ্‌তে চান—তা'দের খানিকক্ষণ না দেখ্‌তে পেলে অস্থির হ'য়ে উঠেন। দয়া মায়া ভক্তি শ্রদ্ধাও যেমন এঁর প্রাণে থাকে রাগ হিংসাও তেমন যথেষ্ট থাকে। ইনি সকল জিনিষই বেশ ভালভাবে বুঝতে চান্ ব'লে বড় বেশী ভাবেন—সেই জন্যে একটুতেই বিরক্ত হন রেগে যান—আবার একটুতেই বেশ খুসী হন—ফলে ইনি বেশ বুদ্ধিমান, ধীর, নম্র হ'লেও প্রাণ খুলে এঁর সঙ্গে মেলামেশা করা বা কথাবার্ত্তা বলা চলে না—লোকের কাছে সুখ্যাতি পান বটে কিন্তু সহানুভূতি তেমন পান না।

এই জাতকের মাতৃবংশ বেশ বড় ও বনিয়াদী—তাঁদের অবস্থা আগে খুব ভাল ছিল—ক্রমে খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। এঁর মাতৃস্থান ভাল নয় সেই জন্যে এঁর জন্মের পর থেকেই এঁর মায়ের শরীর খারাপ হ'তে থাকে। পিতৃবংশও খুব বড়—তাঁদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী অনেক এবং সকলেরই টাকাকড়ি জমি জমা খাতির সম্মান থাকে। এই জাতকের ভ্রাতৃস্থান একেবারেই ভাল নয়। বড় ভাই বা ভগ্নী থাকে না—ছোট ভাই বা ভগ্নী যদি থাকে তবে সে জ্যান্তে মরার মত জগতে থেকে জীবন যাপন করে। এঁর বাড়ী ঠিক সদর রাস্তার উপর নয়—গ্রামের মাঝখানে ছোট খাট রাস্তার উপর। খুব বড় বিদ্বান্, খুব বড় প্রতাপশালী জমিদার ও বেশ বড় নামজাদা ডাক্তারের বাড়ী এঁর বাড়ীর কাছে থাকে—তাঁরা দেশে কেহই থাকেন না—সকলেই বিদেশে বাস করেন। এই জাতক বাল্যকাল থেকে মাতৃস্থানীয়া কোন স্ত্রীলোকের নিকট খুব আদর যত্ন পেয়ে থাকেন।

যুবতী কন্যা যুবকের সঙ্গে পথে চল্‌বার সময় যুবক ও নিজের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধানের দিকে যে রকম দৃষ্টি রেখে অতি সতর্ক হ'য়ে যুবকটির পেছুনে পেছুনে চ'লে থাকে এই জাতকও সেই রকম পরিমাণ, ওজন এবং নিজের ক্ষমতা ও অধিকারের দিকে প্রখর দৃষ্টি রেখে যে সব যায়গায় কাজ করতে হয় এমন জায়গায় চাকরী বা কাহারও অধীনে থেকে ব্যবসা করেন—যেমন ডাক্তার, কবিরাজ, Station Master, School Master, জাহাজের Captain, Press, Police Deptt, Survey কিম্বা Map Drawing,

Office, Statistical Office, জমিদারী বিভাগ, Draftsman ছবি আঁকার কাজ; ধান চাল ইত্যাদির কল, কাটা কাপড়ের দোকান, Post Office, কেল্লা, থানা ইত্যাদি।

এই জাতক ব্রাহ্মণ প্রধান দেশে—ধার্ম্মিক, বিদ্বান্ এবং গ্রামের মধ্যে যাঁদের যথেষ্ট খাতির প্রতিপত্তি আছে এমন লোকের বাড়ীতে বিবাহ ক'রে থাকেন। এঁর স্ত্রী ধীর ঠাণ্ডা প্রকৃতির হ'লেও একটু অন্যায় দেখলেই চ'টে যান্। সকলের সঙ্গে তিনি মিষ্টি কথা বলেন বটে কিন্তু সংসারের কাজ ক'রতে যত ভালবাসেন বাজে গল্প ক'রে বা যা'র তা'র সঙ্গে মিশে সময় নষ্ট ক'রতে তেমন চান না। আত্মসম্মানবোধ এবং অভিমান তাঁর খুব বেশী। ভাল লোক না হ'লে তাঁর সঙ্গে একেবারেই মিল খায় না। এই জাতকের সন্তান-স্থান ভাল—দু'টী কি একটী ছেলে হ'য়ে থাকে—আর তারা সুশিক্ষার গুণে—যথার্থ মানুষ হ'য়ে থাকে।

এই জাতকের ৪৷৷০ বৎসর বয়স অবধি খুব ভাল সময়—তার পর ১৪৷৷০ বৎসর বয়স অবধি সংসারে অসুখ, বিসুখ হ'য়ে থাকে, দৈবদুর্ব্বিপাকে বিষয় সম্পত্তি, বাড়ী ঘর নষ্ট হ'য়ে যায়—বিদেশে থাকৃতে হয়। ১৪৷৷০ বৎসর বয়সের পর থেকে ১৯ বৎসর বয়সের মধ্যে মনে কষ্ট—নানারকম খরচ পত্র হ'য়ে থাকে—তার পর থেকে ২৭৷৷০ অবধি ভাল সময় অর্থ ও খাতির সম্মান লাভ হ'য়ে থাকে। তার পর থেকে ৩৫ অবধি ভারী খারাপ সময়—বিবাদ, বিসংবাদ হ'য়ে থাকে—সংসারে শান্তি থাকে না। আত্মীয় স্বজনের ব্যবহারে মনে কষ্ট পান। ৩৬ থেকে ৪৫ অবধি খুব ভাল সময়—খাতির, সম্মান, যশঃ, অর্থলাভ এবং

ভাল ভাল লোকের সঙ্গ হয়—দান ধ্যান ইত্যাদি পুণ্য কর্ম্ম ক'রে থাকেন—ঠাকুর দেবতায় খুব ভক্তি বিশ্বাস বাড়ে—সোণার সংসার ব'লে মনে হয়। ৪৬ বৎসর বয়সের পর থেকে সুখ সম্মান ও ঐশ্বর্য্য ভোগ হ'লেও স্ত্রীর কঠিন পীড়া এবং ছেলে মেয়ের লেখাপড়া ও বিবাহ ব্যাপার নিয়ে খরচ পত্রও যথেষ্ট হয় এই ভাবে ৫৫ বৎসর বয়স অবধি চলে। ৫৬ বৎসর বয়সে যথেষ্ট টাকা কড়ি নষ্ট হয়—ধার দেওয়া বা গচ্ছিত রাখা টাকা ফেরত পান না, মনে দারুণ কষ্ট পান। এই সময় থেকে আর কাজ কর্ম্ম ক'রতেও ইচ্ছা করে না। ৫৬ থেকে ৭৬ অবধি খুব হিসাবের উপর চলেন—অর্থ কষ্ট খুব না হ'লেও স্বচ্ছলতা থাকে না। ৭৭ বৎসর থেকে শরীর খারাপ হয়, পাঁচ জায়গায় ঘোরা ফেরা ক'রে এবং সংসারের ছোটদের অন্যায়ভাবে কর্ত্তৃত্ব ক'রতে দেখে শরীর ও মন দুইই ভেঙ্গে যায়—কিছুই ভাল লাগে না—তার পর পরমেশ্বরই জানেন।

৯ই বৈশাখ—(উৎসাহশীল যুবক ও পুরোহিত)—

এই তারিখটির অধিপতি দেবগুরু বৃহস্পতি।

উৎসাহশীল যুবক পুরোহিত ব্রাহ্মণকে নিয়ে জীবন পথে চলায় এই জাতকের মেজাজ, চাল চলন, কথাবার্ত্তা সবই একটু উঁচু ধরণের। ইনি নিজের চেয়ে বয়সে ও জ্ঞানে বড় এবং যে

সব লোকের যথেষ্ট খাতির সম্মান প্রতিপত্তি আছে—কেবল তেমন লোকের সঙ্গেই সর্ব্বদা মিশে থাকেন। যার তার সঙ্গে ইনি মেশেন না বটে কিন্তু কি ক'রে নিজেকে গ'ড়ে তুল্‌তে হয় তা না জানায় ভাল ভাল লোকের সঙ্গ করেও তাঁদের কাছ থেকে ভাল জিনিষ আদায় ক'রে নিতে পারেন না। ইনি বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন—বেশ ভূষার তেমন আড়ম্বর না থাকলেও পারিপাট্য থাকে। ইনি স্পষ্টবক্তা, নির্ভীক এবং তেজস্বী—আত্মসম্মান বোধও এঁর খুব বেশী। এঁর বাড়ীতে নানারকমের ভাল ভাল আসবাব-পত্র বই ইত্যাদি থাকে, ইনি সেগুলি মধ্যে মধ্যে একটু আধটু পড়েন বটে, ভাল ক'রে কিন্তু বোঝবার চেষ্টা করেন না। ইনি খেলা ধূলা, শিকার প্রভৃতি কাজের সমালোচনা যে রকম পাকা লোকের মত ক'রে থাকেন বাস্তবিকপক্ষে খেলা ধূলা বা শিকার ক'রতে সে রকম পারেন না—আর এই স্বভাবের জন্যে কোনখানেই কিছু ক'রে উঠতে পারেন না। ইনি সকল বিষয়েই নিজেকে একটু বড় ব'লে মনে করেন—সেই জন্যে কড়া কড়া কথা ব'লতে কোনখানেই এঁর আটকায় না—ফলে কাজের লোক এবং বুদ্ধিমান হ'য়েও জনপ্রিয় হ'তে পারেন না।

টাকাকড়ির ব্যাপারে ইনি একেবারেই হিসাবী নন—নিজের জন্যে খরচ করেন না সত্য কিন্তু ভূতভোজনে পয়সা নষ্ট করেন কথাবার্ত্তাও এঁর সরল নয় অল্পক্ষণের জন্যে আলাপ ক'রতে গিয়েও অপরের মনে আঘাত দিয়ে ফেলেন—কথাবার্ত্তা খুব কম বলা এঁর উচিত। এঁর অনেকগুলি ছোট বড় ভাই ভগিনী থাকে—যার জন্য ইনি মাতা পিতার কাছে বেশ আদর

যত্ন পান না। পৈত্রিক ভিটায় এই জাতকের বাস করা হয় না—বিদেশে বিদেশে বা পরের বাড়ীতে এঁর বাস ক'রতে হয়। এঁর সর্ব্বদাই বাড়ীর বাহিরে থাকা উচিত—বাড়ীতে শান্তি থাকে না। বাল্যকাল থেকে ইনি পিতৃস্থানীয় কোন পুরুষ আত্মীয়ের কাছে আদর যত্ন পেয়ে থাকেন।

এই জাতকের মাতৃবংশ সম্মানে ও গৌরবে বড়, মাতুলালয়ও বেশ ভাল জায়গায়। পিতৃকুল বংশমর্য্যাদায় তেমন বড় না হ'লেও বিদ্যা, বুদ্ধি ও অর্থ থাকার জন্যে তাঁদের খাতির আছে। পিতার বসবাস তেমন বড় জায়গায় না হ'লেও পণ্ডিত ও বিদ্বানের দেশ ব'লে সে জায়গার নাম আছে। বড়লোক ব্রাহ্মণ, প্রতাপশালী জমিদার ও উকিল এঁর প্রতিবাসী। পুকুর নদী ইত্যাদি জলের জায়গা, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি ফলের গাছ, দু'ঘর ব্রাহ্মণের লাগওয়া বাড়ী এবং এক ঘর পরামাণিকের বাড়ী এঁর বাড়ীর কাছে থাকে। এই জাতকের বাড়ী বড় রাস্তা ছেড়ে গিয়ে ছোট গলির মধ্যে মোড়ের কাছে—এঁর বাড়ীতে শিউলি বা বকুল ফুলের গাছ থাকে। খেলাধূলা বা পাঁচ জায়গায় ঘোরাঘুরি করার জন্যে এই জাতকের লেখাপড়া তেমন ভাল ভাবে হয় না।

পুরোহিত যুবকের সঙ্গে পথে চলবার সময় যেমন নিজের কায়দা করণের দিকে লক্ষ্য রেখে মন্ত্রশক্তি বা শব্দশক্তির কথা ইত্যাদি ব'লে থাকেন এই জাতকও সেই রকম কাজ করবার সময় বেশ কায়দার উপর থেকে নিজের কাজের দায়িত্বটা যে কত বেশী তা বাহিরের লোককে দেয়িয়ে থাকেন এবং সুদূর দেশে কথাবার্ত্তা বা জিনিস পত্র পাঠিয়ে থাকেন যেমন Signaller, খবরের

কাগজের Reporter, Post Office এ Percel Clerk, Money Order Clerk, Royal Mail Serviceএ Sorter, Order Supplier, ডাক্তার, কবিরাজ, ছাপাখানার Reader, উকিল, ব্যারিষ্টার, School Master, Professor, Station Master, যন্ত্র পাতি বা Export Importএর কাজ হয় এমন সব Office, Electric Office কিম্বা সোণা রূপা, বই, পিতল, কাঁসা, ঘি, মধু, গুড়, চিনি, আটা, ময়দা, ধান চাল, গান বাজনার জিনিষ ইত্যাদির ব্যবসা। পরকে নিয়ে বা পরের জিনিস পত্র নিয়ে এঁর কাজ কর্ম্ম—সেই জন্যে এঁর বাহিরের ব্যবহার সব সময় ভাল হওয়া দরকার—তা' না হ'লে এঁর ভাল হয় না।

লেখাপড়া জানা, বড় বড় চাকরে, চিকিৎসক, জমিদার ও উকিল প্রভৃতি আইনজ্ঞ লোক যে দেশে বেশী—থানা, Court বা Cantonment আছে এমন দেশে এই জাতকের বিবাহ হ'য়ে থাকে এঁর স্ত্রী খুব চট্‌পটে ও চালাক চৌকস। তিনি ঘর দুয়ার বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সাজিয়ে গুছিয়ে রাখেন। তাঁর মেজাজ একটু কড়া, মিষ্টি কথা ব'লে তাঁর কাছে কাজ নিতে হয়—কোন রকম অপমান সূচক কথা ব'ল্লে বা ব'কলে তিনি রক্ষা রাখেন না। তিনি পাঁচটা নিয়ে ঘর ক'রতে পারেন না—অন্যায় দেখলে ভারী চ'টে যান।এই জাতকের সন্তান স্থান ভাল নয়—ছেলেগুলি বড় বেশী খাতির বা আদর পেয়ে মাটী হয়ে যায়—খুব ছেলে বেলা থেকেই তাদের সুশিক্ষা দেবার চেষ্টা করা উচিত।

এঁর ৪।।০ বৎসর বয়স অবধি খুব ভাল সময়, নানা রকম সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ হয়ে থাকে—তার পর থেকেই

একটু একটু ক'রে খারাপ হ'তে থাকে—বাড়ী ঘর বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হ'য়ে যায় অসুখ, বিসুখ বিবাদ বিসংবাদ হ'য়ে থাকে—সংসারে ঋণ প্রবেশ করে—নানাস্থানে পরের বাড়ীতে বাস ক'রতে হয়—খাওয়া পরারও কষ্ট হয়। ১৯ বৎসর বয়স অবধি এইভাবে খারাপ হ'তে থাকে—অর্থকষ্টও যথেষ্ট হয় সেইজন্যে লেখাপড়া ভাল হয় না। ১৯ বৎসর বয়সের পর থেকে একটু ভাল সময় আরম্ভ হয়—চাকরী হয়—কতকটা দুঃখ কষ্ট কমে। ৩৫ বৎসর বয়স অবধি ধীরে ধীরে উন্নতি হয় কিন্তু ইনি ভারী খ'রচে ব'লে রোজগার ক'রলেও কিছুই রাখতে পারেন না। ৩৬ বৎসর বয়সের পর থেকে সংসারে অশান্তি হয়—চাকরীর যায়গা খারাপ হ'য়ে যায়—আত্মীয় স্বজনের বিয়োগ হয়—নানা রকমে মনে কষ্ট পান। ৪০ বৎসর বয়সের পর থেকে আবার চাকরী হয়; একটু সুখ হয়—কিন্তু ইনি কোন কালেই কিছু ক'রতে পারেন না। ৫০ বৎসর বয়সের পরই বার্দ্ধক্য এসে পড়ে—আরাম খোঁজেন—খাটতে চান না। খরচ পত্রও ভারী বেড়ে যায়—মধ্যে মধ্যে অসুখ বিসুখে ভোগেন; এই ভাবে ৫৪ বৎসর বয়স অবধি চলে। ৫৫ বৎসরে নূতন বাড়ীঘর ক'রে দেনাপত্রে জড়ীভূত হ'য়ে বড়ই কষ্ট পান—শরীরও খারাপ হয়ে যায় কিছুই ভাল লাগে না। তারপর শ্রীভগবান্ই জানেন।

১০ই বৈশাখ—(উৎসাহশীল যুবক ও পরিচারিকা)—
এই তারিখটির অধিপতি—**শনি** গ্রহ বা **"মহারাজ"**।

উৎসাশীল যুবক জীবন পথে একজন পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে চ'লছেন দেখে বোঝায় যে এই জাতক যে সব লোক অর্থোপার্জ্জনের জন্য নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশে এসে কাজকর্ম্ম ক'রে টাকা কড়ি জমিয়ে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন সেই রকম লোকের সঙ্গই বেশী ক'রে থাকেন সেই জন্যে ইনি নিজেকে বেশ ভাল ভাবে গ'ড়ে তুলতে পারেন না। এঁর চাল চলন, আদপ কায়দা ও কথাবার্ত্তা বেশ সুরুচিপূর্ণ নহে। ইনি খুব কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী হ'লেও খাটতে খুটতে বড় একটা চান না। সহজে কার্য্যোদ্ধার ক'রতে হ'লে, জগতে যে ভাবে নিজেকে ছোট ক'রে নিয়ে দশের সঙ্গে সরলভাবে ব্যবহার ক'রতে হয় ও তাঁদের বড় ব'লে দেখতে হয় ইনি তা করেন না। এঁর আত্মাভিমান বেশী—নিজের অবস্থা বুঝেন না সেইজন্যে—যে সব কাজ সহজেই হ'তে পারে সে সব কাজও এঁকে যথেষ্ট কষ্ট ক'রে ক'রতে হয়। লেখাপড়া জানা বা ভাললোকের সঙ্গে মেশবার সুযোগ এঁর হয় না—অশিক্ষিত বা ইতর শ্রেণীর লোকের সঙ্গ কিন্তু সহজেই জুটে থাকে। সৌন্দর্য্যবোধ এঁর খুব কম। সাদাসিদে ও ট্যাকসহি জিনিসই ইনি পছন্দ করেন—এঁকে এমন ভাবের কাজ কর্ম্ম ক'রতে হয় যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এঁর চ'লে না। ইনি অপরের কাজের সমালোচনা বড় বেশী বেশী ক'রে থাকেন—কোন

বিষয়ে একটু ভুলভ্রান্তি বা ত্রুটি দেখতে পেলে ভারী চ'টে যান—সেইজন্যে আপনার লোকের কাছেও ভাল ব্যবহার পান না। ইনি খুব হিসাবী—কোন রকম বাজে খরচ ক'রতে চান না—জিনিস পত্র কিনতে ইনি খুব ভাল পারেন। এঁর সাহস খুব বেশী. এবং ইনি একগুঁয়ে কোন কিছুই গ্রাহ্য করেন না এবং ক'াকেও ভয় করেন না কেবল বাপকে, রাজাকে আর মনীবকে ভয় ও ভক্তি ক'রে থাকেন। এঁরা বেশ ভাল যোদ্ধা হ'তে পারেন।

এই জাতকের মাতৃকুল সম্মান ও গৌরবে যেমন বড়—পিতৃকুল তেমন নয়। এই জাতকের পত্রিক ভিটায় বাস হয় না। ইনি দেশ বিদেশে বেড়াতে এবং গল্প ক'রতে খুব ভালবাসেন। ইনি বহু দেশ ভ্রমণ ক'রেও থাকেন। চিকিৎসক, উকিল, জমিদার, রাজসরকারে বা রেল আফিসে চাকরী ক'রে সংসার চালান এমন সব লোকের বাড়ী এঁর বাড়ীর কাছে থাকে—তাঁদের সকলেরই বুদ্ধি ও আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল নয়। এঁর বাড়ীর কাছে পুকুর, নদী বা কোন জলের যায়গা, দেবালয়, কোন লোকের পতিত বাড়ী বা ভিটা, নীচ জাতীয় লোক এবং পাগল থাকে। পুরাতন ও ভাঙ্গা বাড়ীতে এঁকে বাস ক'রতে হয়। সদর রাস্তার কাছে এঁর বাড়ী।

শূদ্র প্রধান কোন বড় গ্রামের ছোট পাড়ায় কিম্বা শূদ্র প্রধান কোন বড় গ্রামের কাছাকাছি ছোট গ্রামে—পূর্ব্বে যাঁদের অবস্থা ভাল ছিল এখন সামান্য চাকরী ক'রে সংসার চালান—এমন লোকের বাড়ীতে এঁর বিবাহ হয়ে থাকে। এঁর স্ত্রীর নাকের গঠন ভাল হয়—এবং চোখের গঠনের কিম্বা

তাকানর একটু বিশেযত্ব থাকে। তাঁর প্রকৃতি খুব ঠাণ্ডা—কিন্তু খুব খাটতে পারেন। গাছ পালা পোঁতা, বাগান করা তাঁর মস্ত বড় বাতিক। সেবা যত্ন ক'রতে খুব ভাল পারেন এবং সংসারে সুখ ঐশ্বর্য্য না থাকলেও তিনি খেটে খুটে বাড়ী ঘর সব সময়েই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন। এই জাতকের সন্তান-স্থান ভাল নয়—প্রথমে মেয়ে হ'য়ে থাকে—ছেলেদের স্বাস্থ্য ভাল হয় না, অসুখ বিসুখে তারা প্রায়ই ভুগে থাকে—লেখাপড়া তেমন হয় না।

পরিচারিকা যেমন নানা রকম জিনিস পত্র বহিবার জন্যে বা আদেশ মত কাজ করবার জন্যে উৎসাহশীল যুবকের সঙ্গে পথে চ'লে থাকে এই জাতকও সেই রকম যাঁরা কার্য্যোপলক্ষে নানা দেশে যাতায়াত ক'রে থাকেন এমন পর্য্যটকদের বা সৈনিক পুরুষদের পথে যাবার সময় খাবার দাবার, শোবার বসবার সুবিধা ক'রে দিয়ে থাকেন কিম্বা পথে চলবার সময় জিনিস পত্র নিয়ে ঐ সব লোকের যাতে কষ্ট ও অসুবিধা না হয় এমন ব্যবস্থা যে সব যায়গায় করা হয় সেই সব যায়গায় চাকরী ক'রে থাকেন যেমন Commissariat Deptt, রেলের বা জাহাজের আফিসে Transportation Dept., Post Office, ঔষধের দোকান, ডাক্তার খানা, হোটেল, Stationery দোকান, Book Stall, চায়ের Stall, Telephone Exchange নৌকায় মাল পাঠাবার বা রেল ইত্যাদিতে Seat Reserve ক'রে দেবার ব্যবস্থা যে সব যায়গায় হয় কিম্বা Contractor, Bus, Lorry, Tram ইত্যাদির Office।

মোটামুটি হিসাবে এঁর ৯ বৎসর বয়স অবধি বিদেশে বেশ সুখে কাটে। তার মধ্যে ৫ বৎসর বয়সে কঠিন পীড়া হয়। তারপর থেকে কষ্ট আরম্ভ হয়। বাড়ীঘর নষ্ট হ'তে থাকে ও সংসারে অশান্তি এসে জোটে। ১৫ বৎসর বয়স থেকে অর্থের অভাব ও থাকবার স্থানের অভাব হ'য়ে থাকে। তারপর থেকে ১৯ বৎসর বয়স অবধি নানাস্থানে ভ্রমণ, মনে কষ্ট, পরের বাড়ীতে বাস। ২০ থেকে একটু সুবিধা হয়, চাকরী হয়—ধীরে ধীরে উন্নতি হয়। ২৯ অবধি এই ভাবে চলে। তারপর ৩৭॥০ অবধি সংসারে আবার অশান্তি হয়—আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বিবাদ হ'য়ে থাকে—খরচ পত্র খুব বেশী হয়, ৪০ থেকে একটু একটু ক'রে ভাল হ'তে থাকে। ৪৪ বৎসর বয়সে দূর দেশে ভ্রমণ হয়। ৪৫ বৎসর বয়সের পর থেকে ৬৭ বৎসর বয়স অবধি বেশ সুখভোগ হয়—বিদেশে ভাল বাড়ীতে বাস হয়—খরচ পত্রও হয়—উপার্জ্জনও বাড়ে। ৪৫।৪৬।৪৭ বৎসর বয়সে ব্যবসা ক'রে বেশ দু পয়সা রোজগার করেন—হাতে টাকাকড়ি জমে। ৬৫ বৎসর বয়সে মরণাপন্ন ব্যারামে ভোগেন। ৬৬ বৎসর বয়স থেকে ব্যবসায় ক্ষতি হ'তে থাকে মনে কষ্ট পান—হাত খালি হ'য়ে যায়—দেনা পত্রে জড়ীভূত হ'য়ে পড়েন। ৬৮ থেকে শরীর খারাপ হয়ে যায়—জগৎ ভাল লাগে না। তারপর পরমপিতা পরমেশ্বরই জানেন।

১১ই বৈশাখ—(প্রভুত্বভাবাপন্ন যুবক ও পরিচারক)—
এই তারিখটির অধিপতি—**শনি** গ্রহ বা **"মহারাজ"**।

প্রভুত্বভাবাপন্ন যুবকটি পরিচারককে সঙ্গে নিয়ে পথ চলছেন দেখে বোঝায় যে এই জাতক কর্ত্তব্যপরায়ণ, অধ্যবসায়ী ও বুদ্ধিমান্। ইনি কর্ত্তব্য কাজকে যে রকম শ্রদ্ধার চোখে দেখেন পদের গৌরব বা মর্য্যাদাকে সে রকম দেখেন না। বড় হয়েও ছোট খাট কাজ নিজে হাতে ক'রতে ইনি কোন রকম সঙ্কোচ বোধ করেন না এবং যে কাজ ক'রবো ব'লে মনে করেন সে কাজ যতক্ষণ না সারতে পারেন ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হন না। ইনি লেখাপড়া অত্যন্ত ভাল বাসেন—বহু বহু রকমের পুস্তকাদি প'ড়ে থাকেন সেইজন্যে এঁর অনেক বিষয়ে জানা শোনা থাকে। এই জাতক কর্ম্ম জীবনে সাফল্য বা প্রাধান্য লাভ করবার জন্য মান অপমানের দিকে দৃষ্টি না ক'রে সাধারণের সঙ্গে মেশেন—ফলে অল্পদিনের মধ্যেই বহু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন এবং দশের উপর কর্ত্তৃত্ব করবার মত ক্ষমতাও পেয়ে থাকেন। ইনি অত্যন্ত চিন্তাশীল—সহজেই অপরের মনের ভাব বুঝতে পারেন। যে সব জিনিস কেবল আড়ম্বরের উপর চ'লছে ভেতরে কোন বস্তু নেই—সে সব জিনিস এঁর একেবারেই ভাল লাগে না, কিন্তু যাতে সত্য আছে বা বস্তু আছে তা যদি দেখতে ভাল নাও হয় তবুও সেইগুলিই এঁর অতি প্রিয়।

ইনি সময়ের মূল্য বোঝেন—অযথা পরিশ্রম বাঁচাবার জন্যে সকল কাজই যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত ক'রে থাকেন। এঁর

আত্মসম্মান বোধ খুব বেশী কোন রকম নীচতা বা আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করা সহ্য ক'রতে পারেন না। ইনি আগে থাকতে না ভেবে কোন কাজ করেন না এবং ইনি বেশী কথা ক'ন না। ইনি কাজ চান—বেশভূষার দিকে এঁর লক্ষ্য কম। ইনি দেশ বিদেশে বেড়াতে ভালবাসেন এবং বহু দেশ বেড়িয়েও থাকেন। এঁর স্মরণ শক্তি খুব বেশী ব'লে লেখাপড়া বেশ ভাল ভাবের হয়ে থাকে।

এই জাতকের মাতৃবংশ সম্মানে ও গৌরবে খুব বড়—তাঁদের বিষয় সম্পত্তি থাকে। পিতৃবংশ কুলগৌরবে তেমন বড় না হ'লেও তাঁদের সৎস্বভাব ও অমায়িক ব্যবহারের জন্যে যথেষ্ট খাতির সম্মান থাকে। এঁদের বাড়ী ঘর বেশ ভাল হ'লেও এবং দেশে খাতির সম্মান থাকলেও এঁকে বিদেশে বিদেশেই থাকতে হয়। বড় রাজকর্ম্মচারী, চিকিৎসক জমিদার এবং ম্লেচ্ছপ্রকৃতির লোক এঁর প্রতিবাসী। এঁর বড় ভাই ও ভগ্নী থাকেন—তাঁদের অবস্থাও বেশ ভাল হয় এবং খাতির প্রতিপত্তিও যথেষ্ট থাকে। এই জাতকের বাড়ীতে শান্তি থাকে না—বাড়ী এঁর ভালও লাগে না—বাড়ীর বাহিরে থাকলেই ইনি থাকেন ভাল। ইনি বাল্যকালে কোন পুরুষ আত্মীয়ের নিকট খুব আদর যত্ন পান।

পরিচারক যেমন যুবক প্রভুর কাছে থেকে তাঁর আদেশ মত কাজ করে এবং যথাসাধ্য বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে বা কখন কখন তিনি যে যায়গায় যেতে ও যে রকম কাজ ক'রতে বলেন সেই যায়গায় যায় ও কাজ করে জাতকও সেই রকম রাজা

বা বড় বড় রাজকর্ম্মচারীর সহকারী হয়ে চাকরী করেন কিম্বা তাঁদের অধীনে থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে প্রভুত্ব ক'রে থাকেন যেমন Private Secretary, Personal Assistant, Deputy Secretary Head Assistant ইত্যাদি হ'য়ে প্রভুর কাছে থাকেন—আবার সময়ে সময়ে Division, Sub-Division District বা Circleএর Charge নিয়ে প্রভুর কাছ থেকে দূরে গিয়ে কাজ করেন। উকিল, ব্যারিষ্টার, Statistical Depttএ বা Education Depttএ কাজ করেন। এই জাতকের কর্ম্মস্থলে যথেষ্ট খাতির সম্মান থাকে দশে তাকে ভয়ও করে আবার শ্রদ্ধাও করে। ইনি কখনই কোন স্থানে একলা যান না—সর্ব্বদাই এঁর সঙ্গে ভৃত্য বা অন্য কোন লোক থাকে যার জন্য এঁকে শারীরিক পরিশ্রমজনক কাজ করতে হয় না। এই জাতকের জীবনে কখন সম্মানের হানি হয় না কারণ ইনি অসম্মানজনক কাজকে প্রশ্রয় দেন না।

ব্যবসা প্রধান দেশে, রাজসরকারে বেশ ভাল চাকরী করেন কিম্বা জমি জমা বিষয় সম্পত্তি টাকাকড়ি থাকার দরুণ খাতির সম্মান আছে এমন লোকের বাড়ীতে ইনি বিবাহ করেন। এই জাতকের স্ত্রী শিল্পকর্ম্ম এবং লেখাপড়া জানেন। দেখা শোনার কাজ তিনি খুব ভাল পারেন। তাঁর কথাবার্ত্তা ও লোকের সঙ্গে ব্যবহার ভারী সুন্দর—ছোট বড় সকলেই সুখ্যাতি করে। তিনি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং খুব হিসাবী সেইজন্যে এই জাতকের ঘর সংসার সম্বন্ধে কোন কিছু দেখ্‌তে হয় না। তিনি দেশ বিদেশে বেড়াতে খুব ভালবাসেন এবং বহু যায়গায় বেড়িয়েও থাকেন

এঁর সন্তান-স্থান ভাল—তারা লেখা পড়াও শেখে, মানুষও হয়। ধর্ম্ম কর্ম্মের মধ্যে—দেশের সেবা করা, গরীব দুঃখীকে খেতে প'রতে দেওয়া, কা'রও অনিষ্ট না করা এই সবই ইনি ক'রে থাকেন—কাজে না ক'রে কেবল পুঁথি পড়ে ধার্ম্মিক হ'তে ইনি চান না।

এঁর ১৯ বৎসর বয়স অবধি শরীর ভাল থাকে না মধ্যে মধ্যে কঠিন পীড়া হ'য়ে থাকে। ৯ বৎসর বয়সের পর থেকে বাড়ীঘর নষ্ট হ'তে থাকে ও নানাস্থানে ঘোরাফেরা ও বাস ক'রতে হয়। ২২॥০ বৎসর বয়সে চাকরী হয় –২৯ বৎসর বয়স অবধি নানা স্থানে ভ্রমণ ও বহু লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়—আর্থিক উন্নতি হয় কিন্তু খরচও খুব বেশী হ'তে থাকে। ৩০ থেকে চাকরীর যায়গায় দাম বাড়ে বটে কিন্তু পয়সার দিক দিয়ে তেমন সুবিধা হয় না—৩৫ অবধি মনীবের ব্যবহারে মনে কষ্ট পান –খুব খাটতেও হয়। ৩৬ থেকে ৪৫ অবধি একটু একটু করে চাকরীর যায়গায় ভাল হয়—মাহিনা ইত্যাদি ও খাতির সম্মান বাড়ে—কিন্তু মনের মত অর্থলাভ হয় না—তবে অভাব থাকে না। ৪৫ বৎসরের পর থেকে এঁর আরও দাম বাড়ে, পদের উন্নতি হয়, খাতির সম্মান পান—অর্থলাভ হয়ে থাকে, বাড়ীঘর হয়, সুখ ঐশ্বর্য্যভোগ ও রাজপ্রদত্ত উপাধি লাভ এবং নানাস্থানে ভ্রমণ হ'য়ে থাকে। ৫৫ বৎসরের পর থেকেই কাজ করতে ইচ্ছা করে না—কেবল আরাম করবার প্রবৃত্তি প্রবল হয়। ৭০ অবধি নানা দেশে ভ্রমণ ও ভাল ভাল লোকের সঙ্গ লাভ হয়—মধ্যে মধ্যে সাধারণের কাজ ক'রেও দিতে হয়।

তার পর থেকে শরীর খারাপ হতে থাকে—বন্ধু বান্ধবের অভাব হয়—মনে কষ্ট পান। ৭৫ বৎসর বয়সের পর থেকে বাতের পীড়া ও মাথার যন্ত্রণা হয়ে থাকে—সংসারে অশান্তি এসে পড়ে—আত্মীয় স্বজনের কাছে বেশ ভাল ব্যবহারও পান না—সব দিকেই গোলমাল হয়ে যায়—তারপর যাঁর এই সংসার তিনিই জানেন।

১২ই বৈশাখ—(প্রভুত্বভাবাপন্ন যুবক ও পুরোহিত পত্নী)—এই তারিখটির অধিপতি সুরগুরু **বৃহস্পতি**।

প্রভুত্বভাবাপন্ন যুবক পুরোহিত পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে চ'লেছেন—তা থেকে বুঝায় যে এই জাতক অতিশয় ধীর এবং শান্তিপ্রিয়—কোন রকম বিবাদ বিসংবাদ গোলমাল ভালবাসেন না। ইনি যেমন তেমন লোকের সঙ্গে মিশ্‌তে চান না এবং গোলমেলে কাজের মধ্যেও যেতে চান্‌ না। ইনি ভারী হিসাবী—নিজের আয়ের মধ্যে চলবার জন্যে যতদূর কষ্ট করতে হয় তা' করেন আরাম করবার জন্যে খুব খরচ পত্র ক'রে ঋণগ্রস্ত হন্‌ না শরীর সুস্থ রাখবার জন্যে ইনি খুব সতর্ক হয়ে খাওয়া দাওয়া করেন। ইনি সত্যবাদী, তেজস্বী এবং যতদূর সম্ভব সংসারে সকল বিষয়ে সত্যপথ ধরে চ'লতে চান—কষ্ট বা অসুবিধা হ'লেও কপটতার আশ্রয় নেন না—আবার বিশেষত্ব এই যে

যাঁরা সত্যকথা বলেন না বা অকপটভাবে সংসারে চলেন না, নিজের দাম বাড়াবার জন্য ইনি তাঁদের নিন্দাও করেন না বা তাঁদের ভালও বলেন না। ইনি সর্ব্বদাই নিজেকে বেশ ভাল ভাবে গ'ড়ে তোলবার জন্যে ব্যস্ত থাকেন। ইনি বুদ্ধিমান্ হ'লেও নানাবিধ অসুবিধা ও দারুণ অর্থকষ্টের জন্যে লেখাপড়া তেমন শিখতে পারেন না—কিন্তু লেখাপড়া অত্যন্ত ভালবাসেন ব'লে সুবিধা পেলেই ভাল ভাল বই জোগাড় করে প'ড়ে থাকেন। এঁর অন্তর ভারী কোমল—দয়া মায়া স্নেহ মমতা খুব বেশী। ভোগ বিলাসিতার দিকে এঁর দৃষ্টি না থাকলেও সৌন্দর্য্যবোধ খুব বেশী সেই জন্যে এঁর জগতে কোন কিছুই বেশ ভাল লাগে না এবং পছন্দও হয় না—তবে লোকের মনে কষ্ট দিতে চান না ব'লে প্রাণের কথা সহজে কোনখানে ইনি প্রকাশ করেন না। ইনি অধিকাংশ সময়েই নিজের ভাবে বিভোর থাকেন। সাধনা ব্যতীত যে প্রভুত্ব করবার ক্ষমতা হয় না এটী বেশ করে বুঝে নানা রকম অসুবিধার মধ্যে থেকেও ইনি নিজেকে দাঁড় করাবার জন্যে একমনে বাণীর আরাধনা করে থাকেন।

এঁর কথাবার্ত্তা, লোকজনের সঙ্গে ব্যবহার খাসা—আপ্যায়িত হ'তে হয়। এঁর আত্মসম্মান বোধ খুব বেশী—সেই জন্যে ভাল ভাল আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধব থাকলেও কোন রকম সাহায্য পাবার আশায় ইনি নিজের সুবিধা অসুবিধার কথা কোনখানে বলেন না। ইনি পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন—বেশ ভূষার কোন রকম আড়ম্বর থাকে না—পবিত্রতার দিকে কিন্তু এঁর ঝোঁক বেশী বেশী থাকে। ইনি খুব সংযমী—কোনখানে সুধু সুধু যাওয়া

আসা করা বা বেড়ান এ সব ভালবাসেন না—নিজের কাজ নিয়ে ঘরের ভিতরে থাকতে পেলেই সুখ মনে করেন। এই জাতক বাল্যকাল থেকে মাতৃস্থানীয়া কোন স্ত্রীলোকের কাছে আদর যত্ন পেয়ে থাকেন।

এই জাতকের মাতৃবংশ বেশ বড় তাঁদের জ্ঞাতি গোষ্ঠি অনেক এবং জমিজমা টাকা কড়িও থাকে। পিতৃবংশ অর্থে বড় না হলেও বংশমর্য্যাদায় তাঁরা বেশ বড়—ধার্ম্মিকের বংশ বলে তাঁদের খাতির সম্মানও যথেষ্ট থাকে। পুরোহিত ব্রাহ্মণ, ব্যবসাদার, রাজসরকারের চাকরী করেন এবং শিক্ষকতা করেন এমন সব লোক এঁর প্রতিবাসী। এঁর বাড়ী সদর রাস্তার উপর নয়; ছোট রাস্তার উপর ব্যাঁকের মাথায়—বাড়ীর সদর দরজা ঘোঁজের ভিতর—হঠাৎ দেখা যায় না।

ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত-প্রধান দেশে, বংশমর্য্যাদায় বড়, সামান্য ধরণের কাজ কর্ম্ম বা চাকরী করেন এবং কোন বড় লোক আত্মীয়ের কাছে যথেষ্ট সাহায্য পান—এমন লোকের বাড়ীতে ইনি বিবাহ করেন। এঁর বিবাহের পর,—জগতে যা কিছু ঘটে সেটা যে কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছায় মানুষের তা'তে কোন হাত নেই, মানুষকে দোষ দেওয়া বৃথা, এটা বুঝতে না পেরে এঁর মনে কষ্ট দেওয়ায়, শ্বশুর বাড়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এঁর জীবনে কখন হয় না। এই জাতকের স্ত্রী ধীর ঠাণ্ডা ও নম্র প্রকৃতির। কথা-বার্ত্তা এবং লোকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার খাসা। তিনি ভারী লজ্জাশীলা—সর্ব্বদাই গৃহকর্ম্ম বা পূজা পাঠ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কোন রকম বাজে খরচ তিনি একেবাঁরেই পছন্দ করেন না। এই

জাতকের বিবাহের কুড়ি মাস পর থেকে ভাল হ'তে থাকে। যে সংসারে কিছুই ছিল না সেই সংসার ক্রমে ক্রমে খাসা হ'য়ে উঠে। এঁর সন্তানস্থান ভাল—একটী কি দুটী মাত্র ছেলে হয় তাদের স্বভাব চরিত্র ও লোকের সঙ্গে ব্যবহার খুব ভাল হয়, ধর্ম্মপথ ধরে তারা চলে সেইজন্য খুব বেশী লেখাপড়া না শিখেও সংসারে খাতির সম্মান পেয়ে সুখে জীবন যাপন করে।

পুরোহিত পত্নী যেমন প্রভুত্বভাবাপন্ন যুবকের সঙ্গে কথা বলবার পূর্ব্বে নিজের মনের ভাবকে সরিয়ে রেখে, কি ভাবে কথাবার্ত্তা বলবেন ঠিক করে ফেলেন ও তারপরে মিষ্ট কথায় যুবককে সন্তুষ্ট ক'রে তার কাছ থেকে টাকাকড়ি বা কাপড় চোপড় আদায় ক'রে থাকেন এই জাতকও সেই রকম যে সব যায়গায় সুর বেঁধে নিয়ে বা পোষাক ব'দলে নিয়ে কিম্বা নাম Designation বা যন্ত্রাদি ব'দলে নিয়ে কাজ ক'রতে হয় এমন যায়গায় কাজ করেন—যেমন যাত্রার দল, থিয়েটার, Contractor, স্কুলমাষ্টার, ডাকঘর, Police—C. I. D. বিভাগ ইত্যাদি গুরু, পুরোহিত, উকিল, ব্যারিষ্টার, Railway Guard, Station Master, Royal Mail Serviceএ Sorter, Inspector, জ্যোতিষী, হরবোলা, বহুরূপী, Ventriloquist, Registrarএর Personal Assistant ইত্যাদি। ইনি সেতার, বেহালা, এসরাজ, সঙ্গীত প্রভৃতি সুরের চর্চ্চা বা বাদ্য যন্ত্রের দোকান, ছবি আঁকা প্রভৃতি কাজ কিম্বা নাটক ইত্যাদি লিখে থাকেন।

এই জাতকের ১৯ বৎসর বয়স অবধি ভারী কষ্টে কাটে। তার পর থেকে একটু একটু ভাল হয়—ভাললোকের সহানুভূতি

পান—বিদেশ গমন এবং সামান্য ভাবের কাজ কর্ম্ম হয়। ২৫ বৎসর বয়স থেকে অর্থ কষ্ট একটু একটু ক'রে কমে। ২৭।।০ থেকে ৩৫ বৎসর বয়সের মধ্যে ভাল ভাল আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বিয়োগ হয়—মনে দারুণ কষ্ট পান—অসুখ বিসুখেও ভুগে থাকেন। ৩৬ বৎসর থেকে এঁর ভাল সময় হয়। ৪০ বৎসর বয়সের মধ্যে দেনা পত্র শোধ দিয়ে ফেলেন—আর্থিক অবস্থাও ভাল হয় সংসারে উন্নতি হয় এবং শান্তি আসে। তার পর থেকে শেষের দিন অবধি ইনি পরমানন্দে কাটান নিজের খাতির সম্মান ও অর্থোপার্জ্জন যথেষ্ট হ'তে দেখায় সর্ব্বদাই নিজের প্রভুত্বভাবকে ত্যাগ ক'রে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করবার জন্যে চেষ্টা করেন। বাল্যকালে কষ্ট পাওয়ায়—কষ্টকে বড় ভয় করেন—আর যাতে কষ্ট না পেতে হয় সেই জন্যে খুব সতর্ক হয়ে ধর্ম্মপথ ধ'রে ও সাধু সজ্জনের সঙ্গ ক'রে জীবন যাপন করেন। এই ভাবে ইনি ৬৫ বৎসর অবধি কাটান—৬৬ থেকে বুদ্ধি খারাপ হয়ে যায় সকল বিষয়েই ভুল হয়—কিছু ভালও লাগে না। তার পর এই জগতের কর্ত্তা যিনি তিনিই জানেন।

১৩ই বৈশাখ—(প্রভুত্বভাবাপন্ন যুবক ও যুবক)—এই তারিখটির অধিপতি **মঙ্গল** গ্রহ।

প্রভুত্বভাবাপন্ন যুবক অপর একটী যুবকের সঙ্গ ক'রেছেন দেখে বোঝায়—যে এই জাতক বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের

সঙ্গে মেশবার সময়েও নিজের প্রাধান্য যাতে বজায় থাকে সে বিষয়ে খুব দৃষ্টি রেখে থাকেন। ইনি নির্ভীক ও তেজস্বী। কেহ কোন রকম অন্যায় কাজ ক'রলে বা অন্যায় পথ ধরে চ'ললে—ইনি তা সহ্য ক'রতে পারেন না—তীব্র ভাবে প্রতিবাদ ক'রে থাকেন। বাল্যকাল থেকেই পিতামাতার সঙ্গে ইনি দেশ বিদেশে বেড়িয়ে থাকেন বা নিজের দেশ ও বাড়ী ঘর ছেড়ে তাঁদের সঙ্গে বিদেশেই বাস করেন—আর এইভাবে অপরিচিত যায়গায় অনাত্মীয় লোকের সঙ্গে থাকায় ইনি খুব সপ্রতিভ হ'য়ে পড়েন। বড় বড় লোকের কাছে যেতে হ'লে বা তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লতে গেলে কোন রকম সঙ্কোচ বোধ করেন না। এঁর চালচলন কথাবার্ত্তা সবই বেশ কায়দার উপর। বড় বড় লোকের সঙ্গে কি ভাবে মিশ্‌তে হয় বা কথা কহিতে হয় তা ইনি বিলক্ষণ জানেন। যখনই যে কাজ ইনি করেন তা বেশ সতর্ক হ'য়ে এবং যত্ন শ্রদ্ধার সহিতই ক'রে থাকেন। লেখা পড়ার চর্চ্চা ক'রতে এবং দেশ বিদেশে বেড়াতে ইনি ভারী ভালবাসেন। এঁর আত্মসম্মান বোধ খুব বেশী—সেই জন্যে যে সব কাজে খুব খাট্‌তে হয় অথচ তেমন খাতির নেই সে সব কাজ ক'রতে চান না—যে সব কাজে বেশ দায়িত্ব আছে, খাতির আছে, পাঁচজনের উপর কর্ত্তৃত্ব করা চলে এমন সব কাজ—তা খুব খাট্‌তে হ'লেও—ভালবাসেন। ইনি নিজেকে ছোট ভেবে নিয়ে লোকের সঙ্গে মিশ্‌তে পারেন না। ইনি বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, নিজের জিনিস পত্রে এঁর খুব যত্ন থাকে—সকল যায়গাতে ইনি মান পেতে চান, সেই জন্যে বেশ গম্ভীর ভাবেই লোকের সঙ্গে

মেশেন—ফলে বেশ বড় বড় লোকের সঙ্গে জানাশুনা ও আত্মীয়তা থাকলেও এবং নিজেও বেশ কাজের লোক হ'লেও—যোগ্যতা হিসাবে যতটা ভাল হওয়া দরকার ততটা ভাল এঁর হয় না। ইনি সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন খাতির সম্মানও পান, পয়সা রোজগারও বেশ করেন কিন্তু বাড়ীতে শান্তি পান না—বাড়ী এঁর ভাল লাগে না—বাড়ীর বাহিরে থাকলেই ইনি বেশ ভাল থাকেন।

এই জাতকের পিতা রাজা বা জমিদারের কাছে কিম্বা Government অফিসে চাকরী করেন—কর্ম্মস্থলে বুদ্ধিমান, তেজস্বী এবং কাজের লোক ব'লে তাঁর বেশ নাম ও খাতির থাকে।

এই জাতকের বাড়ীর কাছে বড়লোক, জমিদার, বড় রাজ-কর্ম্মচারী, চিকিৎসক, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, দেবালয়, উকিল, ব্যবসাদার এবং নীচ বা ম্লেচ্ছজাতীয় লোক থাক্‌বে। এঁর বাড়ী—ঠিক বড় রাস্তার উপর। এঁর মাতৃকুল বংশ মর্য্যাদায় যেমন বড় পিতৃকুলও সেই রকম। উভয় বংশেরই এক কালে যথেষ্ট টাকাকড়ি, জমিজমা, খাতির প্রতিপত্তি ছিল—জ্ঞাতি গোষ্ঠীও অনেক—দৈব দুর্ব্বিপাকে কিন্তু সমস্তই নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। এঁরা যে দেশে বাস করেন সে দেশ বড় হ'লেও এবং ভাল ভাল লোক সেখানে অনেক থাকলেও এঁদের সকলেই চেনে এবং ভালও বাসে। এই জাতক পিতামাতার প্রথম বা কনিষ্ঠ সন্তান নন। এঁর ঠিক উপরের বড় ভাই বাঁচে না। ইনি বাল্যকাল থেকে পিতৃস্থানীয় কোন পুরুষ আত্মীয়ের নিকট আদর যত্ন পেয়ে থাকেন—এঁর অনেকগুলি ভাই ভগ্নী থাকে এবং এঁর পিতারও অনেকগুলি ভাই ভগ্নী থাকে।

এই জাতক বেশ ভাল যায়গায় অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীতে বিবাহ করেন। এঁর স্ত্রী পিতার কর্ম্মস্থলে বাস করেন—সেই জন্যে বহুদেশে তিনি ভ্রমণ ক'রে থাকেন। তিনি কর্ত্তৃত্ব ক'রতে ভালবাসেন এবং তাঁর প্রকৃতি একটু কড়া—কোন কাজ করবার জন্য একবারের বেশী দু'বার ব'ল্‌তে হ'লে তাঁর রাগ হয়। তিনি কোন রকম বাচালতা বা বেহায়াপনা সহ্য করতে পারেন না। যে সব লোক বেশ সভ্যভব্য—কথা শোনেন—মানীর মান রেখে চ'ল্‌তে জানেন—তিনি সেই সব লোককে ভারী ভালবাসেন এবং তাঁদের জন্যে টাকাকড়িও খরচ করেন। মিথ্যাকথা বলে এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে যারা না পারে তাদের উপর তিনি ভারী চটা।

যে সব যায়গায় কাজ কর্‌লে বেশ প্রভুত্ব দেখান যায় এই জাতক সেই রকম যায়গায় চাকরী বা কাজকর্ম্ম ক'রে থাকেন—যেমন Police Deptt., জমিদারের কাছে নায়েব বা ম্যানেজারের কাজ, Post Office, Military Department চিকিৎসা-বিভাগে, শিক্ষা বিভাগে, রেল, জাহাজ প্রভৃতি Agent Officeএ বা Station কিম্বা কোন বড় নামজাদা Mill, Store, Factory বা কারখানায়। ইনি খুব উচ্চাভিলাষী। অল্প সময়ের মধ্যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবার জন্যে তন্ত্রের মতে ধর্ম্ম আচরণ করেন। কঠোর সাধনা ক'রে অনেকটা উন্নতিও করেন—ধর্ম্ম করতে গিয়ে আমিত্বভাব নষ্ট ক'রতে না পারায় প্রাণের জ্বালা কিন্তু যায় না।

এই জাতকের ২৯ বৎসর বয়স অবধি সুখের সময় তবে ৪৷৷০

থেকে ১৪॥০ বৎসর বয়স অবধি নানাস্থানে বাস, বাড়ীঘরের অভাব, মাতার পীড়া ইত্যাদি হ'য়ে থাকে—নিজেরও অসুখ বিসুখ করে পড়াশুনায় মন যায় না। ২২ বৎসর বয়স থেকে এঁর কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়—মাঘ মাস এঁর কর্ম্মলাভের মাস। ২৬ বৎসর বয়স থেকে এঁর অর্থোপার্জ্জন হ'তে থাকে। ২৯ বৎসর বয়সের পর থেকে কর্ম্মস্থলে এঁর ভাল হ'তে থাকে কিন্তু সংসারে দারুণ অশান্তি এসে পড়ে—বিবাদ বিসংবাদ ভিন্ন ভাগ ও আত্মীয় স্বজনের ব্যবহারে কষ্ট পান—জগতের উপরে ঘৃণা হ'য়ে যায়। ৩৯ বৎসর অবধি অনেকেই এঁর অনেক রকমে ক্ষতি ক'রে থাকে। সঞ্চিত অর্থেরও বিনাশ হয়। ৪০ বৎসর থেকে ভাল সময় আবার আরম্ভ হয়—আর্থিক উন্নতি হ'তে থাকে— কর্ম্মস্থলে উন্নতি হয় —খাতির বাড়ে— বাড়ীঘর হয়; এইভাবে ৫৫ বৎসর অবধি বেশ সুখ সম্মান ভোগ হয়ে থাকে। তার পর থেকে বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে খরচ পত্র বাড়ে—কর্ম্মস্থলে উন্নতি হয়। ৫৯ বৎসর বয়সের পর থেকে পরের চাকরী করতে ভাল লাগে না। আরাম করতে ইচ্ছা করে। শরীরও খারাপ হ তে থাকে। ৬০ থেকে ৬৩ বৎসর অবধি কেবল স্থায়ীভাবের আয় যাতে হয় সেই চেষ্টা প্রবল হয়— বিষয়-সম্পত্তি জমি জমা করবার ঝোঁক চাপে—বাগান ইত্যাদি করেন। ৬৩ বৎসরের পর থেকেই শরীর খারাপ হয়—সংসার ভাল লাগে না—অব্যাহতি পাবার ইচ্ছা প্রবল হয়—তার পর—যার জগৎ তিনিই জানেন।

১৪ই বৈশাখ—(উৎসাহশীল যুবক ও বধূ)— এই তারিখটীর অধিপতি দানবগুরু—**শুক্রাচার্য্য।**

প্রভুত্বভাবাপন্ন যুবক বধুকে সঙ্গে নিয়ে পথ চ'লছেন দেখে বুঝায় যে এই জাতক গুরু বা নিজের উপর অগাধ বিশ্বাস রেখে সংসারে চলেন। ভাল মন্দ, দুঃখ কষ্ট কোন কিছুই গ্রাহ্য করেন না। ইনি সর্ব্বদাই আপন ভাবে থাকেন—লোকের মতামত কে কি করছে না ক'রছে ব'লছে না ব'লছে এসব নিয়ে একটুও মাথা ঘামান না। এঁর মনটি বেশ সরল—ইনি খুব চালাক চৌকস না হ'লেও—বুদ্ধিমান বটে। এই জাতক মাতা-মহের দেশে বাস করেন। এঁদের এখন যে দেশে বসবাস এঁরা সেই দেশের কোন বিখ্যাত পুণ্যবান্ লোকের দৌহিত্র সন্তান—এককালে তাঁদের অবস্থা খুব ভাল ছিল—বহু বহু লোককে তাঁরা অন্ন বস্ত্র, টাকাকড়ি, জমিজমা দান ক'রে গেছেন এখন আর কিছুই নাই। ইনি যতদূর সাধ্য সকলকে আপনার ভেবে আদর যত্ন করেন ও প্রাণখুলে কথাবার্ত্তা ব'লেন—ফলে সকলেই এঁকে খুব ভালবাসে। এঁর অন্তর অতিশয় কোমল সেই জন্য কড়া শাসনের ভিতর থাক্‌তে চান্ না বা অন্য লোককেও কড়া শাসনের ভিতর রাখতে চান্ না। বাল্যকাল থেকেই ভাল ভাল লোকের ছেলেপিলে—যাঁরা তাঁদের বাপ মায়ের খুব আদরের ও কোনরকম শাসনের মধ্যে থাকেন না—এঁর সঙ্গী জুটে থাকেন—ফলে গান বাজনা, খেলা, আমোদ আহ্লাদ এই সব নিয়েই সময় কাটান—পড়াশুনার সুবিধা ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বেশী লেখাপড়া শিখ্‌তে

পারেন না। এঁর গলার আওয়াজ বেশ মিষ্ট—ইনি গান করতে খুব ভাল পারলেও—নিজেকে শাসনের মধ্যে রাখ্‌তে পারেন না ব'লে—তাল বাঁচিয়ে চ'ল্‌তে পারবেন না—আর সেইজন্য বেশ বড় গায়ক ব'লে নাম কিন্‌তে পারেন না এবং হিসাব ক'রে খরচ পত্রও ক'রতে পারেন না।

এই জাতকের মাতৃ পিতৃ উভয় কুলেরই যথেষ্ট খাতির সম্মান থাকে। এঁর বাসস্থান বেশ সদর জায়গায় নয়—গ্রামের মাঝখানে বা একপাশে ছোট গলির ভিতরে, যেখানে বরাবর সদর রাস্তা ধ'রে যাওয়া যায় না। এঁর বাড়ীঘর ছোট খাটোর মধ্যে বেশ ভাল—সব চেয়ে ভিতরে যে ঘরটী ইনি সেই ঘরেই থাকেন। অন্যান্য বড় বড় লোকের বাড়ীঘর বা যায়গা এঁর বাড়ীর কাছে থাকায় নিজের বাড়ীঘর পরিসরে বাড়াতে পারেন না। টাকাকড়ি যথেষ্ট থাকায় ব'সে ব'সে খান এবং বড়লোক, চিকিৎসক, উকিল, শিক্ষা বিভাগে কাজ করেন এমন সব লোক এঁর প্রতিবাসী। এঁর বাড়ী রাস্তার মোড়ের মাথায়—বাড়ীর সামনে ও পাশে রাস্তা থাকে। এঁর বাড়ীর কাছেই Urinal, Lavatory প্রভৃতি এমন দুর্গন্ধময় একটী যায়গা থাকে যার জন্যে সময়ে সময়ে অসুবিধা ভোগ করতে হয়।

শূদ্রপ্রধান দেশে—জমিজমা, বিষয় সম্পত্তি আছে, গান বাজনার চর্চ্চা নিয়ে থাকেন, টাকাকড়ি বিষয়সম্পত্তির আয় ব্যয়ের হিসাব রাখেন কিম্বা Cash Departmentএ চাকরী করেন এমন লোকের বাড়ীতে এই জাতকের বিবাহ হ'য়ে থাকে। অল্প-বয়স থেকেই এঁর স্ত্রীকে সংসারের ভার নিয়ে চ'লতে হয়—তিনি

বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং গুছিয়ে চ'ল্‌তে পারেন। তিনি পরিশ্রম ও সেবা যত্ন করতে খুব ভাল পারেন। লোকজন বা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যেরূপ সুন্দর ব্যবহার বা সুমিষ্ট কথা ব'লে আপ্যায়িত করতে যেমন তিনি পারেন—তেমন তিনি কেহ যদি তাঁর সঙ্গে অভদ্রলোকের মত কথাবার্ত্তা বলে বা ব্যবহার করে তবে মিষ্টি মিষ্টি ক'রে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিতেও পারেন। তিনি শিল্পকাজও কিছু কিছু জানেন। তাঁর স্বাস্থ্য বড় ভাল হয় না—সর্ব্বদাই তাঁকে আপন ভাবে থাকতে দেওয়া উচিত—দেশ বিদেশ বেড়াতে যাওয়া বা তীর্থাদি ভ্রমণ করতে যাওয়া তাঁর একেবারেই উচিত নয়। এই জাতকের সন্তানস্থান ভাল নয়—তারা বেশ ভাল ভাবে সাধারণের সঙ্গে মিশ্‌তে পারে না এবং জীবনে তেমন উন্নতি ক'রতেও পারে না।

টাকাকড়ি বা জিনিষ পত্রের হিসাব যেখানে রাখা হয়—সাধারণে যে সব যায়গার প্রবেশ ক'রতে পারে না এমন যায়গায় এই জাতক চাকরী বা কাজকর্ম্ম করেন—যেমন Finance Deptt, Revenue Deptt, জমিদারী বিভাগ ডাক্তারখানা, Loan Office, Currency Post Office, Rail, Steamer, Train ইত্যাদির Audit Officeএ, Bank, Insurance Office, Record Office, Treasury প্রভৃতি যায়গায়, Account Sectionএ টাকাকড়ির হিসাবপত্র যে সব যায়গায় রাখা হয় Store, Stamp ও Stationery Office ইত্যাদি। গহনার দোকানে কিম্বা সুদে টাকাধার দেওয়া কাজ ক'রে ইনি অর্থ উপার্জ্জন করেন। এই জাতকের পক্ষে যোগ যাগ

প্রাণায়াম ইত্যাদি করা অপেক্ষা ভক্তিপথ ধ'রে নির্জ্জনে ব'সে জপ করাই উচিত। ইনি ঠাকুর দেবতায় যত ভক্তি বিশ্বাস ক'রতে পারেন ততই এঁর ভাল হয়।

এই জাতকের ২৯ বৎসর বয়স অবধি সংসারের ভাবনা ভাব্‌তে না হ'লেও—সুখভোগ ঠিক হয় না। ৪॥০ বৎসরের মধ্যে স্বাস্থ্য ভাল থাকে না—অসুখ বিসুখ লেগেই থাকে। তার-পর থেকে ১৭॥০ বৎসর বয়স অবধি বাড়ীঘর নষ্ট হয়, মধ্যে মধ্যে পরের বাড়ীতে থাক্‌তে হয়—নানাস্থানে ভ্রমণ হ'য়ে থাকে। ১৭॥০ বৎসর বয়সের পর কিছু কিছু রোজগার হ'তে থাকে—বাড়ী-ঘর সারান ও জিনিসপত্র কেনা হয় আর এইভাবে ২৯ বৎসর বয়স অবধি সামান্য আয়েই চালাতে হয়। ৩০ থেকে ৩৫ বৎসর বয়সের মধ্যে নানাপ্রকার বিবাদ বিসংবাদ হ'লেও অর্থোপার্জ্জনের অসুবিধা হয় না। অতিরিক্ত খরচপত্র হওয়ার জন্য কিছু দেনা হ'য়ে থাকে। ৩৬ থেকে ৪৫ অবধি খারাপ সময় অসুখ বিসুখ ঝগড়া বিবাদ হ'য়ে থাকে—বন্ধুবিচ্ছেদ, তীর্থভ্রমণ এবং ঋণ বৃদ্ধি হ'য়ে থাকে। তারপর থেকে ৫৬ বৎসর বয়স অবধি সুখে কাটান—মান ও যশঃবৃদ্ধি হয়। ৫০ বৎসর বয়সে কোন বন্ধুর মৃত্যু হ'য়ে থাকে। ৫৬ বৎসর বয়সের পর সংসারের কাজকর্ম্ম নিয়ে অত্যন্ত খাটুতে হয়। ৬০ বৎসরের পর থেকে শরীরে বাত প্রভৃতি রোগ আশ্রয় করে—ছোট ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ ভাবনায় কাতর করে। ৬২ বৎসর থেকে অর্থের অভাব হয় সঞ্চিত অর্থের বিনাশ হ'তে থাকে, কষ্ট পান—জ্বালাতন বোধ দেনাপত্রে জড়িয়ে পড়েন—শরীরও

খারাপ হয়– যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পান—জ্বালাতন বোধ করেন— তার পর শ্রীভগবানই জানেন।

১৫ই বৈশাখ—(প্রভুত্বভাবাপন্ন যুবক ও বালক)—এই তারিখটির অধিপতি—**বুধ** গ্রহ।

প্রভুত্বভাবাপন্ন যুবক একটি বালককে সঙ্গে নিয়ে পথ চ'লছেন দেখে তা থেকে বোঝায় যে এই জাতক বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হ'লেও এঁর অন্তর বালকের ন্যায় সরল। ইনি ইতর, ভদ্র, ছোট, বড়, সকলের সঙ্গেই আপনার লোকের মত ব্যবহার করে থাকেন। ইনি নিজেকে কখন বড় ব'লে দেখ্‌তে পারেন না সেই জন্যে প্রত্যেক বিষয়ই জানবার ও বোঝবার জন্যে ভাল মন্দ নানা রকম বই প'ড়ে থাকেন। এঁর স্মরণশক্তি খুব বেশী—সেই জন্যে যা পড়েন বা শুনেন্ তা বেশ মনে রাখতে পারেন। ইনি ভাল ভাল প্রাচীন গল্পগুজব, বড় বড় লোকের বা সাধু সজ্জনের জীবনী, নানা দেশের ইতিহাস, আইন ইত্যাদি জেনে রাখেন আর সুবিধা-মত অন্যান্য লোকের কাছে ঐ সব প্রসঙ্গের কথা বলেন কিম্বা ছাপাখানার সাহায্যে ঐ গুলি প্রবন্ধাকারে মাসিক পত্রিকায় বা সাধারণ সংবাদ পত্রে প্রকাশ ক'রে থাকেন। ইনি সাধারণের জ্ঞানলাভের সুবিধার জন্য ভাল ভাল পুস্তকাদিও রচনা করেন। এঁর ভাষার উপর খুব দখল থাকে

ইনি লেখাপড়া চর্চ্চার ভালবাসেন। ইনি অত্যন্ত ভ্রমণপ্রিয় এবং বহুদেশ ভ্রমণ করেন। ইনি অন্যের কাজ ক'রে দেন এবং সেই সঙ্গে নিজের কাজও ক'রে নিতে চান। অনেক লোকের কাজ-কর্ম্ম ক'রে দিতে হয় ব'লে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাক্‌তে চাহিলেও এঁর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা হয় না—আর সেই জন্যে যে সব জিনিস দেখ্‌তে ভাল হলেও শীঘ্র খারাপ হ'য়ে যায় সে সব জিনিসপত্র ইনি পছন্দ করেন না—বেশী দাম দিয়ে ভাল জিনিস কিনতেই ইনি চান। ইনি সর্ব্বদাই নিজেকে ভালভাবে গ'ড়ে তুলতে চান আর সেই সঙ্গে অপরেও যাতে ভাল ভাবে গ'ড়ে উঠে সে চেষ্টা ক'রে থাকেন।

এই জাতকের মাতৃকুল বংশ মর্য্যাদায় বড়—তাঁদের জমি-জমা খাতিরসম্মান এককালে খুবই ছিল—ক্রমেই তাঁদের অবস্থা হীন হ'য়ে যাচ্ছে। পিতৃকুল তেমন বড় নয়—তাঁরা কি ক'রে অর্থ উপার্জ্জন করতে হয় তা জানেন না—তবে জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধি এবং সৎ স্বভাবের জন্যে বড় বড় লোকের কাছেও খাতির সম্মান পেয়ে থাকেন। এঁর অনেকগুলি ভাই ভগিনী থাকে—ইনিই কিন্তু তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এঁর মাতুলালয় বড় যায়গায়—পিতৃকুলের বসবাস তেমন বড় যায়গায় নয় বটে কিন্তু বিদ্বান্ ও পণ্ডিতের দেশে। বড় সহরের মধ্যে যে যায়গাটা একটু ছোট বা গ্রামের মধ্যে যে পাড়াটায় বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাস কম—ব্যবসাদার বেশী তেমন যায়গায় এঁর বাড়ীঘর হ'য়ে থাকে। ব্যবসাদার, আদালতে কাজ করেন এমন লোক, পরামাণিক এবং রাজসরকারে বা রেলের অফিসে কাজ করেন টাকা কড়ি কিছু

আছে—এমন সব লোক এঁর প্রতিবাসী। মাঝারি ধরণের রাস্তার উপর এবং দোমাথার কাছে এঁর বাড়ী। এই জাতকের পৈত্রিক ভিটায় বাসকরা প্রায় হয় না। বিদেশে এঁকে থাকতে হয়। বাড়ীতে এঁর শান্তি থাকে না—বাড়ী ভালও লাগেনা—বাড়ীর বাহিরে থাকলেই ইনি থাকেন ভাল।

প্রভুত্বভাবাপন্ন যুবকটী বালকের সঙ্গ করায় এই জাতক লেখা পড়ার ভিতর দিয়া নিজের জ্ঞান গরিমা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে থাকেন—বালকটীর বোঝবার স্থবিধার জন্যে ভাষার দিকেও দৃষ্টি রাখেন। এই জাতক বড় বড় গ্রন্থের - সাধারণে যাতে বুঝ্‌তে পারে,—এমন ভাবে অনুবাদ ক'রে থাকেন বা টীকা ইত্যাদি লিখে থাকেন।

ইনি রাজসরকারে অতি সম্মানের সহিত বেশ বড় চাকরী ক'রে থাকেন এবং যে বিভাগে কাজ করেন সেই বিভাগের বা অন্যান্য বিভাগের কাজকর্ম্ম বা আইন সম্বন্ধে পুস্তকাদি লিখে থাকেন। ইনি শিক্ষাবিভাগে চাকরী ক'রে বিদ্বান্ ছাত্রদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। বই, কাগজ, চশমা ইত্যাদির দোকানে বা ছাপাখানার চাকরী করেন কিংবা ঐ সব জিনিসের ব্যবসা করেন। বড় বড় Officeএর Establishment Sectionএ, Rail Office Station Master, Guard, Ticket Collector, Booking Clerk, Trains Clerk ইত্যাদি, Engineer, Overseer, Bill Clerk, নায়েব, গোমস্তা, Insurance Officeএর Agent, ব্যারিষ্টারী ওকালতী বা দালালী ক'রে থাকেন।

ব্যবসাপ্রধান যায়গা এবং বহু লেখাপড়া জানা লোকের বাস এমন দেশে—লেখাপড়া শিখে, আইন জেনে রাজসরকারে বা রাজারাজড়ার কাছে অতি সম্মানের সহিত চাকরী ক'রে থাকেন এমন লোকের বাড়ীতে ইনি বিবাহ করেন। লেখাপড়ায় সুনাম থাকার জন্যে খুব খাতিরের সহিত এঁর বিবাহ হয়। এই জাতকের স্ত্রী খুব বুদ্ধিমতী। তিনি লেখাপড়া এবং শিল্পকর্ম্ম বেশ ভাল জানেন। তাঁর প্রকৃতি অতি সরল—সকলকেই তিনি আপনার মনে ক'রে অন্তরের কথা ব'লে থাকেন এবং পয়সা টাকা কড়ি দিয়ে সাহায্য করেন—শেষে কিন্তু সেই সব লোকের কাছ থেকে নীচ ব্যবহার পেয়ে মনে কষ্ট পান এবং আত্মীয় স্বজনের কাছে বকুনি খান। তাঁর চাল চলন, কথাবার্ত্তা, খাওয়া পরা, লোক-জনের সঙ্গে ব্যবহার সমস্তই ছেলেমানুষের মত। তিনি দেখতে শুনতে এবং বেড়াতে খুব ভালবাসেন। তিনি বড় বেশী অন্যায় ভাবে খরচ পত্র করেন—তাঁর কাছে টাকা পয়সার কোন দামই নেই—হিসাব ক'রে চ'লতে শেখা তাঁর দরকার। এই জাতকের ছেলেপিলে বেশী হয় না এবং এঁর প্রথম সন্তান প্রায়ই বাঁচে না—তবে অন্য ছেলেগুলি লেখাপড়া শিখে মানুষ হ'য়ে থাকে। ইনি নিজের বিদ্যা বুদ্ধির সাহায্যে ধর্ম্ম কি তা বুঝ্‌তে চেষ্টা করেন—শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম আচরণ ক'রলেও চঞ্চল স্বভাবের জন্যে সে সবের মর্ম্ম বা তাৎপর্য্য বুঝ্‌তে পারেন না। মনীব ও গুরুজনের কথা শুনা এবং অন্যায় বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম না করাই এঁর ধর্ম্ম।

এই জাতকের ১৯ বৎসর বয়স অবধি খারাপ সময়—সাধারণ

স্বাস্থ্য ভাল থাকে না—বিদেশে ভ্রমণ, নানাস্থানে বাস, ধন সম্পত্তি ও বাড়ী ঘর নষ্ট হয়ে যায়—নানা প্রকারে কষ্ট ভোগ হ'য়ে থাকে—বাড়ীতে শান্তি থাকে না। ১৯ বৎসর বয়সের পর থেকে কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয় এবং একটু একটু করে ভাল হ'তে থাকে। লেখা পড়া শেখার সুবিধা হ'তে থাকে—পাঁচটা বড় বড় লোকের সঙ্গে জানাশুনাও হয়। ২৫ বৎসর বয়স অবধি শাসনের মধ্যে থাক্‌তে হয় এবং উপার্জ্জন তেমন বেশী হয়না বলে খুব হিসাবের উপর চল্‌তে হয়। তার পর থেকে কর্ম্মোপলক্ষে নানাদেশে ভ্রমণ এবং বহু লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়—খাতির সম্মান ও উপার্জ্জন বাড়ে। ৩০ থেকে ৩৫ বৎসর অবধি গৃহবিবাদ নিয়ে অশান্তি ভোগ হয়। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজনদের জন্যে টাকাকড়ি নষ্ট ক'রে ফেলে জগতের উপর ঘৃণা হ'য়ে যায়। ৩৬ বৎসর বা তার পর থেকেই এঁর ভাল সময় আরম্ভ হয়—বড় বড় বিদ্বান, পণ্ডিত এবং রাজ-কর্ম্মচারীর সঙ্গে জানাশুনা হ'তে থাকে অর্থোপার্জ্জন খাতির সম্মান বাড়ে, বাড়ী ঘর হয়—সুখে থাকেন। ৫০ বৎসর বয়সের পর থেকে সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ বৃদ্ধি হ'তে থাকে—ভগবানে ভক্তি বিশ্বাস বাড়ে —কাজ কর্ম্ম করতে ইচ্ছা করে না—সংসারের যাবতীয় কর্ম্মের ভার শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ ক'রে পরম সুখে ৬০ বৎসর বয়স অবধি কাটান—কোন কিছুরই জন্যে ভেবে কষ্ট পেতে হয় না। ৬১ বৎসর বয়স থেকে প্রায়ই সামান্য জ্বর জ্বালায় কষ্ট ভোগ হ'য়ে থাকে—তারপর সেই ইচ্ছাময়ই জানেন।

১৩ই বৈশাখ—(প্রভুত্বভাবাপন্ন যুবক ও মাতা)—এই তারিখটির অধিপতি চন্দ্র গ্রহ।

প্রভুত্বভাবাপন্ন যুবক মাতাকে সঙ্গে নিয়ে পথে চ'লেছেন দেখে বোঝায় যে এই জাতক কষ্টসহিষ্ণু পরিশ্রমী এবং কর্ত্তব্য-পরায়ণ—ইনি কোন কাজকেই কষ্টকর ও পরিশ্রমজনক হ'তে দিতে চান না। সহজে এবং অল্প পরিশ্রমে ভাল ভাবে কাজ করবার জন্যে ইনি প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক কাজটী যথাসময়ে এবং বেশ নিয়মের উপর ক'রে থাকেন—নিয়মের বাহিরে একটুও যেতে চান না। ইনি যাঁর সঙ্গে যতটা মেশা দরকার ঠিক ততটাই মিশে থাকেন—আদর যত্ন পেলেও নিজেকে ভুলে গিয়ে বেশী মাখামাখি করেন না। ইনি কাহারও মনে কোন রকমেই কষ্ট দিতে চান না। ইনি অত্যন্ত সংগ্রহশীল। মান অপমানের দিকে দৃষ্টি না ক'রে—কাজের লোক ব'লে যাঁদের খাতির আছে, তাঁদের কাছ থেকে ইনি বহু কষ্টে কাজকর্ম্ম শিখে থাকেন এবং পরে অন্যান্য লোককে শিখিয়ে কাজের লোক ক'রে দেন—সেইজন্যে সাধারণের কাছে ইনি যথেষ্ট খাতির সম্মান ও আদর যত্ন পান। ইনি বহু দেশ ভ্রমণ করেন এবং নিজের অবস্থার উন্নতিও করেন। কোন জিনিসই ইনি নষ্ট ক'রতে চান না। সামান্য কাগজ পত্রও যত্নের সহিত রেখে থাকেন—রক্ষা করাই এঁর কাজ। ইনি পরোপকারী এবং আশ্রিতবৎসল—দয়া মায়া স্নেহ মমতা এঁর শরীরে খুব বেশী—লোকের দুঃখ কষ্ট দেখলে ইনি সহ্য ক'রতে পারেন না। নিঃসম্পর্কীয় লোককেও ইনি টাকাকড়ি দিয়ে সাহায্য ক'রে

থাকেন। ইনি বেশ সভ্য ভব্য এবং সব সময়েই মানীর মান রেখে চলেন। সংসারের যে কাজটুকু না ক'রলে নয় সেই টুকুই ইনি কেবল ক'রে থাকেন—ঝগড়া, গণ্ডগোল, বিবাদ, বিসংবাদ ইত্যাদিকে ভারী ভয় করেন এবং ওসবের ভিতর থাকতে চান না। ইনি লেখাপড়ার চর্চ্চা খুব ভাল বাসেন—ভাল ভাল ধর্ম্ম-গ্রন্থ বা বড় বড় লোকের লেখা বই প'ড়ে থাকেন। এঁর জানবার ও শেখবার ইচ্ছা খুব বেশী—সেইজন্যে জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রেরও একটু আধটু চর্চ্চা করেন। কালক্রমে যে বংশ নষ্ট হ'য়ে যাবার মত হ'য়েছে—এই জাতক সেই রকম বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি টেকসহি জিনিসই পছন্দ করেন—সেইজন্যে কোন রকম ভোগবিলাস বা সাজসজ্জা আড়ম্বরের ভিতর যেতে চান না। এঁর কথাবার্ত্তা, চাল চলন, সমস্তই বেশ হিসাবের উপর—যা শেষ অবধি বজায় রাখতে পারবেন না ব'লে বোঝেন তা ইনি কিছুতেই করেন না—আর এর জন্যে প্রত্যেক কাজ করবার আগে বেশ ভেবে নেন—হঠাৎ কোন কাজ করেন না, এমন কি না ভেবে কোন কথার জবাবও দেন না।

এই জাতকের মাতৃকুলের গৌরব এককালে খুবই ছিল—তাঁদের জমিজমা, ধনসম্পত্তি, লোকের কাছে খাতির ছিল—গোষ্ঠিও বড় ছিল—কিন্তু সমস্তই নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। পিতৃকুল—বংশমর্য্যাদায় তেমন বড় না হলেও ধার্ম্মিক ও পণ্ডিতের বংশ ব'লে খাতির আছে; গ্রামের সকলেই তাঁদের সম্মান করেন। এই জাতক বাল্যকাল থেকে মাতৃস্থানীয়া কোন স্ত্রীলোকের নিকট আদর যত্ন পান। এঁর বাড়ী ঘর বেশ বড় ধরণের—অনেক-

খানি যায়গার উপর। ইঁদারা পুকুর, জলের কল বা নদী এর বাড়ীর কাছে থাকে। গুরু বা পুরোহিতের কাজ করেন এমন ব্রাহ্মণ, সঙ্গতিপন্ন কোন ব্রাহ্মণের পতিত বাড়ী, গয়লা, ময়রা বা খাবার জিনিসের ব্যবসা করে এমন ব্যবসাদার ও এক ঘর দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোকের বাড়ী এঁর বাড়ীর কাছে থাকে। গ্রামের মধ্যস্থলে বাজারের কাছে এঁর বাড়ী—সদর রাস্তা ধ'রে যাওয়া যায় না—ছোট রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। এঁর বাড়ীর উঠানে জবা ফুলের গাছ বা পেঁপে গাছ লাগান একেবারেই উচিত নয়। নারিকেল ও কলাগাছ থাকা ভাল।

প্রভুত্বভাবাপন্ন যুবকটী মাতাকে সঙ্গে নেওযায় বুঝায় যে যুবকটি মাতাকে ভালবাসেন। ইনি শান্তিপ্রিয় নিজের যা কিছু তা যত্নে এবং নিরাপদে রাখতে চান—আর মা তা খুব ভালই পারেন—কেন না মার কাজই ধ'রে রাখা—যার জন্যে যে পৃথিবী আমাদের ধারণ ক'রে আছেন তাঁকে ধরণী, ধরা বা মা—টী বলা হয়। এই জাতক যেখানে ধ'রে রাখবার জিনিস তৈয়ারী হয় বা ঐ রকম জিনিসপত্র সংগ্রহ ক'রে রাখা হয় এমন যায়গায় কাজকর্ম্ম বা চাকরী ক'রে থাকেন—যেমন Jute Mill, Paper Mill, Press, Police Deptt, Post Office, Bag, Iron Safe, Godown—বাক্স, শিশি, বোতল, হুঁকা, দড়িদড়া প্রভৃতির দোকানে বা Officeএ, Store, Stock Office, Tariff Board, Custom House, Record Keeperএর Office, Port Commissionerএর Office, Bank, Treasury, Currency, School College, জলের

বা পেট্রোলের Reservoir, Museum, Library, Zoo Garden, Jail, পাউণ্ড ইত্যাদি। অপরিচিত লোকের সঙ্গে মেলা মেশা করা কিম্বা অপরিচিত স্থানে একলা যাওয়া বা থাকা এঁর উচিত নয়। রক্তের সুবাদের লোক না পেলে নিজের দেশের বা পরিচিত লোকের সঙ্গে থাকা উচিত।

ব্রাহ্মণ প্রধান দেশে এবং এককালে যে দেশে খুব বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন অথচ এখন নেই এমন দেশে এঁর বিবাহ হয়। এঁর শ্বশুর বাড়ীর কাছে পুকুর ইত্যাদি জলের যায়গা থাকে। এঁর স্ত্রী বেশ শান্ত, ধীর এবং লজ্জাশীলা। ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁর মতি থাকে। আত্মসম্মান বোধ তাঁর খুব বেশী এবং তিনি বেশী পরিশ্রম ক'রতে পারেন না। তিনি গল্পগুজব ভাল বাসেন কিন্তু বেশী কথাবার্ত্তা বলেন না -কেহ তাঁর কথা না শুনলে তিনি ভারী চটে যান—রেগে গিয়ে যা তা ব'লতে থাকেন এবং একবার বোকতে আরম্ভ ক'রলে—চুপ করতে চান না, শান্ত হ'তে দেরী হয়। এই জাতকের পুত্র স্থান ভাল নহে। সন্তান হবার পর এঁর স্ত্রীর পীড়া হয়ে থাকে, স্বাস্থ্য খারাপ হ'য়ে যায়।

মোটামুটি হিসাবে ২৯ বৎসর বয়স অবধি এই জাতকের ভাল সময়—তবে ৪॥০ থেকে ১৭॥০ বৎসর অবধি নানা স্থানে ভ্রমণ ও আদর যত্ন করবার লোকের অভাবে খাওয়া পরার কষ্ট হয়—বিদেশে পরের বাড়ীতে থাকতে হয়। ৩০ থেকে ৩৫ অবধি ভারী খারাপ সময়—বাড়ীঘর নষ্ট হয়—বিষয় সম্পত্তি নিয়ে জ্ঞাতিদের সঙ্গে বিবাদ বিসংবাদ হওয়ায়,

অশান্তিভোগ হ'য়ে থাকে। আপনার লোকের কাছে নীচ ব্যবহার পাওয়ায় মনে দারুণ কষ্ট পান। কর্ম্মস্থলে কাজের লোক ব'লে সুনাম হ'লেও টাকাকড়ির দিক দিয়ে তেমন সুবিধা হয় না সংসার ভাল লাগে না। স্ত্রীর পীড়া ও নানা-স্থানে ভ্রমণের জন্যে খরচপত্রও বেশী হয়। তারপর থেকে ৫০ বৎসর বয়স অবধি বেশ সুখে কাটে। খাতির সম্মান ও অর্থলাভ হ'য়ে থাকে। ৫১ ও ৫২ বৎসরে ক্রমাগত পীড়া-ভোগ হয়। ৫৩ বৎসরে কর্ম্মস্থলের পরিবর্ত্তন হ'য়ে থাকে —চাকরী ছাড়া একেবারেই উচিত নহে। কর্ম্মের দ্বারাই মানুষ বড় হয়—কর্ম্মের জন্যেই জগতে ছোট বড় হ'চ্চে—বড় ছোট হ'চ্চে। ঐ বৎসরে দূরদেশে গমন ও সম্মানলাভ হয়। ৫৪ হইতে ৫৭ অবধি সুখ ঐশ্বর্য্যভোগ হ'লেও মনে শান্তি থাকে না—শরীর খারাপ হ'তে থাকে—অত্যধিক খরচপত্র হয়। ৫৮ বৎসরের পর থেকেই স্বাস্থ্য খারাপ হ'য়ে যায় -দেনাপত্রে জড়ীভূত হ'য়ে পড়েন—মনের শান্তি থাকে না। তারপর শ্রীভগবান্‌ই জানেন।

১৭ই বৈশাখ—(প্রভুত্বভাবাপন্ন যুবক ও পিতা)—
এই তারিখটির অধিপতি গ্রহরাজ—**রবি।**

প্রভুত্বভাবাপন্ন যুবক পিতাকে সঙ্গে নিয়ে পথে চ'লছেন দেখে তা থেকে বোঝায় যে এই জাতকের প্রকৃতি একটু

গম্ভীর এবং ইনি সাধারণ লোকের সঙ্গে বড় একটা মিশ্‌তে চান না। যে সমস্ত লোকের স্বভাব চরিত্র বেশ ভাল, খাতির প্রতিপত্তি আছে, বড় বা ভাল ধরণের কাজকর্ম্ম করেন, লেখা-পড়া জানেন, সভ্যভব্য, ভদ্রতা জানেন, সত্যবাদী তেজস্বী এবং অপরকে শাসনে রাখতে পারেন এমন লোকের সঙ্গই ইনি ক'রে থাকেন। ইনি নিজের মান সম্ভ্রম বজায় রাখবার জন্যে সব সময়েই নিয়মের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। ইনি প্রত্যেক কাজ খুব সতর্কতার উপর করেন। স্বাস্থ্য ভাল রাখবার জন্যে প্রত্যহ ভ্রমণ ক'রে থাকেন এবং খাওয়া দাওয়ার উপর বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখেন—বহু ভোজন করেন না এবং যা তাও খান না। শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা যতটা হ'তে পারে ততটা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাই ইনি পছন্দ করেন—কোন প্রকার ভোগ বিলাসিতার মধ্যে যান না। এঁর চাল চলন, কথাবার্ত্তা খরচপত্র সবই বেশ হিসাবের উপর। ইনি কাজের সময় কাজ করেন এবং সময় পেলে খেলা ধূলা ক'রে আনন্দও করেন। মহৎ বা বড় বড় লোকের সঙ্গে কখন ও কি ভাবে মিশ্‌তে হয়, কথাবার্ত্তা ব'লতে হয় ইনি তা জানেন—সেইজন্যে মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন না থাকলেও, তাঁদের সঙ্গে দেখা শুনা করেন, অযাচিত ভাবে তাঁদের কাজ কর্ম্ম যত্নের সহিত ক'রে দেন—ফলে তাঁদের কৃপা লাভে সমর্থ হন। এঁর দেখাশুনা করবার ক্ষমতা খুব বেশী—কোথায় কোন জিনিসটা অযত্নে প'ড়ে আছে, কে কোথায় কি ভাবে কাজকর্ম্ম ক'রচে, কে কি করে না করে, কোথায় কোন জিনিস সুবিধা দরে পাওয়া

যায় ইত্যাদি যাবতীয় খবরই ইনি রাখেন। যার তার কাজ এঁর পছন্দ হয় না—সেইজন্যে ঘরে বাহিরে ইনি পরিশ্রম ক'রে থাকেন এবং নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অপরকে খাটিয়ে নিজের রুচিমত ভাল ক'রে কাজ করিয়ে নেন। ভবিষ্যতে ভাল কাজ পাবার জন্যে—বাড়ীর লোককে বা যাঁদের সঙ্গে কাজ কর্ম্ম করেন তাঁদের শিক্ষা দিতে যান—ফলে কাজের লোক হ'য়েও জনপ্রিয় হ'তে পারেন না।

এই জাতকের মাতৃকুলই সম্মান গৌরবে বড়—তাঁদের জ্ঞাতিগোষ্ঠিও অনেক এবং সকলেই তাঁদের ভালবাসে ও খাতির করে। পিতৃবংশ—কুলমর্য্যাদায় তেমন বড় নহে—তবে জমিজমা ও টাকাকড়ি থাকায় এবং রাজসরকারে বা জমিদারের কাছে কাজকর্ম্ম করায় তাঁদেরও খাতির সম্মান থাকে। ইনি পিতামাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান—এঁর ছোট ভাই ভগ্নী অনেকগুলি থাকে। এই জাতকের সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ হয় বটে কিন্তু মনে শান্তি থাকে না। ইনি বিদেশে বিদেশেই থাকেন। বাড়ী এঁর ভাল লাগে না। বাড়ীর বাহিরে থাকলেই মনের সুখে থাকেন। ইনিবহু দেশ ভ্রমণ করেন। এঁর সংসারে স্ত্রীলোকের অভাব হয়ে থাকে। ইনি বাল্যকাল থেকে পিতৃ-স্থানীয় কোন পুরুষ আত্মীয়ের নিকট আদর যত্ন পান। এই জাতকের বাড়ীর ভিতরে কর্ত্তৃত্ব করতে যাওয়া একেবারেই উচিত নহে। স্ত্রীলোকের উপর সংসারের ভার সম্পুর্ণরূপে ছেড়ে দেওয়া উচিত।

প্রভুত্বভাবাপন্ন যুবক পিতার সঙ্গ করায় এই জাতক

বেশ বড় বা নামজাদা অফিসে Incharge হ'য়ে বা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন। কথা শুনে কাজ করবার মত লোক অধীনে থাকিলেও ভুলভ্রান্তির জন্যে এঁকেই কৈফিয়ৎ দিতে হয়। শাসন বিভাগে, Rail, Steamer, Tram ইত্যাদির Officeএ, ডাক বিভাগে, চিকিৎসা বিভাগে কিংবা বড় বড় রাজকর্ম্মচারী বা রাজার সহকারী হ'য়ে ইনি চাকরী করেন—কর্ম্মস্থলে খাতির সম্মানও যথেষ্ট থাকে। টাকাকড়ির হিসাব রাখা—চিঠি বা মাল পত্র এক যায়গায় থেকে অন্য যায়গায় পাঠান—অধীনস্থ লোকের কার কখন ছুটীর বা বদলীর দরকার, পয়সার দরকার এই সব ধরণের কাজ এঁকে করতে হয়।

ইনি বড় লোক, জমিদার, চিকিৎসক কিংবা বড় রাজকর্ম্ম-চারীর বাড়ীতে এবং বেশ বড় নামজাদা যায়গায় বিবাহ করেন। এঁর শ্বশুর বাড়ীর সকলেই বিদেশে থাকেন—দেশের বাড়ী ঘর তাঁদের প্রায় খালিই প'ড়ে থাকে, মধ্যে মধ্যে কখন কখন তাঁরা দেশের বাড়ীতে আসা যাওয়া করেন মাত্র। এঁর স্ত্রী খুব বুদ্ধিমতী—তেজস্বিনী—তিনি কাহারও কর্ত্তৃত্ব করা সহ্য করতে পারেন না। লোকজনের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার খাসা—লোকজনকে দিতে থুতে ভালবাসেন। আত্ম-সম্মান বোধ তাঁর খুব বেশী এবং তিনি দেশ বিদেশে বেড়াতে ভালবাসেন। তিনি মিথ্যাকথা বলা বা কোন রকম বাচালতা দেখান ভাল বাসেন না। এই জাতকের সন্তান স্থান ভাল। ছেলেগুলি লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়। প্রত্যেক বার সন্তান হওয়ার পর এঁর স্ত্রী পেটের পীড়ায় ও রক্তঘটিত পীড়ায়

কষ্ট পান—ছেলেদের স্বাস্থ্য ১৯ বৎসর বয়স অবধি খারাপ থাকে। প্রথম পুত্র এঁর বাঁচে না। সংসারের কাজকর্ম্ম নিয়েই এঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়—ধর্ম্ম কর্ম্ম করবার অবসর এঁর হয় না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধর্ম্ম আচরণের ফলে কিছু পাওয়া যায় না ব'লে ইনি ও বিষয়ে মাথা ঘামান না। অপরকে ধর্ম্ম আচরণ ক'রতে দেখ্‌লে—সেখানে গোঁড়ামী কতখানি সেইটাই দেখেন।

মোটামুটি হিসাবে ২৯ বৎসর বয়স অবধি এঁর ভাল সময় তবে ৪॥০ থেকে ১৪॥০ বৎসর বয়স অবধি—খারাপ সময়—বাড়ী, ঘর বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হয়—বিদেশে বাস করতে হয়। এঁর লেখা পড়া হ'য়ে থাকে, তবে মধ্যে মধ্যে অসুখ বিসুখ এবং পাঁচ যায়গায় যাতায়াত ও ঘোরাফেরা করতে হয় ব'লে অসুবিধা ভোগ করেন। ১৯ বৎসরের পর কর্ম্মলাভ হয়। ৩০ থেকে ৪০ অবধি নানা দেশ ভ্রমণ, গৃহে অশান্তি ভোগ, বিবাদ বিসংবাদ, জ্ঞাতি পীড়া—আত্মীয়স্বজন বিয়োগ হ'য়ে থাকে। তার পর থেকে ৪৭॥০ বৎসর অবধি কর্ম্মস্থলে বিশেষভাবে উন্নতি হয়—আয় বাড়ে—খাতির সম্মান বাড়ে। ৪৮ থেকে সংসারে অশান্তি দেখা দেয়—অত্যন্ত খরচ পত্র হ'তে থাকে—কর্ম্মস্থলে শত্রুতা ভোগ করেন। ৫৫ বৎসর বয়স অবধি কাজ করেন—শেষে তেমন সম্মান থাকে না এবং সকলকে বশেও রাখ্‌তে পারেন না। তার পর থেকে বাড়ী ঘর ক'রে, জমিজমা কিনে অর্থ ব্যয় করে থাকেন। ৫২ বৎসর বয়সের পর থেকেই এঁর শরীর খারাপ হ'তে থাকে—

যা খান হজম হয় না। অত্যধিক অর্থক্ষয়ও হ'তে থাকে। ছোট ছেলেদের ভবিষ্যৎ ভেবে আকুল হ'য়ে উঠেন - ৬০ বৎসরের পর জ্ঞাতিদের সঙ্গে বিবাদ বিসংবাদ হয়—অর্থের অভাবও যথেষ্ট হয় - কোন দিকেই সুবিধা করতে পারেন না—বাড়ীতেও খাতির যত্ন সেবা পান না—যাদের শাসনে রাখ্‌তেন তারাই এঁকে শাসনে রাখ্‌তে চায় দেখে—শরীর ও মন যথেষ্ট খারাপ হ'য়ে যায়—মাথার যন্ত্রণা ও পেটের পীড়ায় কষ্ট পান। তারপর—পরমেশ্বর জানেন।

১৮ই বৈশাখ—(প্রভুত্বভাবাপন্ন যুবক ও বালিকা)—এই তারিখটির অধিপতি **বুধ** গ্রহ।

প্রভুত্বভাবাপন্ন যুবক একটি বালিকাকে সঙ্গে নিয়ে পথে চ'লছেন দেখে—তা থেকে বোঝায় যে এই জাতক অলঙ্কার ও বেশভূষা প্রিয়। ইনি খুব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাক্‌তে চান্—নিত্য নূতন নূতন জামা কাপড় পরা এঁর বাতিক। ইনি কোন রকম শারীরিক পরিশ্রম করতে চান না—গল্প গুজব, আমোদ আহ্লাদ খুব ভাল বাসেন কিন্তু তাও বেশীক্ষণ ক'রতে হ'লে এঁর কষ্ট হয়। এঁর কথাবার্ত্তা, লোকজনের সঙ্গে ব্যবহার খাসা—সেইজন্যে সকলেই এঁকে আদর যত্ন করে ও ভালবাসে। এঁর অন্তরও অতি সরল—মনে কোন

রকম প্যাঁচ বা গোলমাল থাকে না—পরকেও আপনার মনে ক'রে প্রাণের কথা ব'লে থাকেন। ইনি ধীর, নম্র, বিনয়ী কিন্তু অভিমান ও আত্মসম্ভ্রম বোধ এঁর খুব বেশী। ইনি সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চল্‌তে চান ব'লে কেহ অন্যায় আচরণ করলেও কোন রকম প্রতিবাদ ক'রতে চান না। যিনি এঁকে ভালবাসেন আদর যত্ন করেন ইনি তাঁরই হ'য়ে যান—পরের ভাল ক'রে দেন কিন্তু আপনার লোক এঁকে যদি কোন রকমে তিরস্কার করেন বা এঁর কাজের প্রতিবাদ করেন তবে ইনি আর তাঁর কাছে যেতেও চান না বা তাঁর খবরা-খবরও রাখেন না। এই জাতক ভারী বুদ্ধিমান—সমস্তই বুঝ্‌তে পারেন সহজে সকল জিনিস নকলও ক'রতে পারেন তাই যা দেখেন তা শিখে ফেলেন কিন্তু অন্তরটি খুব কোমল ব'লে বাহিরে নিজের বিদ্যা বুদ্ধি গুণপনা দেখিয়ে সুখ্যাতি অর্জ্জন ক'রলেও টাকাকড়ি তেমন রোজগার ক'রতে পারেন না। ইনি মনের মত দুটী একটী বন্ধুর সহিতই মেলামেশা করেন। এঁর চক্ষু লজ্জা খুব বেশী—সেই জন্যে বাড়ীতে বা জানাশুনা আপনার লোকের কাছে খুব বিক্রম প্রতাপ দেখিয়ে থাকেন—বাড়ির বাহিরে বা অচেনা যায়গায় মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। ইনি অনেক বিষয়ের বই পড়েন সেই জন্যে জানাশুনা এঁর অনেক কিছু থাকে।

এই জাতকের মাতৃবংশ কুলগৌরবে যেমন বড়, পিতৃবংশ তেমন নহে। মাতুলালয় বেশ বড় যায়গায়—পিতার বসবাস ছোট যায়গায় তবে পণ্ডিতের দেশে। এঁর মাতাপিতার ম্যধে

মায়ের শরীর শীঘ্রই খারাপ হ'য়ে যায় পিতার বৃদ্ধ বয়সেও বেশ শক্তি সামর্থ থাকে। এই জাতকের মাতৃস্থান ভাল নহে—এঁর জন্মের পর থেকেই মাতুল বংশের অবস্থা হীন হ'তে থাকে। এই জাতকের বাড়ীঘর ছোটখাটর উপর বেশ ভাল—সদর রাস্তার উপর মোড়ের মাথার কাছে। জমীদারী সেরেস্তায় কাজ করেন, ব্যবসা করেন, টেলিগ্রাফ অফিসে বা শিক্ষাবিভাগে কাজ করেন, এমন সব লোক এবং পুরোহিতের কাজ করেন বা শিষ্যসেবক আছে এমন ব্রাহ্মণ এঁর প্রতিবাসী। যে সব গাছ খুব বড় হয় অথচ তার ফল ছোট—যেমন নিম, হরীতকী, বট, অশ্বত্থ, আমলকী গাছ—এঁর বাড়ীর কাছে থাকে।

শূদ্র প্রধান যায়গায়—এবং বড় ব্যবসাদারের কাছে বা বড় Merchant Officeএ কাজ করেন এমন লোকের বাড়ীতে ইনি বিবাহ করেন। এই জাতকের স্ত্রী বেশ ঠাণ্ডা ধীর প্রকৃতির হ'লেও কাহারও প্রভুত্ব করা সহ্য ক'রতে পারেন না। তিনি সেবা যত্ন করতে পারলেও যে তাঁকে আদর যত্ন বেশী করে তারই তিনি সেবা যত্ন করেন। তিনি নিজের ইচ্ছামত চ'লতে চান—তাঁর শক্তি সামর্থ থাকলেও তিনি আরাম প্রিয় এবং গল্প গুজবই ভালবাসেন। তিনি বেশী খাটতে চান না কিন্তু অল্প বয়স থেকেই তাঁকে সংসারের ভার নিয়ে চ'লতে হয়। তাঁকে কোন প্রকারে অবজ্ঞা ক'রলে তিনি তা সহ্য ক'রতে পারেন না—ভারী রেগে যান - সে বাড়ীতে আর থাক্‌তে চান না। ঠাণ্ডা মাথায় বেশ মিষ্টি

কথা ব'লে তাঁর কাছে কাজ নিতে হয়। এই জাতকের সন্তান স্থান ভাল হয় না—তারা ছোটখাট চাকরী ক'রে বা ব্যবসা ক'রে জীবিকানির্ব্বাহ করে।

প্রভুত্বভাবাপন্ন যুবক বালিকার সঙ্গ করায় এই জাতক যে সব যায়গায় অন্যান্য লোকের কাজ করার পর তাদের কাজ কর্ম্মের হিসাব বা তা'রা যে সব কাগজ পত্র বই ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে সেগুলিকে যথাস্থানে গুছিয়ে তুলে রাখা হয় এমন সব অফিসে কাজ করেন—যেমন Audit Office, Bank, Insurance Office, সংবাদ পত্রের Office, ছাপাখানা, জমিদারী সেরেস্তা ইত্যাদি, Type করা, Ledger প্রভৃতিতে Entry করা বা Check ক'রে তুলে রাখা, Note করা এই সব কাজ যেখানে হয়, Accountant Generalএর Office, Library, Stationary Office বা জামা, কাপড় ইত্যাদির দোকান।

মোটামুটি হিসাবে ১৯ বৎসর বয়স অবধি এঁর খারাপ সময়। ছেলেবেলায় মরণাপন্ন রোগে কষ্ট পান। ৪॥০ থেকে ১৪॥০ বৎসর বয়স অবধি—অসুখ বিসুখ লেগেই থাকে তার উপর বিদেশে পরের বাড়ীতে থাকতে হয়—পিতার কর্ম্মস্থলে গোলমাল হয়—অর্থের অভাব হয়—নানা স্থানে থাকতে হয় ব'লে লেখাপড়া খুব অসুবিধার মধ্যে থেকে ক'রতে হয়। ১৯ বৎসর বয়সের পর থেকে একটু একটু ক'রে ভাল হ'তে থাকে। বড় ভায়ের চাকরী হয়, নিজের চাকরী হয়, দুঃখ কষ্ট একটু কমে। ২৫ বৎসরের পর থেকে চাকরীর যায়গায়

ভাল হয় বটে কিন্তু বাড়ীতে শান্তি থাকে না। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের নীচ ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্থ হন, ঝগড়া বিবাদ নিয়ে দারুণ অশান্তি ভোগ করেন। শরীরও ভাল থাকে না—সর্ব্বদাই মনে হয় যে "আমি কি, পাগল হয়ে যাব"—নানাস্থানে ভ্রমণ করাও হয়। ৩৫ বৎসর বয়স থেকে ঐ ভাব ক'মতে থাকে—আধ্যাত্মিক ভাব প্রাণে জাগতে থাকে—মেলা মেশা কমে যায়—কর্ম্মস্থলে উন্নতি হয়। বাড়ীঘর ভাল লাগে না বিদেশে বাস হয়। ৪৫ বৎসর থেকে ৫৫ বৎসরে কঠিন পীড়া হ'য়ে থাকে। ৫৬ বৎসরে নানাস্থানে ভ্রমণ ও ঘোরাঘুরি ক'রে টাকা পয়সা নষ্ট হয়। ৫৭ বৎসর বয়সে বড় হবার ইচ্ছা প্রবল হয়—জমি জমা কিনে বা ব্যবসা ক'রতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হন—মনে দারুণ কষ্ট পান—সকলকেই ঘৃণার চক্ষে দেখেন—শরীরও খারাপ হ'য়ে যায়—তারপর জগদীশ্বরই জানেন।

১৯শে বৈশাখ—(প্রভুত্বভাবাপন্ন যুবক ও জামাতা)—এই তারিখটির অধিপতি দানবগুরু শুক্রাচার্য্য।

প্রভুত্বভাবাপন্ন যুবক জামাতাকে সঙ্গে নিয়ে জীবন-পথে চ'লেছেন দেখে, বোঝায় যে এই জাতক বেশ সভ্য ভব্য, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, সৌন্দর্য্যপ্রিয় এবং এঁর বেশ ভূষা চাল

চলন, কথাবার্ত্তা লোকজনের সঙ্গে ব্যবহার খাসা। ইনি বেশ বুদ্ধিমান্—সকল বিষয়েই বিলক্ষণ হিসাব ক'রে চলেন —রাগ অভিমান থাক্‌লেও অন্তরের সে ভাবগুলিকে চেপে রেখে চলবার ক্ষমতা এঁর খুব বেশী। যে যে রকম লোক ইনি তার সেইরকম খাতির রেখে চলেন ফলে—ইতর ভদ্র, ছোট বড় সকলের কাছেই খাতির ও ভালবাসা পেয়ে থাকেন। ইনি সহজে কা'র মনে কোন রকম কষ্ট দিতে চান না—লোক জনকে খাওয়াতে পরাতে—দিতে থুতে খুব ভালবাসেন। মান সম্ভ্রমের দিকে এঁর নজর বেশী সেইজন্যে টাকাকড়ির ব্যাপার নিয়ে বাহিরের লোকের সঙ্গে কোন রকম গণ্ডগোল যাতে না হয় সে বিষয়েও খুব দৃষ্টি রাখেন। ইনি এঁর মাতাপিতার অধিক বয়সের সন্তান সেইজন্যে ইনি তাঁদের খুব আদরের ছেলে। ইনি অল্প কথা বলেন এবং সকল অবস্থাতেই বেশ মনের ধীর ভাব রক্ষা ক'রে চলেন। ইনি যখনই যে কাজ করেন তা বেশ যত্ন, শ্রদ্ধা ও সতর্কতার সহিত ক'রে থাকেন—কেহ কোন রকম ভুল বা ত্রুটি ধ'রতে যাতে না পারে সে বিষয়ে এঁর বিলক্ষণ দৃষ্টি থাকে। এঁর স্মরণশক্তি খুব বেশী সেইজন্যে লেখাপড়া এঁর হয়ে থাকে। ইনি ভাল ভাল লোকের কাছে ব'সে সৎ প্রসঙ্গের চর্চ্চা বা গল্প ক'রতে খুব ভাল বাসেন। বাড়াতে এঁর শান্তি থাকে না—বাড়ী এঁর ভালও লাগে না—বাড়ীর বাহিরে থাকলেই ইনি থাকেন ভাল। ইনি গান বাজনার চর্চ্চা বা থিয়েটার ইত্যাদিতে অভিনয় ক'রতে ভারী ভাল বাসেন। এখন যে দেশে এঁর বসবাস

এটা এঁর পিতার কর্ম্মস্থল কিম্বা এঁর মাতামহের দেশ। এই জাতক বাল্যকাল থেকে পিতৃস্থানীয় কোন পুরুষ আত্মীয়ের কাছে আদর যত্ন পেয়ে থাকেন।

এই জাতকের মাতৃকুল বংশমর্য্যাদায় খুব বড়—এককালে তাঁদের জমিজমা টাকাকড়ি খাতির প্রতিপত্তি খুবই ছিল—জ্ঞাতিগোষ্ঠীও অনেক ছিল—ক্রমেই সব নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। পিতৃকুল—বংশমর্য্যাদায় তেমন বড় না হ'লেও তাঁরা লেখাপড়া জানেন এবং ভাল ভাল কাজকর্ম্ম করেন ব'লে তাঁদের খাতির আছে। এই জাতকের বাড়ীর কাছে খানিকটা ফাঁকা যায়গা—কোন রাজা বা বড়লোকের ঠাকুরবাড়ী বা নাট-মন্দির থাকে। পুরোহিত ব্রাহ্মণ, চিকিৎসক, বড় ব্যবসাদার, উকিল, জমিদার এবং রাজসরকারে চাকরী করেন এমন সব লোক এঁর প্রতিবাসী। অত্যন্ত নীচ বা দুর্দান্ত প্রকৃতির এবং নিম্নশ্রেণীর লোক এঁর বাড়ীর কাছে থাকে। সদর রাস্তার উপর এঁর বাড়ী।

ব্যবসা প্রধান দেশে—জমিজমা আছে, লেখাপড়া জানা, চিকিৎসক, উকিল কিম্বা রাজসরকারে বড় চাকরী করেন—খাতির সম্মান যথেষ্ট আছে—এমন লোকের বাড়ীতে ইনি বিবাহ করেন। এঁর স্ত্রী খুব বুদ্ধিমতি—সকল বিষয়েই তিনি বেশ হিসাব ক'রে চলেন। কথাবার্ত্তা এবং লোকজনের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার খাসা হ'লেও তিনি কা'র কর্ত্তৃত্ব করা সহ্য ক'রতে পারেন না—ভদ্রতার খাতিরে চুপ ক'রে থাকেন বটে—মনে মনে কিন্তু ভারী রেগে যান। তিনি কোন রকম অপরিস্কার জিনিস দেখ্‌তে বা খেতে পা'রতে পারেন না—তিনি লেখাপড়া ও শিল্প

কাজ খুব ভাল জানেন তাঁর অভিমান খুব বেশী সামান্য কারণেই মনে কষ্ট বোধ করেন। তিনি অসুখ বিসুখে প্রায়ই ভোগেন তাই তেমন খাটতে খুটতে পারেন না তবে দেখা শুনার কাজ খুব ভাল পারেন। তিনি বেড়াতে ভালবাসেন এবং অনেক দেশ বেড়িয়েও থাকেন—তাঁর স্বাস্থ্য ভাল রাখ্তে হ'লে তাঁকে একটু আধটু বেড়াতে ও আপন ভাবে থাকতে দেওয়া উচিত। এই জাতকের সন্তান-স্থান ভাল নহে—তাদের স্বাস্থ্য ভাল হয় না—লেখাপড়া শিখেও তারা জগতে সুবিধা ক'রতে পারে না।

প্রভুত্বভাবাপন্ন যুবক জামাতার সঙ্গ করায় এই জাতক—যে সব বিভাগে উপরের আদেশ অনুসারে কাজকর্ম্ম করা হয়, কিম্বা দেশ বিদেশে লোকজন, চিঠি পত্র, খবরাখবর বা মাল ইত্যাদি আসতে যেতে দেওয়া হয় এমন যায়গায় বেশ সম্মানের সহিত চাকরী ক'রে থাকেন—যেমন Post Office, Telegraph বা Te'ephone Office, রেল, Tram, Bus, Steamer প্রভৃতির Office, Attorneyর Office Port Commissioner's Office, Contractorএর Office, Police Office, Exchange Office, Custom House, Municipal Office, গুরু বা পুরোহিতের কাজ ইত্যাদি। এই জাতকের খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে বেশ হিসাব ক'রে চলা দরকার—ইনি বদহজম ও অম্বলের পীড়ায় প্রায়ই ভুগবেন। ইনি ধর্ম্মগ্রন্থাদি পড়তে ভাল বাসেন এবং তার প্রত্যেক বিষয়ই ধীরভাবে যুক্তি তর্ক দ্বারা বিচার ক'রে

বুঝতে চান। অন্ধ বিশ্বাসের উপর ইনি ধর্ম্ম আচরণ ক'রতে চান না এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে যার তার মতও ইনি মানেন না।

মোটামুটি হিসাবে এই জাতকের আজীবন বেশ আদর যত্ন খাতিরের সহিতই কাটে—তবে বাল্যকালে ১৪॥০ বৎসর বয়স অবধি প্রায়ই অসুখ বিসুখ হ'য়ে থাকে—লেখাপড়া শেখার সুবিধা হয় না। তার পর থেকে স্বাস্থ্য ভাল হয়, লেখাপড়া হ'তে থাকে। ২২ বৎসর থেকে কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয় এবং ধীরে ধীরে কর্ম্মস্থলে উন্নতি হ'তে থাকে। ৩৫ বৎসর বয়স অবধি কর্ম্মস্থলে কাজের লোক ব'লে নাম হয়—আর্থিক উন্নতি তেমন হয় না। ২৭॥০ থেকে ৩৫ বৎসর বয়স অবধি ভারী খারাপ সময়—নিজের কঠিন পীড়া হ'য়ে থাকে—জ্ঞাতিদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ নিয়ে দারুণ অশান্তি ভোগ হয় -টাকাকড়ি বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হয়। দেনা পত্রে জড়ীভূত হ'তে হয়। খুব সাবধানে চলা দরকার। ৩৬ থেকে ৪৫ অবধি—দায়িত্ব নিয়ে কাজ ক'রতে হয়—কর্ম্মস্থলে সুনাম হয়—খাতির বাড়ে পদের উন্নতি ও অর্থলাভ হ'য়ে থাকে। ৪৬ বৎসর বয়স থেকে কর্ম্মস্থলে আরও খাতির সম্মান বাড়ে অর্থোপার্জ্জনও যথেষ্ট হয়। ৫০ বৎসরের পর থেকে কর্ম্মস্থলে কিছু কিছু ক'রে খারাপ হ'তে থাকে—পরিশ্রম করবার ইচ্ছা ক'মে যায় স্ত্রীর শরীর খারাপ হয়। ৫৫ থেকে ৬০ বৎসরের মধ্যে কর্ম্মস্থলে পরিবর্ত্তন হয়। অত্যধিক নীচ ব্যবহার পেতে থাকেন —কাজ ক'রতে ভাল লাগে না। ৫০ থেকে ৬০ বৎসরের মধ্যে সাংসারিক সুখভোগ বেশ ভাল ভাবে হ'য়ে থাকে—বাড়ীঘর

তৈয়ারী—নানাদেশে ভ্রমণ এবং বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট টাকাকড়ি খরচ হয়। ৬২ বৎসরের পর থেকেই শরীর খারাপ হয়, বাত ইত্যাদিতে বিশেষ কষ্ট পান—খেলে হজম হয় না—সংসারেও শান্তি থাকে না—জ্বালাতন বোধ করেন "কোথায় যাই" "কোথায় যাই" মনে হয়—তার পর সেই পরম পিতা পরমেশ্বরই জানেন।

২০শে বৈশাখ—(প্রভুত্বভাবাপন্ন যুবক ও যুবতী কন্যা)— এই তারিখটির অধিপতি **মঙ্গল** গ্রহ।

প্রভুত্বভাবাপন্ন যুবক একটি যুবতী কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে পথ চ'লছেন দেখে বোঝায় যে এই জাতক অতিশয় বুদ্ধিমান, সংযমী এবং পরিশ্রমী। ইনি অত্যন্ত চিন্তাশীল সেইজন্যে সাধারণের সঙ্গে বড় একটা মিশ্‌তে চান না; যে সব লোকের সঙ্গ ক'রলে এঁর জ্ঞান লাভের সুবিধা হবে ব'লে বোঝেন কেবল তেমন লোকেরই সঙ্গ ক'রে থাকেন। ইনি সত্যবাদী, স্পষ্টবক্তা ও নির্ভীক—কাহারও খোষামোদ ক'রে কথা কহিতে পারেন না। ইনি সর্ব্বদাই লেখাপড়ার চর্চ্চা নিয়ে থাকেন—ভাল ভাল লোকের লেখা বই পড়েন এবং প্রত্যেক বিষয়ই বোঝবার জন্যে চেষ্টা করেন। ইনি নিজে যাহা সত্য ব'লে বোঝেন তাহা যদি অন্যান্য বড় বড় লোকের মতের সঙ্গে নাও মেলে তবুও নিজের মত জগতের সামনে

প্রকাশ করতে ভয় খান না। ইনি নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি জ্ঞানের দ্বারা সাধারণের উপকার ক'রতে চান—সেই জন্যে জগতে কোন্ জিনিসের কি গুণ, কতটা শক্তি এবং কোন্ জিনিস থেকে কি ভাবে কাজ নিতে হয় তা নিজের অসাধারণ চিন্তাশক্তি, জ্ঞান ও বিদ্যা বুদ্ধির সাহায্যে জেনে প্রকাশ ক'রে থাকেন—এঁর চাল চলন, কথাবার্ত্তা, আচার ব্যবহার, বেশ ভুষা, সমস্তই খুব উঁচু ধরণের—অথচ কোন রকম আড়ম্বর থাকে না। ইনি সমস্ত কাজই বেশ নিয়মের উপর ক'রে থাকেন। সময়ের মূল্য যে কি তা বিলক্ষণ বোঝায়—অযথা সময় নষ্ট করেন না। খেলা ধূলা বা বাজে গল্প করার বাতিক এঁর একেবারেই থাকে না—কাজের একঘেয়ে ভাবটাকে কমিয়ে রাখবার জন্যে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সঙ্গে একটু আধটু খেলা বা গল্প করেন কিম্বা জীবজন্তু বা পশু পক্ষী পুষে তাদের হাব ভাব চাল চলন দেখে শুনে আনন্দ ভোগ করেন আর সেই সঙ্গে তাদের বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন ক'রে থাকেন। ইনি খুব হিসাবী—এঁর দয়ামায়াও যেমন কর্ত্তব্য বোধও তেমন ইনি যা'কে ভাল ব'লে বোঝেন তাকে স্নেহ করেন ভালবাসেন তার জন্যে নিজেকে অসুবিধায় ফেলতে বা ছোট ক'রতেও পেছ পা হন না—কিন্তু যা'র ভেতর ইনি দোষ দেখেন—তাকে দেশ শুদ্ধ লোক ভাল ব'ল্লেও ইনি তার সম্বন্ধে নিজের মত বদলান না—তার কোন কথায় থাকেন না, কোন রকম তাকে দেখতে বা তার কথা শুনতে যান না।

এই জাতকের মাতৃকুল বেশ বড় এবং তাঁদের জমিজমা

খাতির সম্মান যথেষ্ট—পিতৃকুলও বংশ-মর্য্যাদায় খুব বড়—সৎস্বভাব ও বিদ্যাবুদ্ধির জন্যে তাঁদেরও যথেষ্ট খাতির সম্মান থাকে। ইনি এঁর মাতাপিতার তৃতীয় পুত্র বা জ্ঞাতি বড় ভাই থাকায় ইনি বড় ছেলে হ'য়েও বড় বলে গণ্য হন না। এঁর বাড়ীর সদর দরজা—রাস্তার উপর—বাড়ী কিন্তু রাস্তা থেকে একটু দূরে ভিতর দিকে। গ্রামের মাঝখানে এঁর বাড়ী। খুব বড় বিদ্বান্, খুব বড় প্রতাপশালী জমিদার, টাকা-কড়ি আছে—ব'সে ব'সে খান এমন বড়লোক ও নামজাদা ডাক্তারের বাড়ী এ'র বাড়ীর কাছে থাকে—তাঁরা দেশে কেহই থাকেন না সকলেই বিদেশে থাকেন। এই জাতক বাল্যকাল থেকে মাতৃস্থানীয়া—কোন স্ত্রীলোকের নিকট আদর যত্ন পান।

প্রভুত্বভাবাপন্ন যুবক যুবতি কন্যার সঙ্গ করায় ইনি যে সব বিভাগে বিদ্যাবুদ্ধির ও জ্ঞানের দ্বারা বা রাজার কাছ থেকে ক্ষমতা পাওয়ায় অন্যায় অত্যাচার থেকে পীড়িত বা দুর্ব্বল লোককে রক্ষা করা হয় তেমন যায়গায় চাকরী করেন—যেমন শাসন বা বিচার বিভাগ, Medical Deptt, Police Deptt, Fire Brigade, Audit Office, Auditor Generalএর Office, Accountant-Generalএর অফিস, Palace Supdt, Building Supdt, Statistical Deptt. ছাতা, রবার, ঔষধ খাবার ইত্যাদির দোকান। এঁর কাজের উপর কথা বলবার ক্ষমতা খুব অল্প লোকেরই থাকে। ইনি দর্শন, বিজ্ঞান, আইন; চিকিৎসা প্রভৃতি বড় বড় বিষয়ের চর্চ্চা

করে থাকেন এবং যে বিষয়ের চর্চ্চা করেন সে বিষয়ে বেশ বড় ধরণের এবং নিজের অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে বই লিখে থাকেন। নানা রকম ঔষধাদি তৈয়ারী ক'রে বা জটিল ও দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের সুমীমাংসা ক'রে জগতের উপকার ক'রে থাকেন।

এই জাতক ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতপ্রধান দেশে, ধার্ম্মিক, বিদ্বান্ এবং দেশের মধ্যে যাঁদের যথেষ্ট খাতির প্রতিপত্তি আছে এমন অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীতে বিবাহ করেন। এঁর স্ত্রীর প্রকৃতি বেশ ধীর ও ঠাণ্ডা। আত্মসম্ভ্রম বোধ তাঁর খুব বেশী। যে যেমন লোক তিনি তার সঙ্গে ঠিক তেমন ব্যবহারই ক'রে থাকেন—তিনি গুরুজনের সেবা যত্ন নিজের হাতে ক'রতে পারেন, ছোটদের মিষ্টি কথা ব'লে বা ধমকে শাসন ক'রতে পারেন, আবার নিজে কোন ভুল ক'রলে চুপ ক'রে থেকে বকুনী খেতেও পারেন। দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা তাঁর শরীরে বেশী। তাঁর চোখের গঠন বেশ বড় ধরণের। ঠাকুর দেবতায় তাঁর খুব ভক্তি থাকে। এই জাতক একটু বেশী বয়সে বিবাহ ক'রে থাকেন কেন না ইনি বিবাহ ক'রতে চান না। এঁর সন্তান স্থান ভাল—অধিক সন্তান হয় না। দুটি কি তিনটি সন্তান হয়—তারা সুশিক্ষা পায় এবং সুখে জীবন যাপন করে। ইনি লোক দেখান ধর্ম্ম আচরণ ক'রতে চান না—প্রকৃত মানুষ হ'তে চান। কাহারও মনে কষ্ট না দিয়ে, সত্য পথ ধ'রে—ধর্ম্মাচরণের উপকারিতা ও ধর্ম্মের মহত্ব ও মাহাত্ম্য বুঝে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ ক'রে চলেন।

এই জাতকের ৪।৹ বৎসর বয়স অবধি খুব ভাল সময়—তার পর থেকে ১৪।৹ বৎসর বয়স অবধি সংসারে অসুখ বিসুখ হ'য়ে থাকে, বাড়ী ঘর নষ্ট হ'য়ে যায়, বিদেশে পরের বাড়ীতে থাকতে হয়—লেখাপড়া শেখার সুবিধা হয় না। তার পর থেকেই স্বাস্থ্য ভাল হ'তে থাকে—লেখাপড়ায় বেশ মন বসে। ২৫ বৎসর বয়সের মধ্যে লেখাপড়া শিখে মানুষ হন—লোক সমাজে খুব খাতির সম্মান পান ও কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করেন। ২৬ থেকে ৩৭ অবধি—নানাদেশে কর্ম্মোপলক্ষে ভ্রমণ ক'রে থাকেন, অত্যধিক পরিশ্রম করেন এবং বহু লোকের সঙ্গে জানাশুনা হয়। তার পর থেকে ৪৭।৹ বৎসর বয়স অবধি খুব ভাল সময় খাতির সম্মান ও অর্থলাভ হ'য়ে থাকে—পুস্তকাদি লেখেন। বড় বড় লোকের সঙ্গে জানাশুনা হয়—রাজপ্রদত্ত উপাধি পান—ঠাকুর দেবতায়—ভক্তি বিশ্বাস বাড়তে থাকে, যে বিষয়েই চেষ্টা করেন সেই বিষয়েই কৃতকার্য্য হয়ে থাকেন—জগৎই স্বর্গ ব'লে মনে হয়। তারপর থেকে সংসারে অত্যন্ত খরচপত্র বেড়ে যায়—স্ত্রীর পীড়া হ'য়ে থাকে। ৫০ বৎসর বয়সের পর থেকে আর পরিশ্রম ক'রতে ইচ্ছা করে না ৫৬ বৎসর বয়স থেকে কিছু কিছু অর্থের অভাব বুঝতে থাকেন—৫৭ বৎসরে কঠিন পীড়া হয়। ৫৮ থেকে ৬৭ অবধি খুব পরিশ্রম ক'রতে হয়—পুস্তকাদি লেখেন। ৬৭ বৎসর বয়স থেকে স্বাস্থ্য খারাপ হ'তে থাকে, নানাস্থানে ভ্রমণ করেন—বন্ধু বা আত্মীয় স্বজনদের জন্যে অর্থ নষ্ট হয়। ৭০ বৎসর বয়সে খুব

বড় বড় রাজ কর্ম্মচারীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'য়ে থাকে—শরীরও ভাল হয়। তার পরই পেটের ও বুকের পীড়ায় কষ্ট পান—কোন কিছুই দেখতে শুনতে পারেন না—টাকাকড়িও নষ্ট হ'তে থাকে—মনে কষ্ট পান—তার পর যাঁর জগৎ তিনিই জানেন।

২১শে বৈশাখ—(ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক ও পুরোহিত)—এই তারিখটির অধিপতি দেবগুরু **বৃহস্পতি**।

ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক পুরোহিতের সঙ্গে পথ চ'লছেন দেখে বোঝায় যে এই জাতক বেশ বুদ্ধিমান্ এবং ইনি সহজে কোন কিছু বিশ্বাস করেন না বা মানতে চান না—সকল বিষয়ই, যতদূর পারেন, যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে বুঝ্‌তে চান। না বুঝে বা আগে থাক্‌তে বেশ ভাল ক'রে না ভেবে দেখে মনের আবেগে বা অন্য কোন লোকের কথা শুনে ইনি কোন কাজই করেন না। ইনি সাহসী, তেজস্বী এবং ন্যায়-পরায়ণ; এঁর বিচার-বুদ্ধিও খুব প্রখর। ইনি সত্যবাদী—ইনি নিজে যাহা সত্য ব'লে বোঝেন তাহা লোকের সামনে ব'লতে কোন রকম দ্বিধা বোধ করেন না। সেইজন্যে সকলেই এঁকে ভয় করে। বাল্যকাল থেকেই বেশ ভাল ভাল বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ ও চরিত্রবান্ লোকের সঙ্গ এঁর হ'য়ে থাকে আর

তার ফলে নিজেকে বেশ ভাল ক'য়ে গ'ড়ে তুলেন। এঁর চাল চলন, হাব ভাব, বেশভূষা সমস্তই নিজের অবস্থা অনুযায়ী। ইনি বেশ সভ্য-ভব্য এবং শিষ্টাচারসম্পন্ন। ইনি সামাজিক রীতি নীতি মেনে চল্‌তে চান—যাঁর সঙ্গে যেমন স্ববাদ তাঁর সঙ্গে ঠিক সেইরকম ব্যবহারই ক'রে থাকেন। খেলা ধুলা বা শিকার প্রভৃতির দিকে এঁর বিলক্ষণ রুচি থাকে—গায়ের জোর বা অধিক সাহস দেখানর চেয়ে যাঁরা ঐ সব ব্যাপারে কৌশল ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখাতে পারেন তাঁদেরই ইনি সুখ্যাতি ক'রে থাকেন। ইনি সর্ব্বদাই বেশ পরিচ্ছন্ন থাকেন—এঁর কর্ত্তব্যবোধও খুব বেশী। যে সমস্ত লোক পরিশ্রম ক'রতে চায় না—বা যাহাদের কর্ত্তব্যবোধ কম ইনি সেই সমস্ত লোকের সঙ্গ একেবারেই পছন্দ করেন না। ইনি খুব উচ্চাভিলাষী এবং তেজস্বী। কোন রকম অন্যায় আচরণ দেখলে সহ্য ক'রতে পারেন না—অথচ প্রতিবাদ করে মানীর মানের হানি বা ঝগড়া বিবাদ ক'রতে চান না—সেইজন্যে ইনি নিজের ভাবেই থাকেন—যেখানে সেখানে যান না বা যার তার সঙ্গে মেশেন না। এঁর অনেকগুলি ছোট বড় ভাই ভগ্নী থাকে—তাঁদের সকলেরই অবস্থা বেশ ভাল হয় এবং যথেষ্ট খাতির সম্মানও থাকে। পৈত্রিক ভিটায় এই জাতকের বাস করা হয় না। বিদেশে বিদেশে পরের বাড়ীতে বা যে বিভাগে কাজ করেন সেই বিভাগের বাড়ীতে বাস হ'য়ে থাকে। বাড়ী এঁর ভাল লাগে না—সর্ব্বদাই পাঁচজন লোকের সঙ্গে বাড়ীর বাহিরে থাকলেই ইনি থাকেন ভাল। এঁর বাড়ীতে শান্তি

থাকে না। ইনি বাল্যকাল থেকে পিতৃ স্থানীয় কোন পুরুষ আত্মীয়ের কাছে আদর যত্ন পেয়ে থাকেন।

এই জাতকের মাতৃ পিতৃ উভয় কুলই খুব উচ্চ—তাঁদের খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং সম্মানও যথেষ্ট। প্রতাপশালী জমিদার, বড় বড় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, চিকিৎসক, উকিল বা আইনজ্ঞ লোক এবং শিক্ষা বিভাগে চাকরী করেন এমন সব লোক এঁর প্রতিবাসী। পুকুর, নদী ইত্যাদি কোন জলের যায়গা, গান বাজনার বা খেলাধূলার চর্চ্চা হয় এমন Sporting Club, বা ড্রামেটিক ক্লাব, Lib-ary, স্কুল, পাঠশালা বা কোন টোল এঁর বাড়ীর কাছে থাকে। এঁর বাড়ী ঘর বেশ বড় এবং সাবেক ধরণের—বাড়ীতে পূজার দালান ইত্যাদি থাকে। সদর রাস্তা থেকে একটু দূরে—মাঝারী ধরণের রাস্তার মোড়ের উপর বা বাঁকের মাথায় এঁর বাড়ী।

ধীশক্তি-সম্পন্ন যুবক পুরোহিতের সঙ্গ করায় যে সব বিভাগে বড় বড় পণ্ডিতের কথা মত কাজ কর্ম্ম করা হয় এই জাতক সেই রকম যায়গায় চাকরী বা তেমন ভাবের জিনিসের ব্যবসা করেন -- যেমন—ডাক্তার, কবিরাজ, উকিল, Attorney, Judge, Magistrate, Electrical Department, Engineering Department, Professor, School Master, Typist Signaller, Engine Driver, Tram, Bus, Aeroplane ইত্যাদির Driver, চিত্রকর, গাইয়ে, বাজিয়ে, গুরু পুরোহিত, Photographer, যাঁরা যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করেন এমন যন্ত্রপাতির Office বা দোকান।

এই জাতকের বিবাহ বেশ লেখাপড়াজানা, বড় অফিসে চাকরী করেন, খাতির আছে এমন লোকের বাড়ীতে হয়। এঁর স্ত্রী বেশ বুদ্ধিমতী—তিনি চালাক, চৌকস, দেখাশুনার কাজ খুব ভাল পারেন। তাঁর আত্মসম্মান বোধ বেশী এবং মেজাজ একটু কড়া; মিষ্টি কথা ব'লে তাঁর কাছ থেকে কাজ নিতে হয়। কোন রকম প্রতিবাদ করা তিনি ভাল বাসেন না। এই জাতকের বিবাহ লেখাপড়া জানা, বড় বড় চাকরে, চিকিৎসক, জমিদার ও উকিল প্রভৃতি আইনজ্ঞ লোক যে দেশে আছেন—যে দেশে ধাতুর জিনিস তৈয়ারী করার জন্যে শব্দ হ'য়ে থাকে বা শব্দ ধ'রে যে দেশের নাম —যেমন কাশী, কাশীপুর, দমদম, ডাঁইহাট সারিন্দা, ঢোলপুর, আলামবাজার, বেহালা ইত্যাদি—এমন দেশে হ'য়ে থাকে। এই জাতকের সন্তান স্থান ভাল নহে—একেবারেই সন্তান হয় না কিম্বা তাদের স্বাস্থ্য ভাল হ'লেও তারা কাজের লোক হয় না।

এই জাতকের ৫ বৎসর বয়স অবধি বেশ ভাল সময়। সুখ ও ঐশ্বর্য্যভোগ হ'য়ে থাকে। তার পর থেকেই খারাপ সময় আরম্ভ হয়—বিদেশে ভ্রমণ, পরের বাড়ীতে বাস, বাড়ীঘর নষ্ট হ'তে থাকে—পিতার কর্ম্মস্থলে নানারকম গণ্ডগোল হ'য়ে টাকাপয়সার অভাবও হয় শরীর ভাল থাকে না—প্রায়ই অসুখ বিসুখ করে। ১৭৷৷০ বৎসর বয়সের পর থেকে একটু একটু ক'রে ভাল হ'তে আরম্ভ হয়, লেখাপড়া হ'তে থকে। ২২ বৎসর বয়সের পর থেকেই কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয় অর্থোপার্জ্জন হ'তে থাকে—খাতির সম্মানও হয়। ২৭৷৷০

বৎসর বয়সের পর থেকে কর্ম্মস্থলে বেশ "কাজের লোক" ব'লে সুনাম হয় কিন্তু টাকাকড়ির দিক দিয়ে তেমন সুবিধা হয় না—পদের উন্নতিও হয় না—বাড়ীতে বিবাদ বিসংবাদ জ্ঞাতি-পীড়া অসুখ বিসুখ হ'য়ে থাকে। আত্মীয় স্বজনের নীচ ব্যবহারে মনে কষ্ট পান। ৩৯ বৎসর বয়সে অর্থনাশ, হয়। ৪০ থেকে কর্ম্মস্থলে উন্নতি হ'তে থাকে, ভাল ভাল বড় বড় লোকের সঙ্গ লাভ হয়—আধ্যাত্মিকভাব প্রাণে জাগে—টাকা-কড়ি যথেষ্ট রোজগার করেন সংসার সুখের ব'লে মনে হয়। ৫৩ থেকে চাকরী ক'রতে বা অর্থোপার্জ্জনের জন্যে পরিশ্রম ক'রতে আদৌ ইচ্ছা করে না। কর্ম্মস্থলে উন্নতি হয়—নানাদেশ ভ্রমণ করেন। তারপর থেকে ৬২ বৎসর বয়সের মধ্যে বাড়ী ঘর ক'রে, বিষয় সম্পত্তি কিনে টাকাপয়সা খরচ করেন—শরীর খারাপ হ'য়ে যায়; ক্রমাগতই অসুখ বিসুখ হ'তে থাকে—তার পর শ্রীভগবান্‌ই জানেন।

২২শে বৈশাখ—(ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক ও পরিচারিকা)

এই তারিখটির অধিপতি **শনি** গ্রহ বা **"মহারাজ"**।

ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে পথ চ'লছেন দেখে বোঝায় যে এই জাতক বেশ পরিশ্রমী, এবং কষ্ট সহিষ্ণু। এঁর মনের জোর খুব বেশী। বিদ্বান, বুদ্ধিমান কিম্বা ভাল চাকরী করেন বলে যে সব লোকের যথেষ্ট খাতির সম্মান আছে বা

যে সব লোক নিজেদের ঐকান্তিক চেষ্টা ও পরিশ্রমের জোরে বিদেশে থেকে অবস্থার উন্নতি ক'রচেন ইনি সেই রকম লোকের সঙ্গই পছন্দ করেন যার তার সঙ্গে মেলামেশা ক'রতে চান না। ইনি কর্ত্তব্য কাজকেই জগতে সব চেয়ে বড় বলে বোঝেন এবং এঁর আত্মসম্মান বোধ খুব বেশী সেই জন্যে যখনকার যে কাজ তা ঠিক সময়েই ক'রে থাকেন—হাতে কাজ থাকলে খেতে শুতেও চান না সে কাজ যতক্ষণ না সুসম্পন্ন ক'রতে পারেন ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন না। কোন বিষয়েই ইনি নিজেকে কখনও বড় ব'লে দেখাতে যান না—সব সময়েই মানীর মান রেখে চলেন বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে বেশ অমায়িক ব্যবহার করেন সেই জন্যে সকলেই এঁকে বেশ ভালবাসে। কল্পনা শক্তি এঁর খুব কম—প্রত্যেক কাজ ইনি নিজে হাতে ক'রে থাকেন ফলে কাজকর্ম্ম এঁর খুব ভাল ভাবে জানা থাকে এবং কাজের লোক ব'লে খাতির সম্মান পেয়ে থাকেন। ইনি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসলেও এমন ভাবের কাজকর্ম্ম এঁকে ক'রতে হয় যে সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা চলে না। ইনি সর্ব্বদাই একটা না একটা কাজ নিয়ে থাকেন এবং তার মধ্যে একটু অবসর পেলে সাধুসজ্জন বা ঠাকুর দেবতার কথা বা গল্প শোনেন বা একটু আধটু খেলাধুলাও করেন। এঁর বাহিরের চাল চলন, আদপ কায়দা বা কথাবার্ত্তা দেখতে শুনতে বেশ ভাল না হলেও এঁর অন্তর খুব উচু ধরণের সেইজন্যে সাধারণ লোকে এঁকে বড় বুঝতে পারে না কিন্তু গুণগ্রাহী লোক মাত্রেই অল্পক্ষণের জন্যে এঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে—এঁর অন্তর বুঝতে পারেন এবং

এঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন এই জাতক দেশ বিদেশে বেড়াতে ভালবাসেন এবং বহু দেশ বেড়িয়েও থাকেন।

এই জাতকের মাতৃকুল সম্মান ও গৌরবে খুব বড়; পিতৃ-কুলের অনেকেই রাজসরকারে বা বড় বড় জমিদারের কাছে চাকরী করেন কিম্বা শিক্ষা বা চিকিৎসা বিভাগে কাজ করেন। তাঁদের জমি জমা টাকা কড়ি এবং খাতির প্রতিপত্তি যথেষ্ট থাকে। এই জাতকের পৈত্রিক ভিটায় বাস করা হয় না; আজীবন বিদেশে বিদেশে পরের বাড়াতেই থাক্‌তে হয়। এঁর বাড়ীর কাছে বড় লোক জমিদার, বড় চিকিৎসক, নামজাদা উকিল, ব্যারিষ্টার, বড় লোকের ভাঙ্গা পতিত বাড়ী, পুরোহিত ব্রাহ্মণের বাড়ী, এবং পাগল বা দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক থাকে। পুকুর, নদী বা অন্য কোন জলের যায়গা এবং খানিকটা ফাঁকা যায়গা এঁর বাড়ীর কাছে থাকে। এই জাতকের বাড়ী ঘর বেশ বড় ধরণের হলেও বেশ গোছান ভাবের নহে—যত্ন ও মেরামতের অভাবে খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। মাঝারী ধরণের রাস্তার মোড়ের মাথায় এঁর বাড়ী। এঁর বাড়ীতে শান্তি থাকে না—বকাবকি, গোলমাল, লোকজনের আসা যাওয়া অসুখ বিসুখ লেগেই থাকে।

এই জাতকের অনেকগুলি ভাই ভগ্নী থাকে—তাঁদের অবস্থা খুব ভাল হয় না—তবে হিসাব ক'রে চ'লতে জানার জন্যে কষ্টও পান না। এই জাতক নিজের ভোগ বিলাসের জন্যে খরচপত্র না ক'রলেও আত্মীয় স্বজনের জন্যে বেশী বেশী খরচ ক'রে থাকেন। ইনি বাল্যকাল থেকে মাতৃস্থানীয়া কোন স্ত্রীলোকের কাছে আদর যত্ন পেয়ে থাকেন।

এই জাতকের শ্বশুর শূদ্র, খনি বা কৃষি প্রধান দেশে কাজকর্ম্ম করেন এবং তিনি খুব অলস প্রকৃতির কিম্বা ব্যাধিগ্রস্থ লোক। টাকা পয়সার যে কোন দাম আছে তিনি তা বুঝতে পারেন না। পূর্ব্বে তাঁর অবস্থা বেশ ভাল ছিল বিষয় সম্পত্তি টাকাকড়ি সবই নষ্ট ক'রে ফেলে এখন—সামান্য চাকরী ক'রে সংসার চালান। পণ্ডিত প্রধান গ্রামের ছোট পাড়ায় কিম্বা কাছাকাছি কোন ছোট গ্রামে এই জাতকের বিবাহ হ'য়ে থাকে। এঁর স্ত্রীর নাকের গঠন ভাল। তিনি বেশ ধীর ঠাণ্ডা এবং নম্র। তাঁর শরীর প্রায়ই ভাল থাকে না কিন্তু তিনি খুব খাট্‌তে পারেন। তিনি কা'রও বকুনি সহ্য ক'রতে পারেন না—মিষ্টি কথায় তাঁর কাছ থেকে কাজ নিতে হয়। তিনি বেশী কথাবার্ত্তা বলেন না সব সময়েই সংসারের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এই জাতকের অধিক সন্তানাদি হয় না—সন্তান স্থান ভালও নয়।

ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক পরিচারিকাকে সঙ্গে নেওয়ায় এই জাতক যে সব বিভাগে এক যায়গা থেকে অন্য যায়গায় জিনিস পত্র ব'য়ে নিয়ে যাওয়া হয় কিম্বা অপরিস্কার জিনিসকে পরিস্কার করা হয় তেমন যায়গায় চাকরী বা কাজকর্ম্ম ক'রে থাকেন যেমন Commissariat Deptt, Rail, Steamer ইত্যাদির Station, Booking Office, Goods Office, Police Deptt, Survey Deptt., Medical Deptt, Contractor's Offiice, School, Forest Deptt. Mining Deptt, Engineering Deptt. Port Commissioner's

Jetty Royal Mail Service, Post Office Sanitary Deptt, Colliery, Tea Garden ইত্যাদি।

এঁর জীবনের ৯ বৎসর বয়স অবধি বেশ সুখে কাটে, কিন্তু অসুখ বিসুখ প্রায়ই হয়। পিতার স্বাস্থ্য খারাপ হ'তে থাকে। তার পর থেকে দেশের বাড়ী ঘর খারাপ হ'তে থাকে, মধ্যে মধ্যে নিজের পীড়া ভোগ হয়, পিতৃস্থানীয় কোন পুরুষ আঁত্মীয়ের বিয়োগ হ'য়ে সংসারে অর্থের অভাব, অসুবিধা হয়, মায়েরও অসুখ বিসুখ হয়—নানাস্থানে ভ্রমণ হয়ে থাকে। ১৯ বৎসরের পর থেকে কর্ম্মলাভ বা অর্থ উপার্জ্জনের জন্যে নানাস্থানে ভ্রমণ হয়, মনে কষ্ট পান, পরের বাড়ীতে বাস করেন। ২২৷৷০ বৎসর বয়সে চাকরী হয়। ২৬ বৎসর বয়স থেকে একটু একটু ক'রে আয় বাড়তে থাকে—আর্থিক অবস্থা কিন্তু ভাল হ'তে থাকলেও সাংসারিক সুখভোগ হয় না—বিবাদ বিসংবাদ ও আত্মীয় স্বজনের নীচ ব্যবহারে মনে কষ্ট পান—সংসার ভাল লাগে না। ২৯ থেকে কর্ম্মস্থলে ভাল হয়, দুঃখকষ্ট দূর হয়, খাতির সম্মান বাড়ে কিন্তু স্ত্রীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়। ৩৫ বৎসর বয়সের পর থেকে বিদেশে ভ্রমণ, কর্ম্মস্থলে উন্নতি—ভাল ভাল লোকের সঙ্গে জানাশুনা হয়—আয় বাড়ে—টাকাকড়ি রোজগারও বেশ হয়। এইভাবে ৪৯ বৎসর বয়স অবধি বেশ সুখ কাটলেও সংসারে শান্তি থাকে না—ভাল ভাল আত্মীয় স্বজনের বিয়োগ হ'য়ে থাকে, স্ত্রীর অসুখ বিসুখ নিয়ে খরচ পত্রও যথেষ্ট হয়। তারপর থেকে কাজের ভিড় বড় বেশী হ'তে থাকে—পরিশ্রম ক'রতেও ইচ্ছা করে না। ৫১ বৎসরে বুকের পীড়ায় কষ্ট

পান—ঠাণ্ডা লাগা এবং খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে বিশেষভাবে সতর্ক থাকা দরকার। ভারী খারাপ বৎসর। খরচপত্রও খুব বেশী হয়—জ্বালাতন হ'য়ে উঠ্‌তে হয়। ৫২ থেকে ৬৭ অবধি বাড়ী ঘর মেরামত করান, ব্যবসা ইত্যাদিতে অর্থনাশ হয় ও মনে কষ্ট পান। ৬৮ থেকে শরীর ভেঙ্গে যায়। তারপর যাঁর জগৎ তিনি জানেন।

২৩শে বৈশাখ—(ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক ও পরিচারক)

এই তারিখটির অধিপতি **শনি** গ্রহ বা **"মহারাজ"**।

ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক পরিচারকটিকে সঙ্গে নিয়ে পথ চ'লছেন দেখে বোঝায় যে এই জাতক অতিশয় বুদ্ধিমান্—অবস্থা বিশেষে কখন কি ভাবে চ'লতে হয় তা বিলক্ষণ জানেন। ইনি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, ধীর, নম্র ও বিনয়ী। এঁর চালচলন, কথাবার্ত্তা অতি সুন্দর—সেইজন্যে ছোট বড় সকলের কাছেই ইনি আদর, যত্ন বা ভক্তি, শ্রদ্ধা পান। ইনি যথাসাধ্য পরের উপকার ক'রে থাকেন অথচ কোন রকম অহঙ্কারভাব দেখান না। এঁর স্মরণশক্তি খুব বেশী সেইজন্যে বেশ ভালভাবে লেখাপড়া হ'য়ে থাকে। ইনি বাল্যকাল থেকেই বড় বড় বিদ্বান্ এবং ভাল ভাল চাকরী

বা কাজকর্ম্ম করেন এমন সব লোকের সঙ্গ পান যার ফলে অনেক বিষয়ই এঁর পড়া না থাকলেও জানাশুনা থাকে। ইনি অত্যন্ত চিন্তাশীল—মনের আবেগে সহসা কোন কাজ করেন না—কোন বিষয় যখন নিজে ভেবে ঠিক ক'রতে পারেন না তখন অন্যের সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ ক'রতে লজ্জা-বোধ করেন না। ইনি সকলকেই আপনার ভেবে সামাজিক রীতি নীতি অনুসারে ভক্তি, শ্রদ্ধা বা আদর যত্ন ক'রে থাকেন। ইনি নিজের প্রকৃতি, অবস্থা বা ক্ষমতার ওজন বুঝতে পেরে কোন যায়গাতেই নিজেকে বড় ব'লে দেখাতে যান না। ইনি কোন বিষয়েই বড়াই করা বা আড়ম্বর দেখান ভালবাসেন না—সর্ব্বদাই বিচার বুদ্ধির সাহায্য নিয়ে যতদূর পারেন শাস্ত্র অনুসারে চ'লতে চেষ্টা করেন। সঙ্গ গুণেই যে মানুষের ভালমন্দ হ'য়ে থাকে এইটী বুঝে ইনি ভাল ভাল লোকের সঙ্গ ক'রে থাকেন এবং সৎ সঙ্গ পাবার আশায় ছোট বড় সকলের কথাই বেশ মন দিয়ে এবং চুপ ক'রে শোনেন—তর্ক করেন না—পরে তা থেকে আসল জিনিস বেছে নেন। ইনি খুব বিশ্বাসী, ধৈর্য্যশীল এবং যে কাজের ভার নিয়ে থাকেন সে কাজ বেশ ভালভাবেই করেন। ইনি আজীবন লেখাপড়ার চর্চ্চা ক'রে থাকেন। ইনি সময়ের মূল্য বোঝেন এবং এঁর আত্মসম্মানবোধ খুব বেশী সেইজন্যে কোন কিছুতে ভুলে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন না—সকল দিকে দৃষ্টি রেখে বেশ সতর্ক হ'য়ে ইনি সংসারে চলেন।

এই জাতকের মাতৃকুল সম্মান ও গৌরবে খুব বড়—জ্ঞাতি-

গোষ্ঠিও তাঁদের অনেক। ভাল ভাল কাজকর্ম্ম করার জন্যে পিতৃ-কুলেরও যথেষ্ঠ খাতির সম্মান থাকে। এই জাতকের অনেক-গুলি ছোট বড় ভাই ভগ্নী থাকে। তাঁরা সকলেই বেশ বুদ্ধিমান্ এবং তাঁদের সৎস্বভাব ও বিদ্যাবুদ্ধির জন্যে খাতির সম্মান থাকে। ইনি বাল্যকাল থেকে পিতৃস্থানীয় কোন আত্মীয়ের কাছে আদর যত্ন পেয়ে থাকেন। এঁর বাড়ীঘর বেশ বড় ধরণের এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। বাড়ীতে কিন্তু অনেক লোক-জন এবং জিনিসপত্র থাকায় যায়গার অভাব বোধ হ'য়ে থাকে। বড় বড় রাজকর্ম্মচারী, চিকিৎসক, শিক্ষা বিভাগে, বিচার বিভাগে কিম্বা আদালতে কাজ করেন এমন সব লোক এঁর প্রতিবাসী। এঁর বাড়ী সদর রাস্তার উপর—এঁর কাছে কাজ নেবার জন্যে এঁর বাড়ীতে বহুলোক যাতায়াত ক'রে থাকে। বড় বড় পণ্ডিতের লেখা পুরাতন পুঁথি বা বই এঁর বাড়ীতে থাকে। ইনি দেশ বিদেশে বেড়াতে ভালবাসেন এবং বহু দেশ বেড়িয়েও থাকেন।

ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক পরিচারকের সঙ্গ করায় এই জাতক রাজারাজড়া বা বড় বড় রাজকর্ম্মচারীর সহকারী হ'য়ে চাকরী করেন কিম্বা সাধারণের সুবিধা অসুবিধার কথা বুঝিয়ে ব'লে থাকেন—যেমন উকিল, ব্যারিষ্টার Attorney, Interpreter, Translator, Magistrate, Dy. Magistrate, Judge, Sub-Judge, Personal Assistant, Private Secretary, Commissioner, Statistical Deptt. Inspector, Reporter, Suptd. ইত্যাদি। এই জাতকের কর্ম্মস্থলে যথেষ্ট

খাতির সম্মান থাকে। ইনি কখনই একলা থাকেন না—সর্ব্বদাই এঁর সঙ্গে একজন ভৃত্য বা কোন না কোন লোক থাকেই। এই জাতকের জীবনে কখন সম্মানের হানি হয় না।

ব্যবসায় প্রধান দেশে, রাজ সরকারে বেশ ভাল চাকরী করেন বা আইন সংক্রান্ত কাজ করেন, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ এবং জমিজমা টাকাকড়ি খাতির সম্মান যথেষ্ট আছে এমন লোকের বাড়ীতে ইনি বিবাহ করেন। এঁর স্ত্রী বেশ লেখাপড়া জানা—তাঁর কথাবার্ত্তা লোকজনের সঙ্গে ব্যবহার খাসা—ছোট বড় সকলেই তাঁর সুখ্যাতি করে। তিনি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন শিল্প কর্ম্ম জানেন, হিসাবী এবং দেখাশুনার কাজ ভাল পারেন সেই জন্যে এই জাতককে সংসার সম্বন্ধে কোন দিনই কিছু দেখ্‌তে হয় না। এঁর অধিক সন্তান হয় না—যে দু'টী একটী সন্তান হয় তারা লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে থাকে। সজ্জনের সঙ্গ করা, সদ্‌গ্রন্থাদি পড়া এবং বাজে চিন্তায় বা কাজে সময় নষ্ট না ক'রে সামাজিক প্রথা মেনে চলাই ইনি 'ধর্ম্ম কর্ম্ম' ব'লে বোঝেন।

মোটামুটি হিসাবে ৯ বৎসর বয়স অবধি এই জাতকের নানাবিধ সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ হয়ে থাকে কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল থাকে না—ঘা, ফোড়া, পাঁচড়া ইত্যাদিতে কষ্ট পেতে হয়। রক্ত আমাশয়ের ব্যায়রামও হ'য়ে থাকে এবং কোন ভাল আত্মীয়ের বিয়োগজনিত ব্যাপারে মনে কষ্ট পান। ১৪॥০ বৎসর বয়স অবধি—নানাস্থানে ঘোরাফেরা, লেখাপড়ার অসুবিধা—বাড়ী

ঘর নষ্ট হয়। তারপর থেকে ভাল ভাল লোকের সঙ্গ হ'তে থাকে স্বাস্থ্যও ভাল হয় লেখাপড়ায় বেশ উন্নতি হ'তে থাকে। ১৯ বৎসর বয়সের পর থেকে লেখাপড়া খুব ভালভাবে হয়। ২৫ বৎসর বয়সে কর্ম্ম জীবন আরম্ভ হয়—চাকরী হয়—সাংসারিক উন্নতি হ'তে থাকে। ৩০ থেকে ৩৭ বৎসর বয়স অবধি ভাল নহে। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের ব্যবহারে জ্বালাতন বোধ করেন—কর্ম্মস্থলেও অসৎ ব্যবহার পেয়ে থাকেন। তারপর থেকে ৩৯ বৎসর বয়সের মধ্যে শোকতাপ পান—সংসার ভাল লাগে না। ৪০ থেকে এঁর ভাল সময় আরম্ভ হয়—ভাল ভাল লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়ে থাকে, অর্থোপার্জ্জন বাড়ে, সর্ব্বত্রই খাতির সম্মান পান—সংসারে অশান্তি অভাব থাকে না। ৪৫ থেকে পদের উন্নতি হয়—টাকাকড়ি রোজগার খাতির সম্মান বাড়ে, বাড়ী ঘর হয়, ভাল ভাল লোকের সঙ্গে জানাশুনা ও আত্মীয়তা হয়—সোণার সংসার ব'লে মনে হয়। ৫৮ থেকে কাজ করতে ইচ্ছা করে না—বিশ্রাম করবার ইচ্ছা প্রবল হয়। ৬৩ বৎসর বয়স থেকে স্বাস্থ্য খারাপ হ'তে থাকে—সংসারে অশান্তি হয়, বন্ধু বান্ধবের অভাব হয়, মনে কষ্ট পান, কিছুই ভাল লাগে না—তারপর জগদীশ্বরই জানেন।

২৪শে বৈশাখ—(ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক ও পুরোহিত পত্নী)—এই তারিখটির অধিপতি সুরগুরু **বৃহস্পতি**।

ধীশক্তিসম্পন্ন যুবকটি পুরোহিত পত্নীর সঙ্গে পথ চ'লছেন দেখে বোঝায় যে এই জাতক বেশ ধীর, গম্ভীর, বুদ্ধিমান্ ও চিন্তাশীল। ইনি সকল বিষয়েরই শেষ অবস্থা বা পরিণাম জান্‌তে চান সেইজন্যে আপনভাবে থেকে ভাবতে ভালবাসেন—যার তার সঙ্গে মিশে, বাজে গল্প গুজব ক'রে বা খেলাধূলা ক'রে সময় নষ্ট করেন না। ইনি নিজের জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি, ভক্তি শ্রদ্ধা কোন কিছুকেই অধিক ব'লে দেখেন না সেই-জন্যে সব সময়েই ইনি জান্‌তে ও শিখ্‌তে ব্যস্ত থাকেন এবং নিজের ইচ্ছামত না চ'লে সংসারে গুরুজন বা অভিভাবকদের কথা শুনেই চলেন—ফলে সকলেই এঁকে বেশ ভালবাসে এবং সুখ্যাতি করে। ভাল লোকের সঙ্গ ক'রতে চাহিলেও যদি তা না হ'য়ে খারাপ লোকের সঙ্গ জুটে যায় তবে সে ক্ষেত্রেও এই জাতক তার কাছ থেকে কিছু শিখে নেবার সুযোগ ছাড়েন না—তার প্রাণের কথাগুলি জেনে তাকে ভালবাসেন—ঘৃণা করেন না—আর তার যাতে ভাল হয় সেই রকম সৎশিক্ষা দিয়া থাকেন। ইনি কোন কিছু করবার আগে—সুবিধা অসুবিধা, ভালমন্দ, শক্তি, সামর্থ—সকল বিষয় বেশ ক'রে ভেবে দেখেন তবে কাজে লাগেন—আর যে কাজে লাগেন সেটা করবার সময় নিজের ভাল মন্দ, সুবিধা অসুবিধার কথাও যেমন বোঝেন, অপরের সুখ দুঃখ ইত্যাদির কথাগুলোও ঠিক তেমন

ধারাই বোঝেন। ইনি সত্যের আশ্রয় নিয়ে জগতে চলেন—বিদ্যাবুদ্ধি, টাকাকড়ি, রূপগুণ এ সব কোন কিছুরই অভিমান কিম্বা—লোকের কাছে আদর, যত্ন, খাতির, সম্মান পাবার আকাঙ্ক্ষা রাখেন না। প্রয়োজন হিসাবে জিনিসের দাম এই কথা বুঝে ছোট বড় বা ভালমন্দের বিবাদের ভিতর যান না—এবং কে কখন সুখ্যাতি করে, কে কখন নিন্দা করে—তা জানেন ব'লে—নিজের মনের শান্তভাবকে নষ্ট হ'তে দেন না। ইনি সকল সময়েই যাতে অন্য লোকের ভাল হয় সে চেষ্টা ক'রে থাকেন। ইনি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং সৌন্দর্য্যপ্রিয়—গান বাজনা শুনতেও খুব ভালবাসেন কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই পবিত্রতার দিকে দৃষ্টি রেখে চলেন। এঁর খাওয়া দাওয়া, বেশভূষা, চালচলন খুব সাদাসিধা ভাবের—কোনরকম আড়ম্বর থাকে না। এঁর কথাবার্ত্তাও ভারী মিষ্ট—আপ্যায়িত হ'তে হয়। ইনি নিজে কষ্ট ক'রতে পারেন ব'লে—আত্মীয় স্বজনদেরও যে সেই ভাবে রাখেন তা নয়—তাদের যতদূর পারেন সুখেই রাখেন। এই জাতক সর্ব্বত্রই শ্রীভগবানের মঙ্গলময় শক্তির বিকাশ দেখতে পান—সেইজন্যে মান অপমান, ছোট বড়, আপন পর এ সব জ্ঞান এঁর থাকে না। নানাবিধ অসুবিধা ও দারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে থেকে এঁকে নিজের ঐকান্তিক চেষ্টা ও বুদ্ধির সাহায্যে লেখা-পড়া শিখতে হয়। ইনি এঁর মাতাপিতার প্রথম সন্তান না হ'লেও জ্যেষ্ঠ পুত্র। এঁর সামনের দাঁত একটু উঁচু—বাহির থেকে দেখা যায়। এই জাতক বাল্যকাল থেকে মাতৃস্থানীয়া কোন স্ত্রীলোকের কাছে আদর যত্ন পেয়ে থাকেন।

এই জাতকের মাতৃবংশ খুব বড়—তাঁদের জ্ঞাতি গোষ্ঠী অনেক—জমি জমা, টাকা কড়ি, খাতির সম্মান এক কালে তাঁদের খুবই ছিল—ক্রমে ক'মে যাচ্চে। পিতৃবংশ—অর্থে বড় না হ'লেও বংশ মর্য্যাদায় খুব বড়—ধার্ম্মিক, পণ্ডিত, সাধক বা সিদ্ধপুরুষের বংশ ব'লে তাঁদের খাতির সম্মান যথেষ্ট থাকে। পুরোহিত ব্রাহ্মণ, ব্যবসাদার, চিকিৎসক, শিক্ষক এবং আদালতে কাজ করেন এমন সব লোক এঁর প্রতিবাসী। এঁর বাড়ী সদর রাস্তার উপর নয়—দুটি রাস্তা যেখানে মিশেছে এমন যায়গায় বাঁ্যাকের মাথায় ছোট রাস্তার ধারে এঁর বাড়ী। যে সব গাছের ফলে আঠা থাকে—এমন কোন গাছ—যেমন কাঁঠাল, বেল, গাব, চালতা, মাদার—এঁর বাডীর কাছে থাকে।

ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত প্রধান দেশে, বংশ মর্য্যাদায় বড়, সামান্য চাকরী করেন বা শিষ্য যজমান আছে এবং কোন বড়-লোক আত্মীয়ের কাছে যথেষ্ট সাহায্য পান—এমন লোকের বাড়ীতে এঁর বিবাহ হয়। শ্বশুর বাড়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এঁর জীবনে তেমন হয় না—এঁর স্ত্রী ধীর ঠাণ্ডা ও নম্র প্রকৃতির। তাঁর কথাবার্ত্তা লোকের সঙ্গে ব্যবহার বেশ ভাল হ'লেও তিনি মেলা মেশা বড় একটা পছন্দ করেন না—গৃহ কর্ম্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকেন এবং অবসরমত একটু আধটু গল্প করেন বা বই পড়েন—আচার পবিত্রতার দিকে তাঁর ভারী লক্ষ্য। তিনি তীর্থাদি ভ্রমণ ক'রতে ভালবাসেন। এই জাতকের বিবাহের কুড়ি মাস পর থেকে ভাল হ'তে থাকে। এঁর সন্তান স্থান ভাল—যে দুটী একটী ছেলে হয় তারা

লেখাপড়া শিখে, খাতির সম্মান পেয়ে এবং বেশ দু-পয়সা রোজগার ক'রে সুখে জীবন যাপন করে।

ধীশক্তিসম্পন্ন যুবকটিকে পুরোহিত পত্নীর সঙ্গে কথা বলবার সময় যেমন বেশ সাবধান হ'য়ে ও হিসাব ক'রে কথা ব'লতে হয় এই জাতকও সেই রকম যে সব বিভাগে গলার স্বর বেশ নম্রভাবে ব'দলে নিয়ে কথা ব'লতে হয় এবং খুব হিসাব ও সতর্কতার সহিত কাজকর্ম্ম ক'রতে হয় তেমন যায়গায় চাকরী বা কাজকর্ম্ম ক'রে থাকেন—যেমন চিকিৎসক, গুরু, পুরোহিত, Postmaster, Inspector, Station Master, Booking clerk, Mail Serviceএর Sorter, Sub Registrar, School Master, Professor হাঁসপাতালের ডাক্তার, উকিল। ছবি আঁকা, গান বাজনার চর্চ্চা বা যন্ত্রাদি তৈয়ারী করা, কথকতা করা, মন্ত্রণা দেওয়া, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের চর্চ্চা, ইত্যাদি।

এই জাতকের ১৭॥০ বৎসর বয়স অবধি ভারী কষ্টে কাটে। তার পর থেকে ভাল লোকের সহানুভূতি পান। ২২॥০ থেকে কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন হয়। দেনাপত্র শোধ দিতে, ঘর সংসার গোছাতে ৩৫ বৎসর বয়স অবধি কেটে যায়। ঠিক পথে জগতে চলা যে কঠিন কাজ—বাহিরের লোকের কথা দূরে থাক—নিজের ইন্দ্রিয়াদিই যে কি শত্রুতা সাধচে—এ সব দেখে শুনে ইনি একমাত্র ভগবানের চরণ আশ্রয় ক'রে থাকেন—ফলে ৩৬ বৎসর বয়স থেকে ভাল ভাল লোকের সঙ্গ পান, অর্থ উপার্জ্জন বাড়ে, সংসারের দুঃখ কষ্ট দূর

হয়—সোনার সংসার ব'লে দেখেন—শত্রুর শত্রুতা করাকে নিজের উন্নতির কারণ ব'লে বুঝে শত্রুকেও মিত্র ব'লে বোঝেন—জ্ঞান চক্ষু খুলে যায়—সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবে ভগবান্‌কে দেখে—পরমানন্দে দিন যাপন করেন আর যাঁর কৃপায় দুর্জ্জয় সংসার সমুদ্র পার হ'তে পারছেন সেই ভগবান্‌কে মন প্রাণ দিয়ে ধ'রে থাকেন। এইভাবে ৬৫ বৎসর বয়স অবধি পরমানন্দে কাটান—৬৬ বৎসর থেকে ভোগ করবার ইচ্ছা থাকে না—জগৎ আর ভাল লাগে না—তারপর যিনি এখানে পাঠিয়েছেন তিনিই জানেন।

২৫শে বৈশাখ—(ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক ও যুবক)—এই তারিখটির অধিপতি **মঙ্গল** গ্রহ।

ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক অপর একটী যুবকের সঙ্গে পথ চ'লছেন দেখে বোঝায় যে এই জাতক বেশ বুদ্ধিমান্, চালাক চৌকস, সভ্যভব্য এবং বিনয়ী। ইনি কোন রকম গণ্ডগোলের ভিতর থাক্‌তে চান না এবং কোন কিছুর অযথা আড়ম্বরও ভালবাসেন না। ইনি সত্যপ্রিয়—নিজে যেটা ঠিক ব'লে বোঝেন তাই ক'রে থাকেন—না বুঝে অন্যের কথা শুনে কোন কাজ করাকে বুদ্ধিমানের কাজ ব'লে মনে করেন না। এঁর

কর্ত্তব্যবোধ খুব বেশী—সেইজন্যে যে কাজের ভার নেন সে কাজটী ভালভাবে করবার জন্যে যথেষ্ট পরিশ্রম ক'রে থাকেন। মান সম্ভ্রমের দিকে এঁর বিলক্ষণ দৃষ্টি থাকে ব'লে ইনি সাধারণ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা একটুও ভালবাসেন না। বিদ্বান, বুদ্ধিমান্, সভ্যভব্য, যাঁদের বড় হবার ইচ্ছা আছে, চেষ্টা আছে এমন সব লোকের সঙ্গেই ইনি মিশে থাকেন। ইনি লেখাপড়ার চর্চ্চা খুব ভালবাসেন—জ্ঞান লাভের জন্যে বেশ ভাল ভাল লোকের লেখা নানা রকম বই পত্র প'ড়ে থাকেন—বহুদেশ ভ্রমণ করেন—সেই জন্যে জানাশুনা এঁর খুব বেশী। এঁর বেশভূষা, চালচলন, কথাবার্ত্তা বেশ সংযত ভাবের। ইনি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং জিনিসপত্রেও এঁর বেশ যত্ন থাকে। স্বাস্থ্যটী ভাল রাখবার জন্য এঁর বিলক্ষণ চেষ্টা থাকে—খাওয়া দাওয়াও এঁর বেশ হিসাবের উপর—যেখানে সেখানে যা তা খান না। নিজের চেয়ে যাঁরা বয়সে বড় বা জ্ঞানে বড় ইনি তাঁদের যথেষ্ট খাতির সম্মান ক'রে থাকেন এবং যাঁরা বয়সে ছোট বা জ্ঞানে ছোট তাঁদের সৎশিক্ষা ও বড় হবার সুবিধা দিয়া থাকেন। ইনি নিজের জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি, বয়স, অবস্থা ও কার্য্যকলাপের দিকে দৃষ্টি রেখে চ'লে থাকেন—ফলে নিজের দোষগুণ নিজেই দেখ্‌তে পান—আর সেইজন্যে কেহ অন্যায় কাজ ক'রলে তার উপর বিরক্ত না হ'য়ে বা তাকে ঘৃণা না ক'রে—ভাল হবার জন্যে তাকে বুঝিয়ে বলেন। নিজে ঠিক তার মত অবস্থায় পড়লে কি ক'রতেন বা না ক'রতেন সেটাও ভেবে দেখেন। ইনি নিজেও যেমন সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'রতে

চান—সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয় স্বজন সকলেই য'াতে সেই রকম সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন এটাও চান। দেখাশুনা খাওয়াপরা কোন কিছুরই সুখ ইনি একলা ভোগ ক'রতে চান না। ইনি এঁর মাতাপিতার যৌবন বয়সের সন্তান এবং তাঁদের প্রথম সন্তান না হ'লেও জ্যেষ্ঠ পুত্র বটে। এঁর ছোট ভাই থাকে—তাঁদের অবস্থাও ভাল এবং তাঁরা সুশিক্ষিত। এঁর মাতাপিতাও তাঁদের মাতাপিতার প্রথম সন্তান নহেন। এই জাতকের পিতার জমিজমা বিষয় সম্পত্তি থাকে ; তিনি Government Officeএ কিম্বা কোন জমিদারের কাছে কাজ ক'রে থাকেন।

এই জাতক যে দেশে বা যে পল্লীতে বাস ক'রেন সে যায়গায় এঁর স্বজাতীয় লোকই বেশী—কিম্বা যে বিভাগে কাজ করেন সেই বিভাগের লোকেই বেশী। শিষ্য সেবক আছে এমন ব্রাহ্মণ, উকিল, ব্যবসাদার, চিকিৎসক এবং শিক্ষকতা করেন এমন সব লোক এঁর প্রতিবাসী। নিষ্ঠুর ও দুর্দান্ত প্রকৃতির একঘর লোক এঁর বাড়ীর কাছে থাকে। এঁর বাড়ী সদর রাস্তার উপর—নদী, পুকুর বা অন্য কোন জলের যায়গা বাড়ীর কাছে থাকে। ইনি নিজের জন্য পয়সা কড়ি বড় একটা খরচ ক'রতে চান না কিন্তু অন্যের জন্যে বড় বেশী খরচ ক'রে থাকেন—সেইজন্যে পয়সা রোজগার ক'রলেও সে রকম পয়সা রাখতে পারেন না। ইনি বাল্যকাল থেকে কোন পুরুষ আত্মীয়ের নিকট আদর যত্ন পেয়ে থাকেন। এঁর বাড়ীতে সুখের অভাব থাকে না—কিন্তু ইনি শান্তি পান না। বাড়ীর বাহিরে থাকলেই ইনি শান্তি পান। বাড়ী এঁর ভাল লাগে না।

খুব বড় না হ'লেও নামজাদা যায়গায়—যেখানে ধনী বিদ্বান্ ও Government Officeএ বড় চাকরী করেন এমন সব ভাল ভাল লোকের বাস, থানা আছে এমন দেশে, জমিজমা আছে, ভাল কাজ কর্ম্ম করেন এবং সকলেই খাতির সম্মান করে এমন লোকের বাড়ীতে ইনি বিবাহ করেন। এঁর স্ত্রীর চোখের গঠন বেশ ভাল। তিনি একগুঁয়ে—নিজে যেটা ভাল বোঝেন সেইটাই ক'রতে চান। তিনি খুব মিশুক নন্। শাসন করবার ক্ষমতা তাঁর বেশী এবং বুদ্ধিও তাঁর ভাল। তিনি কর্ত্তৃত্ব ক'রতে খুব ভালবাসেন—তিনি মিথ্যাকথা বলা বা কোন রকম বাচালতা করা একটুও সহ্য ক'রতে পারেন না। তাঁর প্রকৃতি একটু কড়া।

ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক নিজের অনুরূপ অপর একটী যুবকের সঙ্গলাভ ক'রলে—তার কাছে সে যেমন নিজের বিদ্যা, শিক্ষা, ধারণা, মতামত ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে গল্প করে এই জাতকও সেই রকম যে সব বিভাগে প্রশ্ন ইত্যাদির সাহায্যে বা অন্যের মতামত নিয়ে কাজ করা হয় তেমন যায়গায় চাকরী ক'রে থাকন—যেমন ডাক্তার, কবিরাজ উকিল, ব্যারীষ্টার, Attorney, Judge, Sub Judge, Munsiff, Police Inspector, School Master, Professor Sporting Club, Dramatic Club, Custom House, Cinema House, জমিদারী বিভাগ, Municipal Office বা Electricl Deparment. Loco Deptt, Mill, Factory, Military Deptt. কিম্বা Signal আলো, ফটো, চশমা, দুরবীন সংক্রান্ত কাজ হয় এমন সব

যায়গা। ইনি সাধারণের যাতে ভাল হয় এমন ধরণের—পুস্তকাদিও লিখে থাকেন। যে কাজই ইনি করেন সেই কাজেই এঁর খুব সুখ্যাতি হ'য়ে থাকে। এঁর সন্তান স্থান ভাল—দুটী কি তিনটী ছেলে হ'য়ে থাকে—তারা সুশিক্ষিত হয়—সুখ সম্মানও ভোগ করে। এই জাতক বিশেষ কোন ধর্ম্মের বাঁধনের ভিতর থাকতে চান না—নিজের সুবিধামত ধর্ম্ম আচরণ ক'রে থাকেন—সত্য পথে থাকতে চান। ধর্ম্মের জন্যে কষ্ট ক'রতে পারেন না কাজে কাজেই ধর্ম্মপথে তেমন এগুতে পারেন না।

মোটামুটি হিসাবে ৯ বৎসর বয়স অবধি এঁর খুব ভাল সময়। ১০ থেকে ১৪॥০ বৎসর অবধি ভাল নয়—মনে কষ্ট পান, বাড়ী ঘর নষ্ট হয়, বিদেশে পরের বাড়ীতে বাস ক'রতে হয়—১৭ বৎসর বয়স থেকে একটু করে ভাল হ'তে থাকে—কাজকর্ম্ম হয়, নানা দেশে ভ্রমণ করেন ও খাতির সম্মান পান। ২৯ বৎসর অবধি এইভাবে কাটে। তার পর থেকে ৩৫ বৎসর বয়স অবধি—ভারী খারাপ সময়—অসুখ বিসুখ করে, বিবাদ বিসংবাদ, জ্ঞাতিপীড়ায় এবং টাকাকড়ি নষ্ট ক'রে মনে কষ্ট পান বন্ধু-বান্ধবদের কাছে অসদ্ব্যবহার পেয়ে—লোকের উপর ঘৃণা হ'য়ে যায়। তার পর থেকে এঁর ভাল সময় আরম্ভ হয়—অর্থলাভ, সুখ সম্মান হ'তে থাকে—ভাল ভাল লোকের সঙ্গে জানাশুনা হয়, টাকাকড়ি জমান, বাড়ী ঘর বিষয় সম্পত্তি করেন। এইভাবে ৫২॥০ বৎসর অবধি যায়। তার পর থেকে আরাম করবার ইচ্ছা প্রবল হয়—কাজকর্ম্ম ক'রতে ভাল লাগে

না—ইচ্ছামত দেশ বিদেশে বেড়ান কখন কখন একটু আধটু কাজকর্ম্ম করেন। ৭৭ বৎসর বয়স অবধি বেশ সুখেই জীবন যাপন করেন—৭৮ বৎসর বয়স থেকে স্বাস্থ্য খারাপ হ'তে থাকে—তারপর জগদীশ্বরই জানেন।

২৬শে বৈশাখ—(ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক ও বধূ)—এই তারিখটির অধিপতি দৈত্যগুরু **শুক্র**।

ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক বধুকে সঙ্গে নিয়ে পথ চ'লছেন দেখে বোঝায় যে এই জাতক সাধারণের সঙ্গে বড় একটা মেলামেশা ক'রতে চান না, সাংসারিক কাজ কর্ম্ম বা পাওনা গণ্ডার হিসাব পত্র নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। নিজের বংশের মান সম্ভ্রম যাতে বাড়ে, আত্মীয় স্বজন যাতে বেশ সুখ স্বচ্ছন্দে থাকে—কেহ কোন রকম কষ্ট বা অসুবিধা ভোগ না করে—ছেলে-পিলেগুলি যাতে মানুষ হয় এসব বিষয়ে এঁর বিশেষ দৃষ্টি থাকে। ইনি প্রত্যেক কাজ করবার আগে নিজে যতদূর পারেন ভেবে দেখেন—তার উপর কোন ভাল লোকের কাছে যে কাজটি করবেন ব'লে স্থির করেন সে বিষয়ে যুক্তি পরামর্শও নিয়ে থাকেন—নিজের ইচ্ছামত হঠাৎ কোন কাজ করেন না—এমন কি নিজের মতামতও সহজে প্রকাশ করেন

না। ইনি সভ্যভব্য বিনয়ী এবং সব সময়েই মানীর মান রেখে চলেন। ইনি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন—বেশভূষা সাধারণ ভদ্রলোকের মত—বিশেষ কোন আড়ম্বর থাকে না। এঁর স্বাস্থ্য ভাল হ'লেও ইনি শারীরিক পরিশ্রম বড় একটা ক'রতে চান না—পয়সা খরচ ক'রে বা মিষ্টি কথা ব'লে অপরকে দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নেন। ইনি কর্ত্তব্যপরায়ণ—সেইজন্যে সময়ে সময়ে এঁর প্রকৃতি একটু কড়া ব'লে মনে হয় কিন্তু লোকের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করায় এবং কথাবার্ত্তা বেশ ভালভাবে বলায় লোকে এঁকে ভক্তিও করে এবং ভালও বাসে। ইনি ছোট বড় সকলের সঙ্গেই সদ্ভাব রেখে চলেন—সহজে কা'রও মনে কষ্ট দিতে চান না—কেবল চাঁদ চাওয়া দলের লোকদের খুসি ক'রতে পারেন না। এঁর বোঝবার ক্ষমতা যতটা বুঝিয়ে বলবার ক্ষমতা ততটা থাকে না—ইনি বেশী কথা ব'লতে ভালবাসেন না। লেখাপড়া জানা এবং ভাল লোকের সঙ্গ না পাওয়ায় এঁকে নানারকম অসুবিধার ভিতর দিয়ে লেখাপড়া শিখতে হয়। নামজাদা কোন ভাল সহর বা গ্রামের কাছাকাছি একটু ছোট ধরণের যায়গায় এঁর বাসস্থান। গ্রামের মাঝখানে বা একপাশে সদর রাস্তা থেকে দূরে—এঁর বাড়ী। দোমহলা বাড়ীতে এঁর বাস, ইনি যে ঘরে থাকেন সেটী একপাশে, দরকার হ'লে সে ঘরটিকে বাহিরের ঘরও করা যায় আবার তার ভিতর দিয়ে বাহিরের বাড়ীতেও আসা যায়। অন্যান্য বড় বড় লোকের বাড়ীঘর বা যায়গা এঁর বাড়ীর কাছে থাকায় ইনি নিজের বাড়ী ঘর পরিসরে

বাড়াতে পারেন না। টাকাকড়ি যথেষ্ট থাকায় ব'সে ব'সে খান, চিকিৎসক, বড়লোক, উকিল, শিক্ষা বিভাগে কাজ করেন এমন সব লোক এঁর প্রতিবেশী। এঁর বাড়ী দোমাথা রাস্তায়—মোড়ের উপর। বাড়ীর কাছেই Urinal, Lavatory প্রভৃতি এমন দুর্গন্ধময় একটি যায়গা থাকে যার জন্যে সময়ে সময়ে বেশ অসুবিধা ভোগ ক'রতে হয়। এই জাতকের মাতৃকুল বংশমর্য্যাদায় খুব বড়—তাঁদের জমিজমা খাতির সম্মান যথেষ্ট। পিতৃকুল তেমন বড় নহে—তবে তাঁদের সদ্‌গুণের জন্যে সকলেই ভালবাসে ও সম্মান করে। এই জাতকের অনেকগুলি ছোট ভাই থাকে—বড় ভাই থাকে না। জাতক এঁর মাতাপিতার প্রথম সন্তানও নহেন।

চাকরীই যে দেশের সাধারণ লোকের উপজীবিকা এবং চাকরী ক'রে যে দেশের কোন লোক বড় ও ঐশ্বর্য্যশালী হ'য়েছেন এমন দেশে—জমিজমা বিষয় সম্পত্তি আছে, লেখা পড়া জানা, টাকাকড়ি বিষয় সম্পত্তির আয় ব্যয়ের হিসাব রাখেন, Bank, Insurance Office বা Cash Department এ চাকরী করেন এমন লোকের বাড়ীতে ইনি বিবাহ ক'রে থাকেন। অল্প বয়স থেকেই এঁর স্ত্রী পাঁচজনকে নিয়ে বেশ ভালভাবে চ'লতে পারেন—তিনি বুদ্ধিমতী এবং সংসারের কিসে উন্নতি হয় সে বিষয়ে তাঁর খুব দৃষ্টি থাকে। তিনি নিন্দাকে বড় ভয় করেন এবং সংসারে নিন্দা করবার মত অনেক লোক থাকায় তাঁকে সর্ব্বদাই হিসাবের উপর থাকতে হয়—আর বড় বেশী খাটতে হয়। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল রাখবার

জন্যে মধ্যে মধ্যে তাঁকে একলা থেকে বিশ্রাম ক'রতে দেওয়া উচিত। এই জাতকের সন্তান স্থান ভাল—যে ৫।৬টি ছেলেপিলে হয় তারা বেশ বুদ্ধিমান্—এবং মানুষের মত হ'য়ে সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করে।

এই জাতক Finance Deptt, Revenue Deptt, Post Office, Royal Mail Service, Rail, ইষ্টিমার ইত্যাদির Cash Office, Stamp & Stationery Office, Sub Registrar's Hd. Office, Bank, Treasury, Currency, Store, Library, Museum, Tosha Khana, Record Office, Jwelleryর দোকান, Credit Society, Insurance Office, Attorney প্রভৃতির অফিস যেখানে টাকাকড়ি নিয়ে কাজ হয় কিম্বা যেখানে দলীল ইত্যাদি থাকে এমন যায়গায় বেশ খাতিরের সহিত পাঁচজনের মধ্যে থেকে চাকরী করে থাকেন। এঁকে সাংসারিক কাজ খুব বেশী করতে হয়—সেইজন্যে সকল কাজই শ্রীভগবানের কাজ এই ভেবে প্রসন্ন মনে থাকা দরকার। মধ্যে মধ্যে ঠাকুর দেবতার কথা বা সাধু সজ্জনের জীবনী শোনা ও দাস্যভাবে গুরুজনের সেবা করাই এঁর ধর্ম্ম। যোগ-যাগ বা উপবাস ক'রে ধর্ম্ম ক'রতে যাওয়া এঁর একেবারেই ভাল নহে।

এই জাতকের ১৪ বৎসর বয়স অবধি এক রকম ভাল সময় তার পর থেকেই সংসারে নানারকম খরচপত্র অশান্তি এসে জুটতে থাকে। নানাস্থানে ভ্রমণ, লেখাপড়ার অসুবিধা এবং মধ্যে মধ্যে কঠিন পীড়া হ'য়ে থাকে। ১৯ বৎসর

বয়সের পর থেকে একটু একটু ক'রে ভাল হ'তে থাকে। ২২॥০ বৎসর বয়সের পর চাকরী হয়—বিদেশে নানাস্থানে ভ্রমণ ও পরের বাড়ীতে বাস হয়ে থাকে। ২৯ বৎসর থেকে ৩৯ বৎসর বয়স অবধি নানা প্রকারে সংসারে অশান্তি ভোগ হয়। বহু ভ্রমণ হ'য়ে থাকে—কর্ম্মস্থলে উন্নতি হ'লেও খরচ পত্রও খুব বেশী হয়। ৪০ থেকে এঁর ভাল সময় আরম্ভ হ'তে থাকে—বাড়ী ঘর তৈয়ারী হয় খাতির সম্মান বাড়ে—আর্থিক উন্নতিও হয় তবে সংসারে বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে যথেষ্ট খরচপত্র হয়। ৪৭॥০ বৎসর বয়স থেকে এঁর সংসারে সকল দিক দিয়েই বেশ ভাল হ'তে থাকে টাকাকড়ি রোজগার বাড়ে, পাঁচটা ভাল ভাল লোকের সঙ্গে জানাশুনা হয়—বাড়ীঘর ক'রে—পাঁচটা লোককে খেতে প'রতে দিয়ে খাতির সম্মান সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'রে মনের আনন্দে কাটান—তবে ছেলেদের শিক্ষা ব্যাপারে অত্যন্ত খরচ পত্রও হয়। ৯৫ বৎসর বয়স অবধি কর্ম্ম করার পর তীর্থাদি ভ্রমণ হ'য়ে থাকে এবং জমিজমা বিষয় সম্পত্তি নিয়ে খাটুনিও বাড়ে। ৬০ বৎসর বয়সের পর থেকে ৬৫ বৎসর বয়স অবধি সুখে কাটে—মধ্যে মধ্যে বিদেশে ভ্রমণ হয়। ৬৫ বৎসর বয়সের পর শরীরে বায়ু বৃদ্ধি হ'য়ে বাতের পীড়ায় খুব কষ্টভোগ হয়। নীচ ব্যবহারে মনে কষ্ট পান, যাদের বিশ্বাস করে টাকাকড়ি দিয়ে উপকার ক'রেছিলেন তারাই অসৎ ব্যবহার করে। ৬৬ বৎসর বয়সে উদর ও যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পান, কিছুই ভাল লাগে না। তারপর সেই ইচ্ছাময়ই জানেন।

২৭শে বৈশাখ—(ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক ও বালক)—এই তারিখটির অধিপতি বালক গ্রহ—**বুধ**।

ধীশক্তিসম্পন্ন যুবকটি জীবনের পথে একটি বালককে সঙ্গে নিয়ে চ'লছেন দেখে বোঝায় যে এই জাতক বাল্যকাল থেকেই ভাল ভাল লেখাপড়া জানা লোকের সঙ্গ পেয়ে থাকেন। লেখাপড়া সংক্রান্ত কাজকর্ম্ম নিয়ে এঁকে জীবন-যাপন ক'রতে হয়। এঁর জানবার ও শেখবার ইচ্ছা খুব বেশী সেইজন্যে ইনি যা পড়েন বা দেখেন শোনেন তা বেশ ভাল ভাবে বুঝতে চান। নিজের জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধি বাড়বার জন্যে ইনি পরিচিত বা অপরিচিত যে কোন যায়গায় কোন ভাল লোকের সন্ধান পেলেই সেখানে যান এবং তাঁর কথাবার্ত্তা বেশ মন দিয়ে শোনেন—তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার থাকলে জিজ্ঞাসা করেন—তাতে লজ্জাবোধ করেন না। ইনি সাধারণের জ্ঞানলাভের সুবিধার জন্য ভাল ভাল পুস্তকাদি রচনা ক'রে থাকেন। এঁর স্মরণ শক্তি খুব বেশী সেইজন্যে ইনি যা পড়েন বা শোনেন তা বেশ মনে রাখতে পারেন—আর দরকার হ'লে সেগুলি আবার মুখস্থ ব'লতেও পারেন। ইনি অতি কঠিন বিষয়ও বেশ সহজ কথায় বুঝিয়ে ব'লতে পারেন। ইনি সাধারণতঃ নিজের জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিতে চান না কিন্তু যেখানে দেখেন পরিচয় না দেওয়ার জন্যে ছোট হ'তে হ'চ্চে সেখানে নিজের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে থাকেন। ইনি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কিন্তু বেশ ভুষার তেমন

আড়ম্বর থাকে না। টাকা পয়সা রোজগার ক'রলেও হাতে ইনি পয়সা রাখতে পারেন না—টাকা পয়সার যে কোন দাম আছে এঁর খরচ পত্রের রকম দেখলে তা একেবারেই বোঝায় না। নিজের জন্যে ইনি খরচ ক'রতে চান না কিন্তু অপরকে অন্যায় ভাবে খরচ ক'রতে দেখলে বকাবকিও করেন। লোকের সঙ্গে মেলামেশা করবার ক্ষমতা এঁর থাকলেও অযথা গল্প বা খেলা ক'রে, ইনি সময় নষ্ট করেন না। ইনি সব সময় নিজেকে বেশ ভাল ভাবে গ'ড়ে তুলতে চান আর সেই সঙ্গে অন্যকেও গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা ক'রে থাকেন। ইনি দেশে বিদেশে বেড়াতে আর সেই সেই দেশের আচার রীতি নীতি জান্‌তে ভাল-বাসেন

এই জাতকের মাতৃকুল বংশ মর্য্যাদায় খুব বড়। তাঁদের জমিজমা খাতির প্রতিপত্তি এককালে খুবই ছিল, ক্রমেই তাঁদের অবস্থা খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। পিতৃকুল তেমন বড় না হ'লেও বিদ্যাবুদ্ধি ও সৎস্বভাবের জন্যে দেশের সকলেই তাঁদের ভালবাসে ও সম্মান করে। এঁর মাতুলালয় নামজাদা যায়গায় পিতৃকুলের বসবাস তেমন বড় যায়গায় না হ'লেও বিদ্বান্‌ ও পণ্ডিতের দেশে। গ্রামের মধ্যে যে পাড়াটা রেল বা ষ্টিমারের ইষ্টিসানের কাছে তেমন যায়গায় এঁর বাড়ী। ব্যবসাদার আদালতে, ডাকঘরে ছাপাখানায়, রেল বা ট্রাম অফিসে, শিক্ষা বিভাগে কাজ করেন এমন সব লোক এঁর প্রতিবাসী। মাঝারী ধরণের রাস্তার উপর তেমাথার কাছে এঁর বাড়ী। এঁর অনেকগুলি বড় ছোট ভাই ভগিনী থাকে—বাড়ীতে

ঝগড়া বিবাদ গণ্ডগোল লেগেই থাকে—বাড়ী এঁর ভাল লাগে না—বাড়ীর বাহিরে থাকলেই ইনি থাকেন ভাল। এই জাতক বাল্যকাল থেকে পিতৃস্থানীয় কোন পুরুষ আত্মীয়ের কাছে আদর যত্ন পেয়ে থাকেন।

ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক যেমন বালকের সঙ্গ ক'রলে বালকটিকে নানা বিষয়ে সৎশিক্ষা এবং উপদেশ ইত্যাদি দিয়ে তার কাছ থেকে খাতির সম্মান অর্জ্জন ক'রে থাকে—এবং বালকটীর বোঝবার সুবিধার জন্যে ভাষার দিকেও দৃষ্টি রাখেন—এই জাতকও সেই রকম বড় বড় গ্রন্থের মর্ম্ম সাধারণে যাতে সহজে বেশ বুঝতে পারে এমন সরল ভাষায় অনুবাদ ক'রে প্রচার করেন বা টীকা ইত্যাদি লিখে থাকেন। ইনি শিক্ষা বিভাগে চাকরী ক'রে বিদ্বান্ ছাত্রদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন কিম্বা বড় অফিসে কাজ ক'রে অধীনস্থ বা নীম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের কি ক'রতে হবে বা না হবে সে সম্বন্ধে উপদেশ দেন বা লিখে হুকুম জানিয়ে থাকেন, যেমন—Private Secretary, Personal Assistant, Manager Superintendent, Professor, Demonstrator, উকিল ব্যারিষ্টার, Inspector, Station Master, Overseer Engineer, নায়েব, গোমস্তা Accountant, Insurance Officeএর Agent, সংবাদ পত্রের Officeএর Reporter, Stenographer, Engine Driver, ইত্যাদি। ব্যবসা ক'রলে বই, কাগজ, পেনসিল, Survey করবার যন্ত্রপাতি বা খেলনার দোকান, ছাপাখানা, কোম্পানীর কাগজের দালালী ইত্যাদি

ক'রে থাকেন। এঁর বিদ্যাবুদ্ধি খুব বেশী থাকলেও অর্থ উপার্জ্জন করবার কৌশল ইনি ভাল জানেন না। ইনি আপন পর সকলের সঙ্গেই আপনার লোকের মত ব্যবহার করে থাকেন, যতটা সাহায্য করেন ততটা সাহায্য পান না।

ব্যবসা প্রধান যায়গায়—শিক্ষা বিভাগে, আদালতে, রেলে, ডাকঘরে সংবাদ পত্রের Officeএ কাজ করেন এমন লোকের বাড়ীতে ইনি বিবাহ করেন। এঁর স্ত্রী বেশ বুদ্ধিমতী এবং তিনি শিল্পকর্ম্ম ও লেখাপড়া জানেন। তাঁর প্রকৃতি খুব সরল—কথাবার্ত্তা ও লোকজনের সঙ্গে ব্যবহারও খাসা। তিনি নিজেকে কখন বড় ব'লে দেখেন না। তিনি বেড়াতে খুব ভাল বাসেন। এই জাতকের সন্তান স্থান বেশ ভাল নয়—অনেকগুলি ছেলেপিলে হয় এবং তাঁদের স্বাস্থ্য ভাল হয় না—পঞ্চম পুত্রটী বিদ্যাবুদ্ধিতে বেশ ভাল হয়। ইনি ছোট বড় সকলকেই সমান চক্ষে দেখ্‌তে চান—ধর্ম্ম পুস্তক প'ড়ে এবং ধর্ম্ম কথা শুনে—খাঁটি মানুষ হ'তে চেষ্টা করাই এঁর ধর্ম্ম।

এই জাতকের ৯ বৎসর বয়স অবধি এক রকম সুখে কাটে। তারপর থেকে ১৪৷৷০ বৎসর বয়সের মধ্যে দৈবদুর্ব্বিপাকে বাড়ীঘর, বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হ'য়ে যায়--বিদেশে পরের বাড়ীতে বাস, নিজের অসুখ বিসুখ নানা রকম অসুবিধাভোগ—মায়ের পীড়া ইত্যাদি হয়। ১৭৷৷০ থেকে ভাল লোকের সঙ্গ হয়—লেখাপড়ায় মন যায়—লেখাপড়ায় উন্নতিও হয়। ১৯ থেকে ২৪ অবধি বেশ ভালভাবে লেখাপড়া শেখা হয়—২৪ বৎসর বয়সের পর থেকেই

কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। ২৭৷৷০ থেকে ৩০ অবধি বিদেশে ভ্রমণ ও ধীরে ধীরে কর্ম্মস্থলে উন্নতি হয়—৩৫ অবধি মনে শান্তি থাকে না—উন্নতি হ'লেও মনের মত হয় না—গৃহে শান্তি থাকে না—বিবাদ বিসংবাদ হ'য়ে থাকে। তার পর থেকে ভাল ভাল লোকের সঙ্গে জানাশুনা হ'তে থাকে—মানসম্ভ্রম বাড়ে অর্থোপার্জ্জনও হ'তে থাকে—এইভাবে ৫৫ বৎসর বয়স অবধি বেশ সুখে কাটে—এঁর জীবনে সুখ সম্মান ঐশ্বর্য্যই ভোগ হয়, শান্তি তেমন পান না। ৫৬ থেকে ৬১ অবধি মধ্যে মধ্যে বাতের পীড়ায় কষ্ট—বিদেশে ভ্রমণ—চাষবাস বা বাগান ইত্যাদি করবার ঝোঁক চাপে—তা করা কিন্তু একেবারেই উচিত নহে। ৬১ বৎসরের পর নীচ জাতীয় লোকের দ্বারা প্রতারিত হন অর্থক্ষয় হয়, মনে কষ্ট পান, শরীর ভেঙ্গে যায়—জগতে কিছুই ভাল লাগে না। তার পর—পরম পিতা পরমেশ্বরই জানেন।

২৮শে বৈশাখ—(ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক ও মাতা)— এই তারিখটির অধিপতি **চন্দ্র** গ্রহ।

ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক মাতাকে সঙ্গে নিয়ে পথে চ'লছেন দেখে বোঝায় যে এই জাতক বেশ শান্ত, শিষ্ট, ধীর নম্র এবং

বিনয়ী—এঁর দায়িত্ববোধ খুব বেশী—সেইজন্যে যখনই যে কাজ করেন তা বেশ যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিতই ক'রে থাকেন। ইনি কোন কাজই হঠাৎ করেন না—আগে বেশ ক'রে ভেবে দেখেন যে শেষ বজায় রাখতে পারবেন কিনা—তার পর কাজে লাগেন। ইনি পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন—সাজসজ্জার তেমন আড়ম্বর না থাকলেও পারিপাট্য থাকে এবং জিনিসপত্র যা ব্যবহার করেন তা বেশ যত্নের সহিতই ক'রে থাকেন। লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারও এঁর খাসা—তবে ইনি যার তার সঙ্গে মিশতে চান না এবং কোন রকম গণ্ডগোল বিবাদ বিসংসাদ—বাজে কথা বলা বা খেলা ধূলা ক'রে সময় নষ্ট করা একটুও ভালবাসেন না। ইনি কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী এবং আশ্রিতবৎসল—আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের সুখে রাখবার জন্যে যতদূর পারেন কষ্ট করেন—কোন রকমেই তাদের কষ্ট দিতে চান না—প্রত্যেক কাজের পরিশ্রমজনক বা দায়িত্বজনক অংশ নিজে করেন—যা সহজ সাধ্য সে সব কাজ অন্যের দ্বারাই করিয়ে নেন। ইনি অপমান হওয়াকে বড় ভয় করেন—সেই জন্যে যা'তে মানের লাঘব হয় এমন কাজ করেন না বা এমন ভাবের কথাবার্ত্তা বলেন না - যতদূর সম্ভব লোকের মান রেখে চলেন—ফলে ছোট বড় সকলের কাছেই আদর যত্ন ও খাতির পেয়ে থাকেন। এঁর অন্তর খুব কোমল—সেইজন্যে নিজের দুঃখ কষ্টেও যেমন সহজেই হতাশ হ'য়ে পড়েন পরের দুঃখ কষ্ট দেখলেও সেই রকম একটুতেই কাতর হন—আর যতদূর সাধ্য সাহায্যও করেন—এরজন্যে এঁকে সময়ে সময়ে

অতিরিক্ত খরচ ক'রে দেনাপত্রে জড়ীভূত হ'তেও হয়। ইনি লেখাপড়ার চর্চ্চা খুব ভাল বাসেন। নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে ধর্ম্ম গ্রন্থাদি এবং সাধারণের যাতে উপকার ক'রতে পারেন সেই জন্যে জ্যোতিষ বা চিকিৎসা শাস্ত্রাদি প'ড়ে থাকেন। ইনি লোকজনকে খাওয়াতে পরাতে দিতে থুতে খুব ভালবাসেন।

এই জাতকের মাতৃকুলের সম্মান গৌরব এককালে খুবই ছিল—গোষ্ঠীও খুব বড় ছিল—সমস্তই কিন্তু নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। ধার্ম্মিক ও পণ্ডিতের বংশ ব'লে পিতৃকুলের যথেষ্ট খাতির আছে কিন্তু ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে বাস করার জন্যে তেমন বড় ব'লে গণ্য হন না। এঁর বাড়ীঘর তেমন বড় না হ'লেও অনেকখানি যায়গার উপর—এবং সাবেক ধরণের। ইঁদারা, পুকুর, জলের কল বা নদী, গুরু বা পুরোহিতের কাজ করেন এমন ব্রাহ্মণ, সঙ্গতিপন্ন কোন ব্রাহ্মণের বাড়ী, রাজসরকারে চাকরী করেন এমন লোক, উকিল, ব্যবসাদার এবং একঘর দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোকের বাড়ী এঁর বাড়ীর কাছে থাকে। গ্রামের একপাশে অথচ বাজারের কাছে এর বাড়ী—সদর রাস্তা ছেড়ে—ছোট রাস্তা ধ'রে এঁর বাড়ী যেতে হয়। এই জাতকের ভ্রাতৃস্থান ভাল নয়। ছোট ছোট ভাই থাকলেও তাদের সঙ্গে মিল থাকে না। ইনি বাল্যকাল থেকে মাতৃস্থানীয়া কোন স্ত্রীলোকের কাছে আদর যত্ন পেয়ে থাকেন।

ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক যেমন অর্থ উপার্জ্জন ক'রে বাড়ীতে

এনে মাকে দেবার সময় সে অর্থ কি ভাবে খরচ ক'রতে হবে—কা'কে কত দিতে হবে ব'লে দেন কিম্বা বাহিরে থেকে জিনিসপত্র এনে সেগুলি কি ভাবে ব্যবহার ক'রতে হবে, কোন জিনিসটী কোথায় রাখতে হবে তাঁকে বুঝিয়ে দেন এই জাতকও সেই রকম যে জায়গায় মালপত্র সংগ্রহ ক'রে উপযুক্ত স্থানে পৌঁছে দেওয়া হয় কিম্বা সংসার ক'রতে গেলে কাজে লাগে এমন সব জিনিসপত্র যেখানে তৈয়ারী হয় বা ঐ সব জিনিসের কারখানায় মাল তৈয়ারী হবার জন্যে Raw Material সংগ্রহ করা হয় এমন অফিসে চাকরী করেন কিম্বা ঐ ধরণের কাজকর্ম্ম বা ব্যবসা ক'রে থাকেন—যেমন—Goods Offiice, Parcel Offiice Booking Office, Telegraph Office, Port Commissioners Jetty Post Office, জলের কল, পাইপ ইত্যাদির দোকান, Export Importএর কাজ হয় এমন সব Office, পাঁচনের দোকান; দেশলাই, ঔষধ, কাঁচ, চামড়ার কারখানা, চিনি, পাট, কাগজ ইত্যাদির Mill জামা, কাপড় টুপি ইত্যাদির দোকান, Railway yard Cabin, Royal Mail Service, School College, বইয়ের দোকান।

জলের ধারে ব্রাহ্মণ-প্রধান দেশে এবং এককালে যেখানে খুব বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন এমন দেশে খাতির সম্মান আছে এবং এক কালে যাঁদের টাকাকড়ি বিষয় সম্পত্তি ছিল—এখন অবস্থা খারাপ হ'য়ে গেছে এমন লোকের বাড়ীতে এই জাতকের বিবাহ হ'য়ে থাকে। এঁর স্ত্রী বেশ

শান্ত ও ধীর প্রকৃতির এবং তিনি ভারী লজ্জাশীলা—তিনি বেশ মিশুক নন। তাঁর আত্মসম্মানবোধ খুব বেশী এবং ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁর মতি থাকে—সংসারের যাতে ভাল হয় উন্নতি হয় সেজন্যে যতদূর সাধ্য তিনি হিসাব ক'রে চলেন—বেশী খরচ করা ভালবাসেন না। তিনি বেশী কথাবার্ত্তা ব'লতে চান না আপন ভাবে প্রায় চুপ ক'রেই থাকেন—কিন্তু কেহ অন্যায় ব্যবহার ক'রলে কিম্বা কোন রকমে তাঁকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ক'রলে রেগে যান তখন চুপ ক'রে থাক্‌তে পারেন না—ক্রমাগত ব'কতে থাকেন—শান্ত হ'তে দেরী হয়। এই জাতকের পুত্রস্থান ভাল নহে। প্রথম পুত্র প্রায়ই বাঁচে না।

মোটামুটী হিসাবে ৯ বৎসর বয়স অবধি এঁর বেশ ভাল সময়। তার পর থেকেই সংসারে অশান্তি আস্‌তে থাকে, দৈবদুর্ব্বিপাকে বাড়ীঘর নষ্ট হয়, বিশেষ কোন পুরুষ আত্মীয়ের বিয়োগে মনে কষ্ট পান, বিদেশে বা পরের বাড়ীতে বাস করতে হয়। ১৯ বৎসর বয়সের পর থেকে কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়—অর্থোপার্জ্জন হ'তে থাকে—খরচ পত্রও বেশী বেশী হ'তে থাকে। ২৯ বৎসরের পর থেকে ৩৫ বৎসরের মধ্যে কঠিন পীড়া, বিবাদ বিসংবাদ—আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধুবান্ধবদের নীচ ব্যবহারে মনে কষ্ট পান—কর্ম্মস্থলে "কাজের লোক" ব'লে সুনাম হয় কিন্তু আর্থিক উন্নতি তেমন হয় না। তার পর থেকে ৫২৷৷০ বৎসর বয়স অবধি খাসা সময়—খাতির সম্মান বাড়ে—পয়সা রোজগারও যথেষ্ট হয়,—সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'রে কাটে। তার পর থেকে সময়

একটু একটু ক'রে খারাপ হ'তে থাকে বিবাদ বিসংবাদ—কর্ম্মস্থলে গোলমাল—আয় কমে যায় খরচপত্র বাড়ে। ৫৭।৫৮।৫৯ এ তিন বছর আবার একটু ভাল, অর্থোপার্জ্জন একটু বাড়ে, সংসারে বিষয় সম্পত্তি দেখাশুনা করেন অশান্তি ভাবটা কমে। ৬০ বৎসরে বহু দেশ ভ্রমণ হয়। ৬১ ও ৬২ বৎসর ধর্ম্ম আলোচনা ক'রে কাটে মধ্যে মধ্যে বাত ও পিত্ত ঘটিত পীড়ায় কষ্ট পান শরীরও ভাঙ্গতে থাকে মনে কষ্ট পান—জগৎ ভাল লাগে না। তার পর সেই শান্তিময় পুরুষই জানেন।

২৯শে বৈশাখ—(ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক ও পিতা)—এই তারিখটির অধিপতি গ্রহরাজ—**রবি**।

ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক পিতার সঙ্গে পথ চ'লছেন দেখে বোঝায় যে এই জাতক বেশ বুদ্ধিমান, চালাক চৌকস কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী ভাল ধরণে কাজকর্ম্ম করার জন্যে যে সব লোকের যথেষ্ট খাতির সম্মান আছে কিম্বা বিদ্যা বুদ্ধি বা অন্য কোন গুণ থাকার জন্যে লোকসমাজে নাম আছে—ইনি তেমন লোকেরই সঙ্গ ক'রে থাকেন। সাধারণ লোকের সঙ্গে বড় একটা মিশতে চা'ন না অথচ অল্পক্ষণের জন্যে দুটো

মিষ্টি কথা ব'লে সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতেও ছাড়েন না। এঁর আত্মসম্মানবোধ খুব বেশী—নিজের বংশের মান সম্ভ্রম যাতে বাড়ে সেদিকে এঁর বিলক্ষণ দৃষ্টি থাকে। এঁকে আজীবন এমন ভাবের কড়া শাসনের মধ্যে থাকতে হয় যে ইনি নিজের ইচ্ছামত চলতে পান না। ইনি প্রত্যেক কাজই বেশ যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিতই ক'রে থাকেন। ইনি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন—তবে বেশভূষার তেমন আড়ম্বর থাকে না—জিনিসপত্রেও এঁর খুব যত্ন থাকে। কমদামী বা খারাপ জিনিস ইনি একেবারেই পচ্ছন্দ করেন না—টেকসহি অথচ দেখতে শুনতেও ভাল এমন জিনিসই ইনি ব্যবহার ক'রে থাকেন। কি রকম লোকের দ্বারা কার্য্যোদ্ধার হয় ইনি তা বিলক্ষণ বোঝেন সেইজন্যে প্রবীণ, বিজ্ঞ বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছেই ইনি যুক্তি পরামর্শ বা অন্য যে কোন বিষয়ের সাহায্য নেবার দরকার হ'লে তাঁদের কাছেই কেবল নিয়ে থাকেন। ইনি উচ্চাভিলাসী এবং লেখাপড়ার চর্চ্চা করতে ভালবাসেন। ইনি বিশেষ ভাবে না ভেবে কোন কাজই ক'রতে চান না সেইজন্যে বেশী কথাবার্ত্তা বলেন না। এঁর জেদ বড় বেশী—যদি কখন কিছু পাবার ইচ্ছা করেন তবে সেই আকাঙ্ক্ষার জিনিসটীর পেয়ে কিম্বা কোন কিছু ক'রব ব'লে মনে ক'রলে সে কাজ ক'রে তবে ছাড়েন। ইনি দেশ বিদেশে বেড়াতে খুব ভাল বাসেন এবং বহু দেশে বেড়িয়েও থাকেন। এঁর প্রকৃতি একটু কড়া এবং গম্ভীর সেইজন্যে এঁকে লোকে ভালওবাসে এবং ভয়ও করে।

এঁর মাতৃকুল সম্মান ও গৌরবে বেশ বড় তাঁদের জ্ঞাতি

গোষ্ঠী অনেক। পয়সার চেয়ে তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানের জন্যেই খাতির বেশী। পিতৃকুলও বেশ বড়, রাজসরকারে কিম্বা বড় জমিদারের কাছে চাকরী করার জন্যে এবং জমিজমা টাকাকড়ি থাকায় তাঁদেরও খাতির সম্মান যথেষ্ট। এই জাতকের সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করবার মত টাকাকড়ি বা বিষয় সম্পত্তি থাকলেও সংসারে শান্তি থাকে না। ইনি বিদেশে বিদেশেই থাকেন। বাড়ীর বাহিরে বা বিদেশে থাকলেই ইনি বেশ মনের সুখে থাকেন। এঁর সংসারে স্ত্রীলোকের অভাব হ'য়ে থাকে। এই জাতকের বাড়ীর ভিতরে কর্ত্তৃত্ব ক'রতে যাওয়া একেবারেই উচিত নহে। স্ত্রীলোকের উপর সংসারের ভার সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেওয়া উচিত। ইনি বাল্যকাল থেকে পিতৃস্থানীয় কোন পুরুষ আত্মীয়ের নিকট আদর যত্ন পান।

ধীশক্তিসম্পন্ন যুবকটি বিদ্বান বুদ্ধিমান হ'লেও পিতার সঙ্গ করায় তিনি যেমন নিজের কোন রকম প্রভুত্বভাব বা বিক্রম প্রতাপ দেখাতে পারেন না এই জাতকও সেই রকম নিজের বিদ্যা বুদ্ধির জোরে বিশেষভাবে কাজকর্ম্ম শিখে বড় হ'য়েও অপরের উপর কর্ত্তৃত্ব করবার ক্ষমতা পান না। বড় হ'য়েও বড়র কথা শুনে বা বড়র অধীনে থেকে যে সব বিভাগে কাজ ক'রতে হয় কিম্বা ওজন, মাত্রা বা পরিমাণের দিকে দৃষ্টি রেখে যে সব জিনিস ব্যবহার ক'রতে হয় তেমন যায়গায় চাকরী বা কাজকর্ম্ম করেন—যেমন Steamer, Rail বা Tram Office, Postal Deptt, Private Secretary, Head Asstt,

Personal Assistant, Chief Clerk, Glass, Match, Timber Factory, Distillery, Opium Factory, Account Section, Engineer বা Contractorএর Office, Electrical Deptt, Commissioriat Deptt, Hotel, আদা, লঙ্কা, গোলমরিচ, ইত্যাদির দোকান, ডাক্তারখানা কিম্বা ঔষধের দোকান। ইনি যে বিভাগেই কাজ করুন সেই বিভাগের কাজ খুব ভাল ভাবে শিখে থাকেন—কাজ সম্বন্ধে কথা বলবার মত লোক এঁর উপরে থাকে না। যতদিন Subordinate হ'য়ে কাজ ক'রতে হয় মনীবের সঙ্গে যা'তে কোন রকম ঝগড়া না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন—Intelligence যত বেশীই হ'ক Authorityর কাছে ছোট—এটা মনে রাখা দরকার তা যদি না পারেন তবে এঁর ব্যবসা করাই ভাল।

বড়লোক, জমিদার, চিকিৎসক কিম্বা বড় রাজ কর্ম্মচারীর বাড়ীতে ও বেশ বড় বা নামজাদা যায়গায় এঁর বিবাহ হ'য়ে থাকে। এঁর শ্বশুর বাড়ীর সকল্লেই বিদেশে থাকেন—দেশের বাড়ী ঘর প্রায় খালি প'ড়ে থাকে—মধ্যে মধ্যে কখন কখন তাঁরা দেশের বাড়ীতে যাওয়া আসা করেন মাত্র। এঁর স্ত্রী বেশ বুদ্ধিমতি, তাঁর আত্মসম্মান বোধ খুব বেশী কেহ তাঁর কথা না শুনলে বা তাঁকে কোন রকম অগ্রাহ্য ক'রলে তিনি মনে বড় বেশী কষ্ট বোধ করেন এবং অসুখে ভোগেন। তাঁকে কোন রকম অগ্রাহ্য করা উচিত নয় বরং তিনি যে ভাবে কর্ত্তৃত্ব ক'রতে পেলে মনে আনন্দ পান সেইভাবে

তাঁকে চ'লতে দেওয়া দরকার। তিনি দেশ বিদেশে বেড়াতে খুব ভালবাসেন—এবং অনেক যায়গায় বেড়িয়েও থাকেন। এই জাতকের সন্তান স্থান ভাল—বেশী ছেলেপিলে হয় না।

মোটামুটি হিসাবে ৯ বৎসর বয়স অবধি এঁর বেশ ভাল সময়—আদর যত্ন সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ হ'য়ে থাকে। তারপর থেকে ১৯ বৎসরের মধ্যে বাড়ী ঘর, বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হয়—বিদেশে পরের বাড়ীতে বাস ক'রতে হয়—মধ্যে মধ্যে অসুখ বিসুখ করে—লেখাপড়া শেখার তেমন সুবিধা হয় না। ১৭৷৷০ বৎসর বয়সের পর থেকে একটু একটু ক'রে পড়াশুনার সুবিধা হয়। ২০ বৎসর বয়স থেকে পাঁচটা ভাল ভাল লোকের সঙ্গে জানাশুনা হয়—২২৷৷০ বৎসর বয়সের মধ্যে বৈশাখ, ভাদ্র বা পৌষ মাসে এঁর চাকরী হয়। ২৫ বৎসর বয়স অবধি একটু সুখে কাটে তারপর থেকে সংসারে অশান্তি আসতে থাকে—বিবাদ বিসংবাদ হয় আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের নীচ ব্যবহারে মনে কষ্ট পান—অর্থনাশও হ'য়ে থাকে—জগতের উপর ঘৃণা হ'য়ে যায়—৩৫ বৎসর বয়স অবধি এই ভাবে অসুবিধার ভিতরেই থাকতে হয়। তারপর থেকে আর্থিক উন্নতি হ'তে থাকে—খাতির সম্মান বাড়ে—সংসারে সুখ ঐশ্বর্য্য হয়। এই ভাবে ৫২৷৷০ বৎসর বয়স অবধি বেশ মনের আনন্দে কাটে—তার পর থেকে আরাম করবার ইচ্ছা প্রবল হয় কাজকর্ম্ম ক'রতে ভাল লাগে না; কর্ম্মস্থলে নানারকম গণ্ডগোল হয়। অত্যধিক অর্থক্ষয় হয়। ৫৭৷৷০ ও ৬১ বৎসর বয়সে তীর্থাদি ভ্রমণ করেন। ৬২৷৬৩

বৎসরে অসুখ বিসুখে খুব বেশী ভোগেন —অর্থক্ষয়ও যথেষ্ট হয়। তার পর থেকে সংসারে অশান্তি হয়—কেহ কোন কথা শুনতে চায় না সকলেই নিজের বুদ্ধিমত চলে। টাকা কড়ি নষ্ট হয়—মনে একটুও সুখ থাকে না—নিষ্কৃতি পাবার ইচ্ছা প্রবল হয়—তারপর জগদীশ্বরই জানেন।

৩০শে বৈশাখ—(ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক ও বালিকা)— এই তারিখটির অধিপতি **বুধ** গ্রহ।

ধীশক্তিসম্পন্ন যুবকটী বালিকাকে সঙ্গে নিয়ে পথ চ'লছেন দেখে বোঝায় যে এই জাতক বেশ বুদ্ধিমান, ধীর, ঠাণ্ডা এবং নম্র—কোন রকম গণ্ডগোলের মধ্যে যেতে চান না। ইনি সব সময়েই নিজের আত্মীয় স্বজনের বা অভিভাবকের কথা শুনে চলেন – নিজের ইচ্ছামত কোন কাজই করেন না এবং বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা না ক'রলে কোন বিষয়েই নিজের মতামতও প্রকাশ করেন না। ইনি যখনই যে কাজ করেন তা বেশ ধৈর্য্যসহকারেই ক'রে থাকেন। কোন কিছুতেই বিরক্ত হন না—রাগ করবার মত ব্যাপার ঘটলে রাগ ক'রে কোন রকম কড়া কথা না ব'লে বরং চুপ করেই থাকেন। ইনি খুব হিসাবী—যার সঙ্গে যেমন সুবাদ তার সঙ্গে ঠিক তেমন ব্যবহারই করে থাকেন। এঁর চাল চলন

কথাবার্ত্তা বেশ সুরুচিপূর্ণ না হলেও খুব সাদাসিধা ও সরল ভাবের। বেশভূষারও তেমন আড়ম্বর থাকে না—খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে এঁর কোন দৌরাত্ম্য না থাকলেও—খিদের সময় খেতে না পেলে ভারী চ'টে যান—ইনি একটুও খিদে সহ্য ক'রতে পারেন না। ইনি খাতির সম্মানের চেয়ে আদর যত্নকেই বড় ব'লে বোঝেন—সেই জন্যে ইনি সব কাজই ঠিক বাঁধাধরা নিয়ম মত করেন—একটুও এধার ওধার হ'তে দেন না। ইনি অনেক বিষয়েরই চর্চ্চা ক'রে থাকেন—সেইজন্যে জানাশুনা এঁর অনেক কিছু থাকে কিন্তু আর্থিক ও মানসিক বল তেমন না থাকায় সেগুলিকে ভাল ক'রে ফুটিয়ে তুলতে পারেন না। ইনি বড় বেশী অভিমানী এবং ভীরু—বাড়ীর লোকের কাছে যেমন বিক্রম প্রতাপ দেখাতে পারেন বাহিরের লোকের কাছে তেমন পারেন না। এঁর শরীরে দয়া মায়া বড় বেশী—অপরের দুঃখকষ্ট দেখলে সাহায্য না ক'রে থাকতে পারেন না। আদর ক'রে দুটো মিষ্টি কথা ব'ল্লেই ইনি একেবারে গ'লে যান। ইনি হাতে পয়সা কড়ি রাখতে পারেন না—টাকা পয়সার যে জগতে কি দাম ইনি তা বুঝতে পারেন না। বাল্যকাল থেকে ইনি মাতৃ-স্থানীয়া কোন স্ত্রীলোকের কাছে আদর যত্ন পেয়ে থাকেন।

এই জাতকের মাতৃকুল যেমন বিদ্যাবুদ্ধি ও কুলগৌরবে বড় পিতৃকুল তেমন নহে। এঁর মাতাপিতার মধ্যে পিতাকে বৃদ্ধ বয়সেও ছেলে মানুষটীর মত দেখায়—তাঁর প্রকৃতিও ছেলে মানুষের মত—মাতার শরীর শীঘ্রই খারাপ হ'য়ে যায়। চিকিৎসক শিক্ষা বিভাগে বা রেল অফিসে কাজ করেন

উকিল, রাজ সরকারে চাকরী করেন, আমোদ আহ্লাদ গান বাজনাপ্রিয় এমন লোক, ব্যবসাদার এবং শিষ্য সেবক আছে এমন ব্রাহ্মণ এঁর প্রতিবাসী। এঁর পিতৃপুরুষের জমিজমা টাকা কড়ি থাকে কিন্তু ইনি জন্মানর ৯ বৎসর পর থেকেই তাঁদের অবস্থা খারাপ হ'তে থাকে। সদর রাস্তার উপর এঁর বাড়ী—বাহিরের ঘরের পাশ দিয়ে বাড়ীতে ঢোকবার দরজা—রাস্তা থেকে দেখা যায় না।

ছোট খাটো হ'লেও এক সম্প্রদায়ের বহু লোকের বাস খুব বেশী ব'লে নাম আছে এমন দেশে কিছু টাকাকড়ি আছে পুলিস, ডাকঘর কিম্বা কল কারখানায় কাজ করেন এমন লোকের বাড়ীতে এই জাতকের বিবাহ হ'য়ে থাকে। এঁর স্ত্রী বেশ ঠাণ্ডা ও ধীর প্রকৃতির তিনি নিজের আত্মীয় স্বজনের কাছে থাকতে ভালবাসেন। শ্বশুর বাড়ী তাঁর বড় ভাল লাগে না। তিনি খুব সাদাসিধা ধরণের, আদপ কায়দা বড় একটা জানেন না—তাঁর অভিমান এবং ভয় বড় বেশী—মিষ্টি কথা বল্‌লে একেবারে গ'লে যান—মনটা তাঁর বেশ প্রসন্ন থাকলে—সেবা যত্ন খুবই করেন—তা না হ'লে একটুও খাটতে চান না। তিনি খিদে সহ্য ক'রতে পারেন না। তাঁকে সকাল সকাল খেতে দেওয়া এবং একটু আদর যত্ন করা দরকার। তিনি খুব লজ্জাশীলা—মেলামেশা ক'রতে পারেন না। এই জাতকের সন্তান স্থান বেশ ভাল নয়—ছেলে মেয়ে অনেক গুলি হয়—তাদের স্বাস্থ্য বড় ভাল হয় না। তারা লেখাপড়া শিখেও তেমন রোজগার পত্র ক'রতে পারে না।

ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক বালিকার সঙ্গ করায় যে সব যায়গায় কাজকর্ম্ম শিখান হয় বা অন্যের করা কাজ ঠিক হয়েছে কিনা পরীক্ষা করা হয় কিম্বা সাধারণের ব্যবহারের জন্যে জিনিস পত্র ঔষধ ইত্যাদি তৈয়ারী হয় এমন যায়গাতে এই জাতক চাকরী করে থাকেন—যেমন Telegraph, Type, ইত্যাদির Training School, Laboratory, জমিদারী বিভাগ, School Master, Collegeএ Professor, Engineering Deptt, Audit Office, Overseer, Supervisor, Inspector যন্ত্রপাতির পরীক্ষাগার, Thermometer, Barometer ইত্যাদির সাহায্যে যে সব কাজ হয়, Mint, Foundry, Dairy, Enquiry Office, কালি, কলম, পেনসিল, কাগজ, ঔষধ, সাবান, কাঁচ, গালা, দেশলাই ইত্যাদির কল বা কারখানা। এঁর বাড়ীতে বড় বড় বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ লোক থাকায় ইনি বড় হ'লেও এঁকে ছোট হ'য়েই থাকতে হয়। ঠাকুর দেবতায় এঁর ভক্তি ভাব বেশী—নিজেকে ছোট ব'লে মনে করেন ব'লে ধর্ম্মকর্ম্মে কোন রকম আড়ম্বর দেখান না—যে যা বলে শুনে যান। স্নেহ পাবার মত অমায়িক ভাব যত ইনি দেখাতে পারবেন তত এঁর ভাল হবে। এই জাতকের একলা একলা কোন ব্যবসা ক'রতে যাওয়া উচিত নহে—ব্যবসা ক'রতে গেলে সমস্ত টাকাকড়ি নষ্ট ক'রে ফেলবেন।

মোটামুটি হিসাব ৪৷৷০ বৎসর বয়স অবধি এঁর ভাল সময়—তবে সুখে কাটলেও—শরীর ভাল থাকে না। তার পর থেকে ১৪৷৷০ বৎসর অবধি সময়টা ভারী খারাপ—অর্থকষ্ট,

মনে কষ্ট, বাড়ী ঘর নষ্ট, পরের বাড়ীতে বাস, পিতার স্বাস্থ্য খারাপ এবং তাঁর কর্ম্মস্থলে গোলমাল নিয়ে অসুবিধা ভোগ হ'য়ে থাকে। ১৪৷৷০ বৎসর বয়সের পর থেকে একটু একটু করে ভাল হয় লেখাপড়া শিখে উন্নতি ক'রতে থাকেন। ২৪ বৎসর বয়সে আশ্বিন, জ্যৈষ্ঠ বা মাঘ মাসে এঁর চাকরী হয় এবং ধীরে ধীরে চাকরীর যায়গায় উন্নতি হতে থাকে। ২৫ বৎসর বয়সের পর থেকে চাকরীর যায়গায় সুখ্যাতি হয়, সকলে ভালওবাসে—তবে আর্থিক উন্নতি তেমন হয় না, চাকরী ক'রতে কষ্ট হয়—বহু দেশ ভ্রমণ করেন—বাড়ীঘর বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হয়—বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে অর্থব্যয়ও হ'য়ে থাকে—এই ভাবে ৩৫ বৎসর বয়স অবধি যায়। ৩৬ বৎসর বয়স থেকে এঁর ক্রমাগতই ভাল হ'তে থাকে, অর্থোপার্জ্জন বাড়ে—খাতির সম্মান পান—দুঃখ কষ্টের অবসান হয়, মনের সুখে থাকেন। ৪০ থেকে খাতির সম্মান আরও বাড়ে বিদেশে মান সম্ভ্রমের সহিত চাকরী করেন অর্থোপার্জ্জনও বাড়ে—এই ভাবে ৫৬ বৎসর বয়স অবধি কর্ম্মস্থলে সকলের প্রিয় হয়ে চাকরী করেন। তার পর থেকে বাড়ীর কাজকর্ম্ম বিষয় সম্পত্তি দেখাশুনা করেন অথচ কা'রও মনে কোন রকম কষ্ট না দিয়ে ৬৭ বৎসর বয়স অবধি সুখে কাটান, নানাদেশ ভ্রমণও করেন। ৬৮ বৎসর বয়সের পর থেকে শরীরে বাত ইত্যাদি হয়ে কষ্ট পান, শরীর খারাপ হতে থাকে, আত্মীয় স্বজনের বিয়োগ হয়—মনে কষ্ট পান—অর্থ নষ্টও হয় জগৎ ভাল লাগে না—তারপর যাঁর জগৎ তিনিই জানেন।

৩১শে বৈশাখ—(পরিশ্রমপরায়ণ যুবক ও জামাতা)—
এই তারিখটির অধিপতি দৈত্যগুরু— শুক্রাচার্য্য।

পরিশ্রমপরায়ণ যুবকটি জামাতার সঙ্গে পথ চ'লছেন দেখে বোঝায় যে এই জাতক ভারী হিসাবী বুদ্ধিমান্ ও সতর্ক। কা'কে কিভাবে প্রসন্ন রাখতে হয়—কা'র সঙ্গে কিভাবে মিশ্‌তে হয়, কথা কহিতে হয়, কে রাগ ক'রলে ক্ষতি হয় কে রাগ ক'রলে ক্ষতি হয় না—এ সব ইনি বিলক্ষণ বোঝেন। ইনি যথেষ্ট পরিশ্রম ক'রতে পারলেও বোকার মত অযথা পরিশ্রম করেন না—কোন কাজ ক'রতে গেলে কি ভাবে কাজটি ক'রলে—বা কি রকম যন্ত্রপাতির সাহায্য নিলে সে কাজটি সহজে ও শীঘ্র করা যেতে পারে বেশ ক'রে ভেবে নিয়ে সেই রকম যন্ত্রপাতি যোগাড় ক'রে তবে কাজে লাগেন। ইনি একগুঁয়ে—সেইজন্যে যা ধরেন তা না ক'রে ছাড়েন না ইনি যে কাজ ক'রবো ব'লে স্বীকার করেন তাহা নিশ্চয়ই করেন—তবে যে সে কাজে বা যার তার কথায় রাজি হন না। এঁর পূর্ব্ব পুরুষদের যে রকম বিষয় সম্পত্তি, টাকা কড়ি, ব্যবসা বা চাষবাস থাকে তাতে এঁর একরকম চলে কিন্তু ইনি নিজে টাকাকড়ি রোজগার ক'রে বড় হ'তে চান ব'লে খুব বেশী পরিশ্রম ক'রে থাকেন। এই জাতকের স্মরণশক্তি খুব বেশী—সেইজন্যে লেখাপড়া বেশ ভালই হয়। সাধারণের যাতে ভাল হয় এবং দশের কাছে যাতে সুখ্যাতি পান সে বিষয়ে এঁর বিলক্ষণ চেষ্টা থাকে। আত্মসম্মান

বোধ এঁর খুব বেশী—সেইজন্যে টাকাকড়ির ব্যাপার নিয়ে বাহিরের লোকের সঙ্গে ভাল ব্যবহারই ক'রে থাকেন—নিজের আরাম বা সুখের জন্যে পয়সা খরচ ক'রতে একটুও চান না—কিন্তু যেখানে পয়সা খরচ না ক'রলে মানের হানি হয় সে সব যায়গায় খুব উদার ভাবেই খরচ করেন। কাজ নিয়ে এঁকে সব সময়েই বাহিরে বাহিরে থাক্‌তে হয়—সেই-জন্য পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাক্‌তে ভাল বাসলেও সে ভাবে এঁর থাকা হয় না। ইনি সাধারণের সঙ্গে বেশ ভদ্র ব্যবহার ক'রলেও সহজেই রেগে যান—অন্যায় ব্যবহার একটুও সহ্য ক'রতে পারেন না। ইনি এঁর মাতাপিতার অধিক বয়সের সন্তান—সেইজন্যে তাঁদের খুব আদরের ছেলে। এই জাতকের সুখ সম্মান থাকলেও এঁর বাড়ীতে শান্তি থাকে না। বাড়ী এঁর ভাল লাগে না বাড়ীর বাহিরে থাকলেই ইনি থাকেন ভাল। এখন এঁর যে দেশে বসবাস ইনি সেই দেশের কোন ভাল লোকের দৌহিত্রসন্তান। ইনি ছেলেবেলা থেকে পিতৃ-স্থানীয় কোন পুরুষ আত্মীয়ের কাছে বিশেষভাবে আদর যত্ন পেয়ে থাকেন। এঁর মাতৃকুল বংশমর্য্যাদায় বড়, পিতৃকুল তেমন নহে—জাতকের পিতা বেশ হিসাবী, ধীর, নম্র এবং বুদ্ধিমান সকলেই তাঁকে ভালবাসে।

পুরোহিত ব্রাহ্মণ, চিকিৎসক, উকিল, ব্যবসা ক'রে পয়সা ক'রেচেন এমন লোক, জমিদার এবং রাজসরকারে চাকরী করেন—কষ্ট পেয়ে মানুষ হ'য়েচেন এমন সব লোক এঁর প্রতিবাসী। এ'র বাড়ীর কাছে কোন জমিদার বা বড়

লোকের ঠাকুরবাড়ী বা নাটমন্দির, এক ঘর নীচ বা দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক কিম্বা পাগল, বারওয়ারীতলা এবং খানিকটা ফাঁকা যায়গা থাকে। এঁর বাড়ীতে বা বাড়ীর কাছে—চাঁপা, কামিনী, হেসনাহেনা বা রজনীগন্ধা ফুলের গাছ এবং তাল, জাম বা কলাগাছ থাকে। সদর রাস্তার উপর—রাস্তা থেকে একটু দূরে—এঁর বাড়ী।

ব্যবসাপ্রধান দেশে, জমিজমা আছে, লেখাপড়া জানা, চিকিৎসক, উকিল কিম্বা রাজসরকারে চাকরী করেন—খাতির সম্মান আছে—এমন লোকের বাড়ীতে ইনি বিবাহ করেন। এঁর স্ত্রী খুব বুদ্ধিমতী—তিনি সকল বিষয়েই বেশ হিসাব ক'রে চলেন। তাঁর কথাবার্ত্তা লোকজনের সঙ্গে ব্যবহার খাসা—আপ্যায়িত হ'তে হয়। তিনি শিল্প কাজ ও লেখাপড়া জানেন—সর্ব্বদাই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাক্‌তে ভালবাসেন—কোন কিছু অপরিস্কার দেখতে পারেন না। দেখা শোনার কাজ তিনি খুব ভাল পারেন তাঁর স্বাস্থ্য ভাল রাখ্‌তে হ'লে তাঁকে একটু আধটু বেড়াতে এবং আপন ভাবে থাকতে দেওয়া উচিত। তিনি শারীরিক পরিশ্রম বেশী ক'রতে পারেন না। এই জাতকের সন্তান স্থান ভাল নহে—তাদের স্বাস্থ্য ভাল হয় না—লেখাপড়া শিখেও তারা জগতে সুবিধা ক'রতে পারে না।

পরিশ্রমপরায়ণ যুবক জামাতার সঙ্গ করায় জামাতাটীকে যেমন পরিশ্রমজনক কোন কাজই ক'রতে হয় না—সে সমস্ত কাজ ঐ যুবকটীই ক'রে দেন—তবে জামাতাটীকে অনেক সময়ে

মধ্যস্থের কাজ ক'রতে হয় এই জাতকও সেইরকম চিঠিপত্র, খবরাখবর বা মালপত্র নিয়ে যাবার জন্যে যে সব Office কিম্বা মনোনীত হ'য়ে যে সব কাজ ক'রতে হয় এমন যায়গায় চাকরী বা কাজকর্ম্ম ক'রে থাকেন—যেমন Post Office, Royal Mail Service, Police Deptt, Telegraph Office, Booking Office, Parcel Office ইত্যাদি, Enguiry Office, Royal বা Steamerএর Office সংবাদ পত্রের Office, Press, Engineeering Departmentএর জিনিষপত্রের, পুস্তকাদির বা খাবার জিনিসের দোকান। ইনি President, Secretary, Chairman ইত্যাদিও নির্ব্বাচিত হ'য়ে বেশ খাতির সম্মান পেয়ে থাকেন। ইনি বাত, বদহজমের ও অম্বলের পীড়ায় প্রায়ই ভুগবেন—খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে এঁর বেশ হিসাব ক'রে চলা দরকার—যেখানে সেখানে যা তা খাওয়া একেবারেই উচিত নয়।

মোটামুটি হিসাবে এই জাতকের আজীবন বেশ আদর যত্ন ও খাতিরের সহিতই কাটে—তবে বাল্যকাল থেকে ১৪৷৷০ বৎসর বয়স অবধি প্রায়ই অসুখ বিসুখ করে—৪৷৷০ ও ৯ বৎসর বয়সে উঁচু যায়গা থেকে প'ড়ে যাবার ভয় থাকে—লেখাপড়ার তেমন সুবিধাও হয় না তারপর থেকে স্বাস্থ্য ভাল হ'তে থাকে। ২২৷৷০ বৎসর বয়স থেকে কর্ম্ম-জীবন আরম্ভ হয় এবং আর্থিক উন্নতিও হ'তে থাকে। ২৭৷৷০ বৎসর বয়সের পর থেকে ৩৫ অবধি ভারী খারাপ সময়—অসুখ বিসুখ প্রায়ই লেগে থাকে—বাড়ী ঘর, বিষয়

সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া বিবাদ হয়—নানাস্থানে ভ্রমণ হয়—ব্যবসা ক'রতে গিয়ে টাকাকড়ি নষ্ট ক'রে এবং বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের নীচ ব্যবহারে মনে কষ্ট পান। কাজের যায়গায় বেশ সুনাম হয় বটে—আর্থিক উন্নতি তেমন হয় না—ছেলেপিলে এবং স্ত্রীর অসুখ বিসুখ নিয়ে খরচপত্রও যথেষ্ট হ'য়ে থাকে। তারপর থেকে ৪২॥০ বৎসর অবধি কর্ম্মস্থলে আর্থিক উন্নতি হ'লেও বিবাদ বিসংবাদও প্রায়ই হ'য়ে থাকে। তারপর ৫৫ বৎসর বয়স অবধি বেশ মনের আনন্দে, খাতির সম্মান পেয়ে সুখে কাটে। ৫৫ বৎসরের পর থেকে ৬৯ বৎসর বয়স অবধি সাধারণের কাজকর্ম্ম ও নিজের বিষয়সম্পত্তি দেখাশুনা করেন। বাতের পীড়ায় কষ্ট পান—মধ্যে মধ্যে দেশ ভ্রমণ হয়। কোন রকম অর্থকষ্ট থাকে না সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগও করেন বটে কিন্তু বিবাদ বিসংবাদ ও অবাধ্যতা নিয়ে সংসারে শান্তি পান না। ৭৩ বৎসর বয়সের পর থেকে প্রায়ই অসুখ বিসুখে ভোগেন—যা খান তা হজম হয় না, শরীর ভেঙ্গে যায়—বাত বা পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়েন—জগৎ একটুও ভাল লাগে না—তারপর সেই ইচ্ছাময়ই জানেন।

বৈশাখ শাখা সম্পূর্ণ।

বৈশাখ মাস সম্বন্ধে আর আর কথা।

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ, ও মীন এই বারটী রাশি। এগুলি অতি সূক্ষ্ম, মায়াময় জালের মত। স্কুল, কলেজ, বড় বড় লোকের বাড়ী বা অভিনয় ইত্যাদি করবার যায়গা যেমন চতুর্দ্দিক ঘেরা থাকে আমাদের এ পৃথিবী বা মর্ত্ত্যলোকও ঐ ১২ খানি সূক্ষ্ম জাল বা পাতলা পর্দ্দার মত রাশিচক্র দিয়ে চক্রাকারে ঘেরা আছে। রাশিচক্র দিয়ে ঘেরা যায়গার বাহিরে জন, তপ, সত্য ইত্যাদি অন্যান্য লোক। গ্রহগণ এই রাশিচক্রের বাহিরে থেকে আমাদের ভাল মন্দ স্বভাবের জন্যে শুভ অশুভ ফল দিয়ে থাকেন।

রবি, সোম বা চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু এই নয়টী গ্রহ। এঁরা দেবতা—এঁদের প্রত্যেকের আকার প্রকার রুচি, স্বভাব বিভিন্ন ভাবের। এঁদের মধ্যে রবিই শ্রেষ্ঠ, রবির শক্তিই সকলের চেয়ে বেশী—তাই রবিকে গ্রহরাজ বলা হয়। রবিই জীবের দেহস্থিত আত্মা—মর্ত্ত্যলোকে রবিই রাজা।

রবি যখন এই বারটী রাশির মধ্যে মেষ চিহ্নযুক্ত পর্দ্দা বা রাশির ভিতর দিয়ে তাঁর বরণীয় তেজ আমাদের উপর দেন, আমরা তখন মেষরাশির ভিতর দিয়ে তাঁকে দেখতে পাই ব'লে রবি মেষ রাশিতে আছেন বলি। এইভাবে রবি যখন মেষ রাশিতে থাকেন তখন তাকে বৈশাখ মাস বলে। মেষ রাশিটী মঙ্গল

গ্রহের ক্ষেত্র বা ঘর সুতরাং সমগ্র বৈশাখ মাসটী ধ'রে রবি মঙ্গলের ঘরে থাকেন। রবি এই রাশিটীতে বলবান বা তুঙ্গী হন।

আমরা যখন, কোন বন্ধুর বাড়ীতে গল্প ক'রে আনন্দ পাবার জন্যে বেড়াতে যাই তখন যদি সেই বন্ধুটী কোন কারণে মনের অশান্তিতে থাকেন, তবে আমাদের সেখানে গিয়ে সুখ হয় না—আবার যদি তিনি, সেই সময়ে, বেশ মনের আনন্দে থাকেন তবে তাঁর কাছে গিয়ে আমাদের যে রকম সুখ বা আনন্দ হয় সেই রকম বৈশাখ মাসে রবি যখন মেষ রাশিতে বা মঙ্গলের ঘরে থাকেন তখন যদি মঙ্গলের অবস্থা ভাল থাকে তবে রবির অবস্থা ভাল হয় এবং সেই অবস্থায় রবিকে তুঙ্গী বলা চলে নচেৎ—মঙ্গলের অবস্থা খারাপ হ'লে রবির অবস্থাও খারাপ হয়—আর যাঁদের বৈশাখ মাসে জন্ম রবি তুঙ্গস্থ হ'লেও তাঁদেরও ভাল না হ'য়ে মন্দ হ'য়েই থাকে।

ছোট বড় নানা রকম কিম্বা একই রকম অনেক জিনিস একসঙ্গে জড় করার ফলে তাদের একটী বিভিন্ন নাম হ'য়ে থাকে। মেষ রাশিতে সেই রকম জিনিসই বুঝিয়ে থাকে— যেমন (কাপড় ইত্যাদির) গাঁট, (ইট, টালি ইত্যাদির) পাঁজা, (ঔষধ ইত্যাদির) আলমারী, ছাপাখানার কম্পোজ করা ফর্ম্মা, (টাকা পয়সা হিসাবে) নোট, দল, সমিতি, সঙ্ঘ, (বহুবিধ জিনিস আগুনে পুড়ে যাওয়ার পর) ভস্ম বা ছাই, দেশলাই, নিব, আলপিন ইত্যাদির বাক্স, গালিচা, সরিশার তৈল, মিহিদানা, ঝাড়, ঘামাচি, বসন্ত, চায়ের বাটী, ডিস্ ইত্যাদির সেট,

Stationery দোকান, রং, পেট্রোল, ছবি, চশমা, ক্ষুর, কাঁচি আয়না, আলো, ইত্যাদির দোকান, ছবির Album, Cinema, সৈন্যের দল, পাখী ইত্যাদির ঝাঁক, গরুর পাল, ছেলের দল, যাত্রার দল, চিড়িয়াখানা, বনজঙ্গল, পর্ব্বতশ্রেণী, ডাক্তারখানা, Office, কাছারী এবং রাজসভা। মেষরাশিটী রাজসিংহাসন।

মেষরাশিটী কালপুরুষের মস্তক—সুতরাং মস্তক, মাথা বা ডগা ব'লতে যা কিছু বোঝায় তা মেষ রাশির অধীন। যেমন—বাড়ীর ছাত, ছাতা, টুপি, পাগড়ী, শিখা, টিকী, চিরুণী, গাছের ডগা, ছুরী, সূঁচ কলম বা পেনসিলের ডগা, নাকের ডগা, জীবের ডগা, আঙ্গুলের মাথা, আলমারীর মাথা, নৌকার মাথা ইত্যাদি। মেষ রাশিতে গ্রহরাজ রবি তুঙ্গী হন এবং এটী অগ্নিরাশি সুতরাং এ রাশিটী বড় লোক, বড় আফিস, বড় বংশ, বড় বাড়ী ইত্যাদির সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। ইন্দ্রিয় হিসাবে—মেষ রাশি শরীরের মধ্যে চক্ষু—আকারে ক্ষুদ্র হ'লেও—বড় বড় গাছ পালা, পাহাড়, নদী এবং দূরের জিনিস দেখ্‌তে পায় কিন্তু নিজের মুখ দেখতে পায় না—সেই জন্যে এই রাশিটীর গুণ—নিজেকে ভুলে গিয়ে পরের গুণে বা ব্যবহারে মুগ্ধ হওয়া নিজেকে না দেখে পরকে সাহায্য ক'রতে যাওয়া, নিজের দেশ ছেড়ে পরের দেশে বাস করা, নিজের ধর্ম্ম ছেড়ে পরের ধর্ম্ম আচরণ করা ইত্যাদি।

বৈশাখ মাসে যাঁদের জন্ম—তা যে কোন সালে বা যে কোন তারিখেই হ'ক তাঁদের শরীর মনের ভাব, বাড়ী, ঘর, ছেলেবেলার বন্ধু, মাতা, প্রতিবাসী, জমি, জমা, বিষয় সম্পত্তির উপর মঙ্গলের আধিপত্য খুব বেশী থাকে—সেই

জন্যে তাঁদের ঠিকুজি কোষ্ঠীতে মঙ্গলের অবস্থা বেশ ভাল হওয়া দরকার। মঙ্গলের অবস্থা ও বলাবলের উপর দৃষ্টি রেখে তাঁদের ঠিকুজী কোষ্ঠী বিচার করতে হয়। যদি মঙ্গলের অবস্থা খারাপ হয় তবে তাঁদের শরীর ইত্যাদি (উপরে যে যে বিষয়গুলি বলা হ'য়েচে) খারাপ হ'য়ে যায়—আর যদি মঙ্গলের অবস্থা ভাল হয়—তবে ঐ ঐ বিষয়ে নিশ্চয়ই ভাল হ'য়ে থাকে। তারপর ১লা, ১৩ই ও ২৫শে বৈশাখ যাঁদের জন্ম তাঁদের জন্ম তারিখের অধিপতি মঙ্গল (পুরুষভাবাপন্ন) আর ৮ই ও ২০শে বৈশাখ যাঁদের জন্ম তাঁদেরও তারিখের অধিপতি মঙ্গল (স্ত্রীভাবাপন্ন)। মঙ্গলকে কুমার গ্রহ ব'লে—মঙ্গলের প্রণামে বলা আছে। মঙ্গলের কার্য্যকলাপ প্রকৃতি সমস্তই যুবকের ন্যায় ব'লে—গোটা বৈশাখ মাসকে যুবক বলা হ'য়েচে আর যে যে তারিখের অধিপতি মঙ্গল (তাঁর পুরুষ বা স্ত্রীভাব ভেদে) সেই সেই তারিখগুলিকে—যুবকের সঙ্গে যুবক বা যুবকের সঙ্গে যুবতী কন্যা বলা হ'য়েচে। তার পর যে কোন মাসে জন্ম হ'ক্ যদি মঙ্গলের বা যুবকের তারিখে জন্ম হয় তবে মঙ্গলের ও মেষের অবস্থার উপর জাতকের সমস্তই নির্ভর করে। "গোচরে" মঙ্গল নীচস্থ, বক্রী ইত্যাদি হ'লে বা মেষে অশুভ গ্রহ এলে যুবকদের খারাপ হয়। মঙ্গল শুভগ্রহ-যুক্ত হ'লে বা মেষে শুভগ্রহ এলে তাঁদের তখন খুব ভাল হয়।

যাঁদের যুবকের মাসে জন্ম তাঁদের পক্ষে লাল রংয়ের জিনিস ব্যবহার করা খুব ভাল। খেরোর তোষক, লালুর লেপ লাল পাড়ের কাপড় ইত্যাদি ভাল না লাগলেও ব্যবহার করা

দরকার। ইচ্ছা ক'রলে তামার আংঠী বা আংঠীতে প্রবাল ব্যবহার করতে পারেন। লাল গামছা ছাড়া অন্য রংয়ের গামছা এঁদের ব্যবহার করা উচিত নহে।

রবি প্রভৃতি গ্রহগণ এই মেষ রাশিতে থাকলে, এই রকম ফল দেন—যেমন—

রবি—তেজ ও রূপের সাহায্যে—বহুবিধ বিষয় বা দ্রব্যাদি ভোগ ক'রে থাকেন—ছোট খাটো বা অল্প জিনিস ভালবাসেন না। জ্ঞাতি গোষ্ঠী তাই অনেক এবং তাঁরা নানা যায়গায় থেকে কাজকর্ম্ম করেন। বহু বিষয়ের এঁরা চর্চ্চা করেন—জানাশুনাও অনেক কিছু থাকে। শক্ত জিনিস চিবিয়ে খেতে, দেশ বিদেশে বেড়াতে এবং দরকারী জিনিস আগে থাকতে সংগ্রহ ক'রে রাখতে ভালবাসেন।

চন্দ্র—তেজব্যঞ্জক আকার দেন—যেমন নাক, চোক বেশ বড় ধরণের কিম্বা বেশ বড় বড় ধরণের গড়ন—হাড় চওড়া। বাড়ীর জানালা বেশ বড় বড়—উঠানও বড়—দোতলা বা তেতালা বাড়ী—পাড়ায় তেমন বাড়ী থাকে না যার জন্য ঘরে ব'সেও অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়।

মঙ্গল—নিয়ম মত দেখেন—তলিয়ে দেখেন না। কা'র কোন গুণপনা দেখে সহজে তাকে বড় ব'লে মেনে নিতে চান না। বড় বড় দৃষ্টান্ত দেখিয়ে থাকেন কা'কেও মাথা তুলতে দিতে চান না। খুব সতর্ক হ'য়ে চলেন কিন্তু বাজে খরচের হাতে অব্যাহতি পান না। নীচতা দেখলে রেগে যান।

বুধ—বহু বিষয়ের সমালোচনা একসঙ্গে হওয়া অসম্ভব

ব'লে কোন কিছুই বুঝতে বা শুনতে চান না। একটু একটু করে রোজ খাটলে যে অনেক কিছু করা যায় তা না বুঝে একেবারেই সমস্ত কাজ ক'রতে চান—ফলে সব খারাপ ক'রে ফেলেন। পড়েন অনেক—কিন্তু মনে রাখতে পারেন না।

বৃহস্পতি—নিজের গুণের দ্বারা অপরকে মুগ্ধ ক'রে বশে আনেন। বড় বড় বিষয় মনে রাখবার জন্য এমন কতকগুলি কথা সুন্দর ভাবে সাজিয়ে নেন যে সেই কথাটীর সাহায্যে বড় বড় বিষয়ের অর্থ অতি সহজে বুঝিয়ে দিতে পারেন। ইনি প্রত্যেক বর্ণের অর্থ ও গুণাগুণ জেনে রাখেন। মহতের সঙ্গ করেন, ন্যায় বিচার করেন, রাজা বা ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

শুক্র—একসঙ্গে বহুদ্রব্য লাভের ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় কোনটাই ভাল ক'রে নেওয়া হয় না। শেষ অবধি একটা নিয়েই থাকতে হয় আর সেটা যাতে বজায় থাকে সে বিষয়ে বিলক্ষণ চিন্তাও থাকে। সুখের আশায় থেকে জ্বালায় ভাজা ভাজা হ'য়ে যান।

শনি বা "মহারাজ"—বহুস্থানে ছড়ান বহুবিধ বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করতে গিয়ে নিজেকে কাজের মধ্যে বেশ কঠিন ভাবে জড়িয়ে ফেলেন। আকাঙ্ক্ষার জিনিস পান বটে কিন্তু জ্বালাও বাড়ে—প্রাণভ'রে ভোগ করা হয় না।

রাহু—বড়র কাছে থেকে নিজের ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা সকল বিষয়ই মীমাংসা ক'রতে গিয়ে শেষ বজায় রাখতে পারেন না এবং বড়র অপ্রিয় হয়ে থাকেন। বড় হবার মত গুণ থাকায়

বড় তবে বড় হ'য়েচে—গুণই বড় ক'রে তা বুঝতে না পেরে—বড়কে ছোট ক'রতে যান—মুখের কথায় ভুলাতে যান—পারেন না শেষে কা'র সঙ্গে মিশতে পারেন না—একলাই থাকেন। মুখের জোর বা কথার বাঁধন খুব।

কেতু—অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে গুরুতর পরিশ্রম ক'রে থাকেন বা কষ্ট করেন। নিজেকে জাহির ক'রতে চান। বড় হবার জন্যে ছোট হবার কষ্ট স্বীকার করেন।

মেষরাশিতে রবি তুঙ্গী হন বলে বৈশাখ মাসে যাঁদের জন্ম হয় তাঁদের খুব বড় বড় লোকের সঙ্গে জানাশুনা ও বন্ধুত্ব হ'য়ে থাকে। রবি পিতৃকারক গ্রহ। বৈশাখ বা ভাদ্র মাসে ছেলে হবে বুঝলে—ছেলে যাতে তার পিতার বাড়ীতে প্রসূত হয়, আগে থাকতে তার ব্যবস্থা করা দরকার। এ দুটী মাসে মাতুলালয়ে জন্মান ভাল নয়। যাঁদের মাস বা তারিখের অধিপতি যুবক তাঁদের সব যায়গাতেই পিতা, রাজা, জমিদার, প্রভু ও অভিভাবকের কথা শুনে চলা দরকার। মানীর মান রেখে যত চলবেন ততই এঁদের ভাল হ'বে।

জন্ম তারিখ থেকে
ভাগ্য গণনা যাঁরা শিখতে চান—
তাঁদের জন্যে।

রবি, সোম বা চাঁদ, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু এই নয়টি গ্রহ।

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন এই বারটী রাশি। এঁদের মধ্যে মেষ, সিংহ, ধনু—তিনটিই ক্ষত্রিয়বর্ণ, পুরুষ এবং অগ্নিরাশি। বৃষ, কন্যা, মকর—শূদ্রবর্ণ, স্ত্রী এবং ভূমিরাশি। মিথুন, তুলা কুম্ভ—বৈশ্যবর্ণ, পুরুষ এবং বায়ুরাশি। কর্কট, বিছা ও মীন—বিপ্রবর্ণ স্ত্রী এবং জলরাশি।

রবি থেকে মাস এবং চাঁদ থেকে জন্মরাশি গণনা করা হয়। রবি যে মাসে মেষ রাশিতে থাকেন—সেই মাসটিকে বৈশাখ মাস ব'লে। যে মাসে বৃষ রাশিতে থাকেন সেটীকে জ্যৈষ্ঠ, যে মাসে মিথুনে সেটিকে আষাঢ়, যে মাসে কর্কটে সেটিকে শ্রাবণ, যে মাসে সিংহে সেটিকে ভাদ্র, কন্যায়—আশ্বিন, তুলায়—কার্ত্তিক, বিছায়—অগ্রাণ, ধনুতে—পৌষ, মকরে—মাঘ, কুম্ভে—ফাল্গুন এবং যে মাসে রবি মীন রাশিতে থাকেন সেটিকে চৈত্র মাস বলে। জন্ম সময়ে চাঁদ যে রাশিতে থাকেন সেইটি—জাতকের জন্ম রাশি হ'য়ে থাকে। যেমন

মেষ রাশিতে চাঁদ থাকলে—মেষ, বৃষ রাশিতে চাঁদ থাকলে বৃষ, বিছা রাশিতে চাঁদ থাকলে বিছা, মীন রাশিতে চাঁদ থাকলে জাতকের মীন জন্মরাশি হ'য়ে থাকে।

রাশিগুলির এক একটি অধিপতি আছেন। মেষরাশির অধিপতি মঙ্গল, বৃষের অধিপতি শুক্র, মিথুনের অধিপতি বুধ, কর্কটের—চাঁদ, সিংহের—রবি, কন্যার—বুধ, তুলার—শুক্র, বিছার—মঙ্গল, ধনুর—বৃহস্পতি, মকরের—শনি, কুম্ভের—শনি এবং মীনের অধিপতি বৃহস্পতি।

রাহু ও কেতুর অধীনে কোন রাশি নাই। এঁরা ভবঘুরে সেইজন্যে যাঁদের জন্ম তারিখের সঙ্গে রাহু কেতুর যোগ থাকে তাঁদের প্রকৃতি বড় অস্থির হয়—অনেক কিছুতেই তাঁরা থাকেন বহু যায়গায় বেড়ান, বাড়ী ঘর প্রায় থাকে না। লোকজনকে তাঁরা বড় বেশী বাজে বকান এবং বাজে খাটান।

রবি এবং চন্দ্র ভিন্ন বাকি পাঁচটি গ্রহের প্রত্যেকের অধীনে দুটী ক'রে রাশি আছে—একটী পুরুষ রাশি এবং একটী স্ত্রী রাশি। অধিপতির প্রকৃতি ও কারকতা হিসাবে এবং পুরুষ ও স্ত্রী ভেদে রাশিগুলির কি রকম স্বভাব, কি ভাবের কাজকর্ম্ম করবার ক্ষমতা তাদের আছে, সহজে তা বোঝবার জন্যে আমরা প্রত্যহ যে রকম সব লোকের মাঝখানে থেকে সংসার করি, সেই রকম ৬টী পুরুষ ও ৬টী স্ত্রীলোকের কথা বলা হ'য়েচে। এই ৬জন পুরুষ এবং ৬জন স্ত্রীলোকের হাব ভাব, স্বভাব চরিত্র, খাওয়া পরা, কাজকর্ম্ম, কথাবার্ত্তা, অসুখ বিসুখ, খেলাধূলা যে ভাবের রাশিগুলির স্বভাব ইত্যাদিও হুবহু সেই ভাবের। প্রথমে

নিজের জন্মমাস ও তারিখ থেকে ঠিক করুন মাসের অধিপতি বা কে এবং তারিখের অধিপতিই বা কে। তারপর বাড়ীর লোকের জন্মমাস ও তারিখের অধিপতি কি কি ভাবের লোক ঠিক করুন। মাস এবং তারিখের অধিপতিদের স্বভাব, প্রকৃতি ইত্যাদি বুঝতে পারলেই ধীরে ধীরে নিজের বা আত্মীয় স্বজনদের স্বভাব ও ভাগ্য সম্বন্ধে সমস্তই বেশ ভালভাবে বুঝতে পারবেন।

রবি—রাজা, প্রভু, বাড়ীর কর্ত্তা বা পিতা। রবি সিংহ রাশি বা ভাদ্র মাসের অধিপতি—সেইজন্যে ভাদ্র মাসটীকে বা যে যে তারিখটী ভাদ্র মাসে বা সিংহ রাশিতে পড়ে সেই তারিখটীকে **পিতা** ব'লে বলা হ'য়েচে।

চন্দ্র—রাজরাণী, বাড়ীর গিন্নি বা মাতা। চন্দ্র কর্কটরাশি বা শ্রাবণ মাসের অধিপতি। সেই জন্যে শ্রাবণ মাসটীকে বা যে তারিখটী শ্রাবণ মাসে বা কর্কট রাশিতে পড়ে সেই তারিখটীকে **মাতা** ব'লে বলা হয়েচে।

মঙ্গল—কুমার বা সেনাপতি। মঙ্গল মেষরাশি বা বৈশাখ মাসের অধিপতি। সেইজন্যে বৈশাখ মাসটীকে বা যে তারিখটী বৈশাখ মাস বা মেষরাশিতে পড়ে সেই তারিখটীকে **যুবক** ব'লে বলা হ'য়েচে।

বিছারাশি বা অগ্রাণ মাসের অধিপতি মঙ্গল। বিছা স্ত্রীরাশি—সেইজন্যে অগ্রাণ মাসটীকে বা যে তারিখটী অগ্রাণ মাসে বা বিছা রাশিতে পড়ে সেই তারিখটীকে **যুবতী কন্যা** ব'লে বলা হয়েচে।

বুধ—সরল হৃদয় ও চঞ্চলমতি বালক। বুধ মিথুনরাশি বা আষাঢ় মাসের অধিপতি। সেইজন্যে আষাঢ় মাসটীকে বা যে

তারিখটী আষাঢ় মাসে বা মিথুন রাশিতে পড়ে সেই তারিখটীকে **বালক** ব'লে বলা হ'য়েচে।

কন্যারাশি বা আশ্বিন মাসের অধিপতি—বুধ। কন্যা স্ত্রীরাশি—সেইজন্যে আশ্বিন মাসটীকে বা যে তারিখটী আশ্বিন মাসে বা কন্যা রাশিতে পড়ে সেই তারিখটীকে **বালিকা** ব'লে বলা হ'য়েচে।

বৃহস্পতি—দেবতা ও ঋষিদের গুরু। বৃহস্পতি ধনু রাশি বা পৌষ মাসের অধিপতি। সেইজন্যে পৌষ মাসটীকে বা যে তারিখটী পৌষ মাস বা ধনু রাশিতে পড়ে সেই তারিখটীকে **পুরোহিত** ব'লে বলা হ'য়েচে।

মীনরাশি বা চৈত্র মাসের অধিপতি বৃহস্পতি। মীন স্ত্রীরাশি—সেইজন্যে চৈত্র মাসটীকে বা যে তারিখটী চৈত্র মাসে বা মীন রাশিতে পড়ে সেটীকে **পুরোহিত পত্নী** ব'লে বলা হ'য়েচে।

শুক্র—সৌখীন ও সৌন্দর্য্যপ্রিয়। শুক্র তুলারাশি বা কার্ত্তিক মাসের অধিপতি। সেইজন্যে কার্ত্তিক মাসটীকে বা যে তারিখটী কার্ত্তিক মাস বা তুলা রাশিতে পড়ে সেটীকে **জামাতা** ব'লে বলা হ'য়েচে।

বৃষরাশি বা জ্যৈষ্ঠ মাসের অধিপতি শুক্র। বৃষরাশি স্ত্রী রাশি—সেইজন্যে জ্যৈষ্ঠ মাসটীকে বা যে তারিখটী জ্যৈষ্ঠ মাসে বা বৃষরাশিতে পড়ে সেটীকে **বধূ** ব'লে বলা হ'য়েচে।

শনি-পরিচারক বা দাস। শনি—কুম্ভরাশি বা ফাল্গুন মাসের অধিপতি। সেইজন্যে ফাল্গুন মাসটীকে বা যে তারিখটী ফাল্গুন মাসে বা কুম্ভরাশিতে পড়ে সেটীকে **পরিচারক** ব'লে বলা হ'য়েচে।

মকর রাশি বা মাঘ মাসের অধিপতি শনি। মকর স্ত্রী রাশি—সেইজন্যে মাঘ মাসটীকে বা যে তারিখটা মাঘ মাসে বা মকর রাশিতে পড়ে সেটাকে **পরিচারিকা** ব'লে বলা হ'য়েচে।

গ্রহগণ দেবতা—তাঁরা ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, বাক্য এবং চিন্তা ইত্যাদি আশ্রয় করে সর্ব্বদাই আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন। সেইজন্যে সব সময়ে তাঁদের নাম করা উচিত নয়। নামের সঙ্গে নামীর সম্বন্ধ এত বেশী যে দেবতা বা মানুষের কথা দূরে থাক নিকৃষ্ট জীব জন্তুও তাদের নাম ক'রলে বুঝতে পারে। গ্রহগণের মধ্যে শুভ এবং অশুভ আছেন—তাঁরা সকলেই কিন্তু আমাদের প্রণম্য। শুভ গ্রহের চিন্তা বা আলোচনা ক'রলে শুভ হয় এবং অশুভ গ্রহের চিন্তা বা আলোচনা ক'রলে অশুভ হয়। সেইজন্যে বৈশাখাদি মাসের অধিপতি গ্রহগণের নাম না ক'রে তাঁদের প্রকৃতি ও কারকতা হিসাবে ১২টী মাসের "মাতা" "পিতা" "বালক" "বালিকা" ইত্যাদি ভাবের নাম দেওয়া হয়েচে। বোঝবার সুবিধা হবে ব'লে কোন মাসটীর কি নাম দেওয়া হ'য়েচে এইবার বলা হ'চ্চে।

পুরুষ মাস		স্ত্রী মাস	
বৈশাখ	যুবক	জ্যৈষ্ঠ	বধূ
আষাঢ়	বালক	শ্রাবণ	মাতা
ভাদ্র	পিতা	আশ্বিন	বালিকা
কার্ত্তিক	জামাতা	অগ্রাণ	যুবতী কন্যা
পৌষ	পুরোহিত	মাঘ	পরিচারিকা
ফাল্গুন	পরিচারক	চৈত্র	পুরোহিত পত্নী

বৈশাখ আদি ভিন্ন ভিন্ন ১২টী মাস হ'লেও ১লা, ২রা, ক'রে প্রত্যেক মাসেই কিন্তু ৩০, ৩১ বা ৩২টী তারিখ হ'য়ে থাকে। তারিখগুলি মাসেরই অংশ সেইজন্যে যে মাসের তারিখ সম্বন্ধে গুণতে বা জানতে হবে সেই মাস থেকেই ১লা, ২রা ক'রে গুণে জন্ম তারিখটী কোন মাসে গিয়ে পড়ে ঠিক ক'রতে হয়। যেমন ৩রা বৈশাখ কোন লোকের ছেলে বা মেয়ে হ'য়েচে—বৈশাখ থেকে গুণলে আষাঢ় মাসে গিয়ে ৩রা পড়ে সুতরাং বৈশাখ ও আষাঢ়ে তার জন্ম। বৈশাখ যুবক এবং আষাঢ় বালক—তাই ৩রা বৈশাখকে যুবক ও বালকের যোগ ব'লে দেখান হ'য়েচে। যুবক বড়—বালক ছোট—সুতরাং যাঁর ৩রা বৈশাখ জন্ম তাঁর মাথার উপর এমন একজন আছেন যার জন্যে নিজেকে বড় ব'লে দেখাতে পারেন না। বৃদ্ধ বয়সেও বালকের মত সরল ভাবটা থাকে। তাঁর ভয় বেশী খিদে পেলে সহ্য ক'রতে পারেন না—পড়া শুনা করেন এবং যন্ত্রপাতি নিয়ে খুট খাট ক'রে পয়সা রোজগার করেন। এইভাবে দেখবেন সবই তাঁর বালকের মত।

১২টীর বেশী রাশি নাই ব'লে ১৩ই বা ২৫শে বৈশাখ যদি কা'র জন্ম হয় তবে তার জন্ম মাসের কর্ত্তা যুবক—আর বৈশাখ থেকে গুণে ১৩ই বা ২৫শে দুটী তারিখই গিয়ে বৈশাখ মাসেই পড়ে—সুতরাং ও দুটী তারিখের কর্ত্তাও যুবক। জ্যৈষ্ঠ মাসের ১লা—জ্যৈষ্ঠ মাস বধূ। সুতরাং ঐ ভাবে গুণে ১লা, ১৩ই বা ২৫শে জ্যৈষ্ঠ বধূ ও বধূ। ১১ই জ্যৈষ্ঠ—জ্যৈষ্ঠ থেকে গুণে ১১ই তারিখটী গিয়ে পড়ে

চৈত্রে—সুতরাং ১১ই জ্যৈষ্ঠ হ'ল—জ্যৈষ্ঠ চৈত্র বা বধূ ও পুরোহিত পত্নী।

এই ভাবে ১লা ভাদ্র—পিতা ও পিতা, ২৬শে ভাদ্র পিতা ও বালিকা। ১৭ই কার্ত্তিক—জামাতা ও পরিচারক—১৮ই কার্ত্তিক—জামাতা ও পুরোহিত পত্নী, ১৯শে কার্ত্তিক—জামাতা ও যুবক। ৯ই অগ্রাণ—যুবতী কন্যা ও মাতা, ১০ই অগ্রাণ যুবতী কন্যা ও পিতা। ১০ই ফাল্গুন—পরিচারক ও যুবতী কন্যা ২১শে ফাল্গুন—পরিচারক ও জামাতা। ৫ই চৈত্র—পুরোহিত পত্নী ও মাতা—২০শে চৈত্র—পুরোহিত পত্নী ও জামাতা, ২৫শে চৈত্র পুরোহিত পত্নী ও পুরোহিত পত্নী।

মেষ—অগ্নিরাশি। আগুনের কাজ জ্বলা এবং যারা আগুন নিয়ে কি ভাবে চ'লতে হয় জানে না তাদের জ্বালা দেওয়া। রাত্রিতে পথ চ'লতে গেলে আগুন অর্থাৎ আলো সঙ্গে থাকলে সুবিধা হয়—আগুন—কাঁচা জিনিসকে সিদ্ধ ক'রে দেয়। এই সব থেকে বোঝা যায় যে যাঁদের বৈশাখ মাসে বা যুবকের তারিখের জন্ম তাঁরা যে কাজ করেন তা বেশ ভাল ভাবেই করেন—অন্যায় দেখলে সহ্য ক'রতে পারেন না, অপরকে সাহায্য করেন—লোককে কাজ কর্ম্ম শিখিয়ে কাজের লোক ক'রে দেন, বড় বড় লোকের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন কথা ব'লতে পারেন—বিপদে ফেলতে পারেন বিপদ থেকে বাঁচাতে পারেন। বাড়ীতে যুবকের শান্তি থাকে না—বহু লোককে খেতে প'রতে দিতে হয়—বহু লোকের

ভাবনা ভাবতে হয়। মেষ রাশিতে তুলা রাশির অধিপতি শুক্র নীচস্থ হ'ন ব'লে কার্ত্তিক মাসে যাঁদের জন্ম তাঁদের সঙ্গে যুবকের মাস বা তারিখের লোকের ভাল মিল হয় না। শ্রাবণ মাসে বা মাতার তারিখে যাঁদের জন্ম তাঁদের সঙ্গ লাভ ক'রলে যুবক ভারী আনন্দ পান এবং তাঁদের খুব ভাল বাসেন—সম্মান করেন। আশ্বিন মাসে এবং গোচরে বুধ যখন মেষ রাশি দিয়ে যান তখন যুবকের অসুখ করে। জ্বালা করা রোগে যুবক কষ্ট পান—যেমন মাথার তালু, বুক, পেট, পায়ের তলা, হাতের তলা খুব বেশী বেশী জ্বর ইত্যাদি। লাল রংয়ের সুগন্ধি তৈল মাথায় মাখা ভাল। গোচরে যখন বৃহস্পতি মেষ রাশি দিয়ে যান সেই সময়ে যুবকের উন্নতি হয়--ভাল হয়—খাতির সম্মান বাড়ে।

চৈতন্য জড়, পুরুষ প্রকৃতি বা মাতাপিতা থেকে জীবের উৎপত্তি—তাই প্রত্যেক মানুষের ভিতর পুরুষ ও স্ত্রী দুটা ক'রে ভাব আছে। পুরুষ ভাব—জাগ্রত অবস্থা এবং স্ত্রীভাব—ঘুমন্ত অবস্থা। জাগ্রত অবস্থায় লোকে বহির্ম্মুখী বুদ্ধি নিয়ে থাকে—কাজ করে—তা সুকাজই হ'ক আর কুকাজই হ'ক। ঘুমন্ত অবস্থায় লোকে অন্তর্ম্মুখী বুদ্ধি নিয়ে থাকে—বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে না—স্বপ্নে ভাল মন্দ কত কি ছবি দেখে।

পুরুষ মাস বা পুরুষ তারিখ গুলির লোক তাই—জাগ্রত; বুদ্ধিমান, অতি সতর্ক, ক্রিয়াশীল, উচ্চাভিলাসী, পরোপকারী সম্মান বোধ খুব বেশী, অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করেন, অন্যায়

ভাবে আক্রমণ ক'রলে নিজেকে বা অপরকে রক্ষা করেন। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সব বুঝতে চান।

স্ত্রী মাস বা স্ত্রী তারিখগুলি—ধীর, নম্র, অলঙ্কারপ্রিয় আপন ভাবে থাকতে চান, যন্ত্রপাতি বা অপরের সাহায্যে নিজেকে রক্ষা করেন—বড় হন, অত্যাচার সহ্য করেন, অল্পে সন্তুষ্ট হন, অনুশীলন ও কল্পনার সাহায্যে ছোটকে বড় করেন—বিবাদ বিসংবাদ ভাল বাসেন না। অনুভূতির দ্বারা সব বুঝে নেন।

যুবকের মাসে বা তারিখে যাঁদের জন্ম তাঁদের বিবাহ—খ্যাতির সম্মান আছে এবং অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীতে হয়। দাম্পত্য জীবনে এঁরা বেশ সুখ পান না। স্বামীর বা স্ত্রীর প্রকৃতি খুব কড়া হয়—কিম্বা স্বাস্থ্য ভাল হয় না।

গ্রহগণের স্বভাব প্রকৃতি শত্রুতা, মিত্রতা,—ভাব, দশা ইত্যাদি সম্বন্ধে এবং ভালমন্দ সময় কখন হ'বে জানবার উপায় মাসে মাসে ক্রমে ক্রমে ব'লব।

জাতক কল্পতরু।

(জ্যৈষ্ঠ শাখা যন্ত্রস্থ)

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

জাতক কল্পতরু।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

১। শ্রীপিনাকীভূষণ মুখোপাধ্যায়

১৮।১ পুরোহিতপাড়া লেন,

উত্তরপাড়া পোঃ আঃ

(জেলা হুগলী)

২। ডাক্তার জে, সি, গুপ্ত এম, বি, এম, ডি, (কলোন)

১০১এ, স্থরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোড,

কলিকাতা।

Phone No. Cal. 428.